উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রনয়ণ

উপজেলা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার

পরিকল্পনা প্রনয়ণে:

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, মহেশখালী, কক্সবাজার

সমন্বয়ে:

রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক)

আগষ্ট ২০১৪

সার্বিক সহযোগিতায়:

কম্প্রেহেনসিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি- ২)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ত্রাণ মন্ত্রণালয়

বানী

বাংলাদেশ বিশ্বের মধ্যে অন্যতম দুর্যোগ প্রবণ একটি দেশ। আবহাওয়া, জলবায়ু ও ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে এদেশের প্রতিটি জেলা নানাবিধ দুর্যোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। এসব জেলার মধ্যে কক্সবাজার জেলা হলো অন্যতম। সমুদ্র উপকূলবর্তী ও পাহাড়ী এলাকা হওয়ায় সামুদ্রিক জলোচ্ছাস, বন্যা, পাহাড় ধ্বস, পাহাড়ী ঢল, লবণাক্ততাসহ নানাবিধ আপদে প্রায় প্রতি বছর জেলার ৮টি উপজেলা কোন না কোন দুর্যোগে পতিত হয়ে থাকে, যার মধ্যে মহেশখালী একটি অন্যতম ঝুঁকিপ্রবণ উপজেলা। এই উপজেলা একটি দ্বীপ হওয়ায় প্রায় সারা বছর সামুদ্রিক জলোচ্ছাস, জোয়ারের প্লাবন, পাহাড়ী ঢল, লবণাক্ততা, বৃক্ষ ও প্যারাবন নিধনসহ নানাবিধ আপদ/ দুর্যোগের সম্মুখীন হয়ে জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়, যার প্রভাব পড়ে থাকে জাতীয় অর্থনীতিতে ।

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ সরকার ইউএনডিপিসহ বিভিন্ন দাতা সংস্থার সহায়তায় সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচীর মাধ্যমে দুর্যোগের ঝুঁকি ও ক্ষয় ক্ষতি হ্রাস করার লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে।

এরই ধারাবাহিকতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ত্রাণ মন্ত্রণালয়' এর 'কম্প্রেহেনসিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি)'র উদ্যোগে এবং ইউএনডিপি, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, ইউকে এইড, অস্ট্রেলিয়ান এইড, সুইডেন ও নরওয়ে এ্যাম্বাসি'র সহায়তায় বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক) কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করে, যা দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস প্রক্রিয়াকে সমৃদ্ধশালী করবে।

পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে রিক ইউনিয়নের সাধারণ জনগণ, বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তি, ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে ইউনিয়নভিত্তিক আর্থ-সামাজিক চিত্র, আবহাওয়া-জলবায়ুর অবস্থা, আপদ-দুর্যোগে ক্ষয় ক্ষতির মাত্রা, দুর্যোগ ঝুঁকি চিহ্নিত, দুর্যোগ মোকাবেলার সক্ষমতা, ঝুঁকি হ্রাসে করণীয়সহ বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও সমন্বয় করে মহেশখালী উপজেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

পরিকল্পনা প্রণয়নে রিক এর কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রম সত্যিই প্রশংসার দাবী রাখে। এই পরিকল্পনাটি দুর্যোগ প্রতিরোধ ও ঝুঁকি হ্রাসকল্পে যথার্থ অবদান রাখবে। এটি সঠিকভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে মহেশখালী উপজেলার জনগণের জীবন-জীবিকা ও সম্পদ রক্ষার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নে রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক) এর কর্মকর্তাবৃন্দ, ইউনিয়ন ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ, সকল ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যবৃন্দ, উপজেলা প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তবৃন্দ এবং উপজেলাবাসীর সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

মোহাম্মদ আনোয়ারুল নাসের

উপজেলা নির্বাহী অফিসার

মহেশখালী , কক্সবাজার

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ বিশ্বের দুর্যোগপূর্ণ দেশগুলির মধ্যে অন্যতম। সুদুর অতীতকাল থেকেই বাংলার ব-দ্বীপ অঞ্চলটির জনগণ বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে মোকাবেলা করে আসছে। দুর্যোগগুলির মধ্যে কতগুলো ধীর কর্মক্ষমতা সম্পন্ন, পৌনঃপুনিক এবং কতগুলি রয়েছে আকস্মিক, ধ্বংস ক্রিয়ায় প্রগাঢ় ও বৈশিষ্ট্যে বিপর্যয়কারী। বহুমূখী দুর্যোগের জন্য দেশটির ভৌগলিক অবস্থান অনেকটা দায়ী। ভৌগোলিক অবস্থান, আবহাওয়া ও নদী মাতৃকার কারণে এ দেশে বন্যা, ঘূর্নিঝড়, খড়া, টর্নেডো/ কালবৈশাখী, সামুদ্রিক জলোচ্ছাস ও অঞ্চল ভেদে মঙ্গা, ম্যালেরিয়া, পাহাড় ধ্বস, বন্যহাতি আক্রমণসহ নানাবিধ আপদে ঝুঁকিপূর্ণ। অবস্থানগত কারণে ভুমিকম্প, সুনামী এদেশের জন্য বড় আপদ হিসেবে দেখা দিতে পারে। তাছাড়া পাহাড়ী ও নদীমাতৃক হওয়ায় প্রতিবছর নদী ভাঙ্গন, বন্যা, পাহাড়ী ঢলে লাখ লাখ মানুষ জানমাল, বসতভিটা হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ছে। এছাড়াও মানব সৃষ্ট নানান আপদ মানুষের জীবনকে প্রতিনিয়ত আতংকগ্রস্ত করে রাখছে। এ সবের মধ্যে বৃক্ষ ও প্যারাবন নিধন, পাহাড় কাটা, মাটি কাটা, ইটভাটার দূষণ, তামাক চায়, ক্ষতিকর রাসায়নিক সার ব্যবহার, বার্ড ফ্লু প্রভৃতি আপদে জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে। এতে করে জাতীয় জীবন তথা অর্থনীতিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলছে।

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ সরকারর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ইউএনডিপি, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, ইউকে এইড, অস্ট্রেলিয়ান এইড, সুইডেন ও নরওয়ে এ্যাম্বাসি'র আর্থিক ও কারিগরী সহায়তায় সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচীর মাধ্যমে দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষ্যে এক যুগান্তকারী কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এই কর্মসূচির আওতায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (জেলা বা উপজেলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা বা অবস্থান, আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিস্থিতি, আপদ, দুর্যোগ, সক্ষমতা, বিপদাপন্নতা, ঝুঁকি চিহ্নিত, ঝুঁকি হ্রাসে করণীয় উপায়সহ বিভিন্ন তথ্য) প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে এ কর্মসূচীর প্রণয়নকৃত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দুর্যোগে ঝুঁকি হ্রাসে সূদুরপ্রসারী অবদান রাখবে বলে মনে করা হয়।

এরই ধারাবাহিকতায় বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক) কে কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে রিক এর কর্মীদের নিষ্ঠা ও অক্লান্ত পরিশ্রম পরিকল্পনা প্রণয়নে যথার্থ অবদান রেখেছে। ফলে উপজেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছে। এই পরিকল্পনায় দুর্যোগ প্রতিরোধে নদী ভাঙ্গন রোধ, প্রয়োজনীয় বাঁধ নির্মাণ, সামাজিক বনায়ন, মজবুত ও দুর্যোগ সহনশীল অবকাঠামো তৈরী, নলকুপ স্থাপন, আবহাওয়া ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার্থে নিবিড় বনায়ন প্রভৃতি ঝুঁকি হ্রাসকল্পে কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে, যা বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের জীবন-জীবিকার নিশ্চয়তা ও সহায় সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করার জন্য ইউনিয়ন ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, উপজেলা প্রশাসন এবং উপজেলাবাসীর সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

আবুল হাসিব খান
পরিচালক
রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক)

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা নং

প্রথম অধ্যায়: স্থানীয় এলাকা পরিচিতি

১.১ পটভূমি ৬
১. ২ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ৬
১.৩ স্থানীয় এলাকা পরিচিতি ৭
১.৩.১ জেলা/উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান ৮
১.৩. ২ আয়তন ৯
১.৩.৩ জনসংখ্যা ১২
১.৪. অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো সংক্রান্ত তথ্যগুলোর সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ননা থাকতে হবে ১২
১.৪.১ অবকাঠামো ১২
১.৪.২ সামাজিক সম্পদ ২০
১.৪.৩ আবহাওয়া ও জলবায়ু ৩৮
১.৪.৪অন্যান্য ৩৯

দ্বিতীয় অধ্যায়: দুর্যোগ, আপদ এবং বিপদাপন্নতা

২.১ দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাস ৪৮
২.২ জেলা/উপজেলার আপদ সমুহ ৪৯
২.৩ বিভিন্ন আপদ ও তার বর্তমান ভবিষ্যৎ চিত্র বর্ননা ৫০
২.৪ বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা ৫৩
২.৫ সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা ৫৫
২.৬ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাতসমুহ ৫৯
২.৭ সামাজিক মানচিত্র ৬৪
২.৮ আপদ ও ঝুঁকি মানচিত্র ৬৫
২.৯ আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি ৬৭
২.১০ জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি ৬৯
২.১১ জীবন এবং জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা ৭০
২.১২ খাতভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকির বর্ননা ৭১
২.১৩ জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব ৭৩

তৃতীয় অধ্যায়: দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস

৩. ১ ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ ৭৫
৩.২ ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিতকরণ ৭৯
৩.৩ এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা ৮৩
৩.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা ৮৪
৩.৪.১ দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি ৮৪
৩.৪.২ দুর্যোগ কালীন ৮৫
৩.৪.৩ দুর্যোগ পরবর্তী ৮৬
৩.৪.৪ স্বাভাবিক সময়ে/ ঝুঁকিহ্রাস সময়ে ৮৭

বিষয় পৃষ্ঠা নং

চতুর্থ অধ্যায়: জরুরী সাড়া প্রদান

৪.১ জরুরী অপারেশন সেন্টার (EOC) ৮৯
৪.১.১ জরুরী কন্ট্রোল রুমপরিচালনা ৮৯
৪.২ আপদ কালীন পরিকল্পনা ৯০
৪.২.১ স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা ৯২
৪.২.২ সতর্ক বার্তা প্রচার ৯২
৪.২.৩ **জনগণকে আশ্রয়কেন্দ্রে পাঠানোর ব্যবস্থা করা** ৯২
৪.২.৪ নৌকা, **গাড়ী, ভ্যান** প্রস্তুত রাখা ৯২
৪.২.৫ উদ্ধার **কাজ ব্যবস্থাপনা** ৯২
৪.২.৬ প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান ৯২
৪.২.৭ **মৃত প্রাণীর (মানুষ ও গবাদী পশু পাখি) ব্যবস্থাপনা** ৯৩
৪.২.৮ শুকনা খাবার, জীবন রাক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা ৯৩
৪.২.৯ গবাদী পশুর চিকিৎসা/ টিকা ৯৩
৪.২.১০ আশ্রয় কেদ্র রক্ষনাবেক্ষন ৯৩
৪.২.১১ ত্রান কার্যক্রম সমন্বয় করা ৯৪
৪.২.১২ মহড়ার আয়োজন করা ৯৪
৪.২.১৩ দূর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি চাহিদা নিরুপন ও প্রতিবেদন প্রেরণ ৯৪
৪.২.১৪ জরুরী কন্ট্রোল রুম (EOC)পরিচালনা ৯৪
৪.৩ জেলা/ উপজেলার নিরাপদ স্থান সমুহের তালিকা ও বর্ননা ৯৫
৪.৪ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন ৯৭
৪.৫ জেলা/উপজেলার সম্পদের তালিকা (যা দুর্যোগকালে ব্যবহৃত হতে পারে) ৯৮
৪.৬ অর্থায়ন ৯৮
৪.৭ কর্ম পরিকল্পনা হালনাগাদ করণ ও পরীক্ষা করণ ১০০

পঞ্চম অধ্যায়: উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা

৫.১ ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়ন ১০২
৫.২ দ্রুত /আগাম পুনরুদ্ধার ১০৩
৫.২.১ প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা ১০৩
৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার ১০৩
৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভ ১০৪
৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তা ১০৪

সংযুক্তি

সংযুক্তি ১ আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেক লিষ্ট ১০৫
সংযুক্তি ২ জেলা/উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ১০৭
সংযুক্তি ৩ উপজেলার/ ইউনয়ন সেচ্ছাসেবকদের তালিকা ১০৮
সংযুক্তি ৪ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা ১২০
সংযুক্তি ৫ ইউনিয়নভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তথ্য ১২৩
সংযুক্তি ৬ এক নজরে জেলা/উপজেলা ১২৮
সংযুক্তি ৭ ইউনিয়নভিত্তিক রাস্তাসমূহের তথ্য ১২৯
সংযুক্তি ৮ ইউনিয়নভিত্তিক খালসমূহের তথ্য ১৩৩
সংযুক্তি ৯ ইউনিয়নভিত্তিক কালভার্টসমূহের তথ্য ১৩৭
সংযুক্তি ১০ বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানসূচী ১৪৪
উপসংহার ও তথ্যসূত্র ১৪৫

প্রথম অধ্যায়

স্থানীয় এলাকা পরিচিতি

১.১ পটভূমি

দুর্যোগের স্থায়ী আদেশাবলীতে ঝুঁকি হ্রাস ও কন্টিনজেন্সী পরিকল্পনাকে অন্তর্ভূক্ত করে জেলা, উপজেলা, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের সুপারিশ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা বিষয়টি সিডিএমপি খুবই গুরত্বের সাথে নিয়েছে। পরিকল্পনার স্থায়ীত্বশীলতা ও কার্যকারীতা, নিবিড় এবং ফলাফলধর্মী কর্মপদ্ধতি, সংশ্লিষ্ট সংগঠন, প্রতিষ্ঠানের ও জনগোষ্ঠির অংশগ্রহণের উপর নির্ভরশীল।

বাংলাদেশ বিশ্বের দুর্যোগপূর্ণ দেশগুলির মধ্যে অন্যতম। ভৌগলিক অবস্থান ও আবহাওয়াজনিত কারণে স্থানভেদে এদেশে প্রতি বছর বন্যা, অতিবৃষ্টি, ঘুর্ণিঝড়/ টর্নেডো, খরা, শৈত্য প্রবাহ, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, পাহাড়ী ঢল, পাহাড় ধ্বস, লবণাক্ততা, আর্সেনিক দূষণ, কালবৈশাখীর মত নানা ধরণের প্রাকৃতিক আপদ আঘাত হানে।

অবস্থানগত কারণে ভূমিকম্প এদেশের জন্য একটা বড় আপদ। অন্যদিকে নদীমাতৃক দেশ হওয়ায় প্রায় প্রতিবছর বন্যা ও নদী ভাঙ্গনে এদেশের প্রতিটি জেলা কম বেশী কোন না কোন ভাবে আক্রান্ত হয়ে থাকে। এ ছাড়াও মানবসৃষ্ট বিভিন্ন আপদ, যেমন বৃক্ষ/ প্যারাবন নিধন, পাহাড়/ মাটি কাটা, তামাক চাষ, ইটভাটার দূষণ, রাসায়নিক সার বা ঔষধ ব্যবহার, অগ্নিকান্ড প্রভৃতি মানব জীবনকে প্রতিনিয়ত আতঙ্কগ্রস্ত করে রাখে। এসব জেলার মধ্যে কক্সবাজার জেলা অন্যতম। কক্সবাজার জেলার ৮টি উপজেলা প্রতিবছর কোন না কোন দুর্যোগে পতিত হয়ে থাকে, যার মধ্যে মহেশখালী একটি অন্যতম ঝুঁকিপ্রবণ উপজেলা। এই উপজেলার ৮টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত। এই ৮টি ইউনিয়ন প্রায় সারা বছর ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, পাহাড়ী ঢল, জোয়ারের প্লাবন, পাহাড় ধ্বস, লবণাক্ততা, বৃক্ষ ও প্যারাবন নিধনসহ নানাবিধ আপদ/ দুর্যোগের কবলে থাকে। উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ড ও গ্রামে প্রায় সারা বছর কোন না কোন আপদ/ দুর্যোগ ঘটে এবং জনসাধারণের জীবন ও জীবিকার উপর ব্যাপক ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে থাকে। সারা বছর বিভিন্ন দুর্যোগে পতিত হলেও বিগত সময়ে দুর্যোগ প্রতিরোধ বা দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করা এবং মানুষের জীবন ও সহায় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য উপজেলা পর্যায়ে কোন সুদুরপ্রসারী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। সেদিক বিবেচনা করে সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে এই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি মহেশখালী উপজেলার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে।

১.২ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য:

প্রায় সারা বছর প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্ট অসংখ্য আপদ/ দুর্যোগে সমুদ্র উপকূলবর্তী দ্বীপপুঞ্জ মহেশখালী উপজেলায় জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা ও পেশা ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, লবণাক্ততা, বৃক্ষ নিধনের মত আপদে চরমভাবে ঝুঁকিপূর্ণ। ফলশ্রুতিতে ক্রমবর্ধমানহারে মানুষের জীবনযাত্রায় নেমে এসেছে দারিদ্রতা।

মূল উদ্দেশ্য:
বিদ্যমান আপদ/ দুর্যোগের সম্ভাব্য ঝুঁকি চিহ্নিত করে তা নিরসনে কার্যকরী কার্যক্রম গ্রহণ করার লক্ষ্যে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং তাদের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে আপদ/ দুর্যোগ সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি হ্রাস করে ক্ষয়ক্ষতি কমাতে এবং বিপদাপন্নতা নিরসনে সহায়তা করবে।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য:

- পরিবার ও সমাজ পর্যায়ে দুর্যোগের ঝুঁকি সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি ও সকল প্রকার ঝুঁকি হ্রাসকরণে পরিবার, সমাজ, ইউনিয়ন - উপজেলা - জেলা প্রশাসন পর্যায়ে বাস্তবসম্মত উপায়সমূহ চিহ্নিত করা;
- স্থানীয় উদ্যোগে যথাসম্ভব স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করে ঝুঁকি হ্রাসকরণ ও ব্যবস্থাদির বাস্তবায়ন পদ্ধতির উন্নয়ন করা;
- দুর্যোগ পরবর্তী উদ্ধার, অপসারণ, চাহিদা নিরূপণ, ত্রাণ বিতরণ ও তাৎক্ষণিক পুনর্বাসন ব্যবস্থার জন্য স্থানীয়ভাবে প্রণীত পরিকল্পনার অনুশীলন ও প্রয়োগ করা;
- একটি নির্দিষ্ট এলাকা এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কৌশলগত দলিল তৈরি করা;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সংশ্লিষ্ট সেক্টরের (সরকারী, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় বেসরকারী সংস্থা, দাতা সংস্থা প্রভৃতি) জন্য একটি সার্বিক পরিকল্পনা হিসেবে কাজ করা;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংশিষ্ট অংশীদারদের পরিকল্পনা প্রণয়ণ ও বাস্তবায়নে নির্দেশনা প্রদান করা;
- সংশ্লিষ্ট কমিউনিটির দুর্যোগ পরিকল্পনায় আন্তরিক অংশগ্রহণ, কার্যকর অংশীদারিত্ব ও মালিকানাবোধ জাগ্রত করা ।

১.৩ স্থানীয় এলাকা পরিচিতি

বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণে অবস্থিত জেলা হলো কক্সবাজার । পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্রনগরী । সাগর ও পাহাড়ের মিলন মেলার এক অপূর্ব এই জেলা । বড় সুখ দুঃখের স্মৃতি বিজরিত ও ইতিহাস খ্যাত কক্সবাজার জেলার একটি দ্বীপপুঞ্জ হলো **মহেশখালী** উপজেলা । ইহার মূল অংশ ছাড়াও ধলঘাটা, মাতারবাড়ী, সোনাদিয়া দ্বীপসহ তিনটি দ্বীপের সমন্বয়ে ৮টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভা নিয়ে মহেশখালী উপজেলা গঠিত । এ দ্বীপের দক্ষিণ ও পশিমে বঙ্গোপসাগর ও কুতুবদিয়া প্রণালী/ চ্যানেল এবং উত্তর পূর্বে মহেশখালী প্রণালী/ চ্যানেল দ্বারা বেষ্টিত । দ্বীপের পূর্ব পার্শ্বে উঁচু-নিচু পাহাড় ও টিলা রয়েছে । তন্মধ্যে সর্বোচ্চ পাহাড়ের উচ্চতা সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে প্রায় ২৮৮ ফুট । মহেশখালী নামকরণের বিভিন্ন জনশ্রুতি আছে । যেমন কক্সবাজারের ইতিহাস গ্রন্থে পাওয়া যায় হিন্দুদের দেবতা 'শিব' এর অপর নাম মহেশ । মহেশ এর নামানুসারে দ্বীপের মহেশখালী নামকরণ হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন । ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী রেকর্ড পত্রে নাম লেখা হয় মইশখাল । আবার অনেকে মনে করেন স্থানীয়ভাবে মহিশকে 'মুইশ' বলা হয় । এক সময় দ্বীপের বনাঞ্চলে প্রচুর 'বন্য মুইশ' থাকতো । সে কারণে দ্বীপের নামকরণ মহেশখালী হয়েছে । তবে ঐতিহাসিকদের বর্ণনা মতে মহেশখালীর পূর্বে কক্সবাজার জেলা মূল ভূখন্ডের সাথে সংযুক্ত ছিল । ১৫৬৯ সালে প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের ফলে এ অংশটি মুল ভূখন্ডের হতে আলাদা হয়েছে । আর সে কারণে ইউরোপিয়ানরা এটাকে 'Mexal' দ্বীপ বর্ণনা করেছে । এই 'Mexal' শব্দটা ক্রমান্নয়ে `Moiscal' বা 'Mohesh Island' বা 'Moheshkhali Island' হয়েছে ।

কক্সবাজার জেলা সদর থেকে ৯ কিলোমিটার পশ্চিম উত্তরে মহেশখালী উপজেলার সীমানা । পশ্চিমে ২ কিলোমিটার গেলে রাস্তার পার্শ্বে তৈরী করা হয়েছে উপজেলা পরিষদ ।

উপজেলাটি ভূ-প্রকৃতি ও অবস্থানগত কারণে প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট অসংখ্য আপদে ঝুঁকিপূর্ণ । সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, জোয়ারের প্লাবন, লবণাক্ততাসহ নানাবিধ আপদে চরমভাবে আতংকগ্রস্ত থাকে উপজেলার সিংহভাগ মানুষ । এছাড়া পাহাড় কাটা, বৃক্ষ/ প্যারাবন নিধন, ইটভাটার দূষণ প্রভৃতি মানবসৃষ্ট আপদ চরমভাবে গ্রাস করছে উপজেলার জনগণকে ।

কক্সবাজার সদর থেকে সমুদ্র পথে স্পীড বোটে ২০ - ৩০ মিনিট ও ইঞ্জিন বোটে ১ - ২ ঘন্টায় মহেশখালী পৌঁছা যায় এবং সড়ক পথে ৩ - ৪ ঘন্টায় চকেরিয়া/ বদরখালী হয়ে বাস, জীপ বা ট্যাক্সি করেও পৌঁছানো যায় ।

মহেশখালী উপজেলার প্রায় শতকরা ৮০ - ৯০ ভাগ মানুষ মৎস্য আহরণ, পান ও লবণ ব্যবসার সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত। জীবন বাজী রেখে গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণে যায় এখানকার মৎসজীবীরা।

মহেশখালীর বড় রাখাইন পাড়ায় আনুমানিক ২০০ বছরের পুরানো বৌদ্ধ মন্দির ও ১২০ বছরের পুরানো জাতীয় শান্তি প্যাগোডা/ ক্যায়াং আছে। আনুমানিক ১২০ বছর পূর্বে এই বঙ্গদেশে এক মহামারী রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে বৌদ্ধরা ধর্মীয় গুরূর পরামর্শক্রমে মহামারী রোগ থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য জাতীয় শান্তি প্যাগোডা স্থাপন করে। বৌদ্ধ মন্দির কম্পাউন্ডে স্থাপিত আছে মুনজালিন্দা বুদ্ধ। কথিত আছে মহামানব গৌতম বুদ্ধ তার বুদ্ধত লাভের পাঁচ সপ্তাহ পরে ভারতের বৌদ্ধ গয়ায় মুনজালিন্দা ডোবায় ৭ দিন ব্যাপী ধর্মীয় ধ্যানরত থাকাকালীন অতি ঝড়-বৃষ্টি শুরু হলে নাগরাজ সেই ঝড়-বৃষ্টি থেকে ধ্যানরত বুদ্ধকে রক্ষা করে। তারই প্রতিচ্ছবি হিসেবে এখানে স্থাপিত হয়েছে মুনজালিন্দা বুদ্ধ। মহেশখালীতে আরো আছে পৌরানিক মৈনাক পর্বতে অবস্থিত উপমহাদেশখ্যাত হিন্দুদের প্রাচীন তীর্থ স্থান ও পুণ্য মন্দির 'আদিনাথ মন্দির'। শিবের ১০৮টি নামের আদি/ প্রথম নামানুসারে এ মন্দিরের নামকরণ করা হয়। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে এর পার্শ্বে অষ্টভূজার মন্দির স্থাপন করা হয়। কথিত আছে, অষ্টভূজা দেবী প্রতিমা নেপাল রাজবংশের ঐতিহ্য। সেই সূত্র ধরে চৈত্র সংক্রান্তির মেলায় মন্দিরের তীর্থ যাত্রীদের সুবিধার্থে ২০০৬ খ্রীষ্টাব্দে নেপাল সরকারের অনুদানে একটি জেটি নির্মাণ করা হয়। এছাড়াও পাহাড়ের উপর গড়ে উঠেছে মহেশখালীর প্রথম মুসলিম বসতি সিপাহী পাড়া। জানা যায় সম্রাট শাহ সুজা পরাজয়ের পরে আরাকানে পালিয়ে যাওয়ার পথে তার কিছু সিপাহী বিচ্ছিন্ন হয়ে এখানে বসতি গড়ে।

উল্লেখিত এইসবই পর্যটকদের এখানে আসার জন্য বারংবার আকর্ষণ করে থাকে।

১.৩.১. জেলা/ উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান:

ভৌগলিক অবস্থান:

মহেশখালী উপজেলার পশ্চিম ও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং কুতুবদিয়া প্রণালী/ চ্যানেল, উত্তরে পেকুয়া উপজেলার উজানটিয়া ইউনিয়ন, পূর্বে মহেশখালী চ্যানেল ও কক্সবাজার জেলা সদর।

ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থা:

উপজেলার মাঝে পাহাড় ও পাহাড়ের চার পাশে ঢালু হয়ে সমতল ভূমি, দুই পাশে নদী এবং অন্য ২ পাশে সাগর।

মাটির ধরণ:

জমির মাটি বেলে দো-আঁশ, নদীর পাড়ের মাটি এটেল, সাগর পাড়ের মাটি বেলে প্রকৃতির। উপজেলার কোন কোন স্থানে মাটিতে লবণাক্ততার মাত্রা বেশী।

প্রাকৃতিক সম্পদ:

মহেশখালী উপজেলার প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে রয়েছে সাগর, নদী, খাল, চর, জমি, গাছ পালা, প্যারাবন, মৎস্য, গৃহপালিত ও বন্য পশু-পাখি ইত্যাদি।

১.৩.২ আয়তন

মহেশখালী উপজেলার আয়তন প্রায় ৩৮৮.৫ বর্গ কিলোমিটার। ৮টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভা নিয়ে এই উপজেলা গঠিত। ৮টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভায় রয়েছে ৮১টি ওয়ার্ড, ৩২টি মৌজা ও ২০৬টি গ্রাম। নিম্নে ইউনিয়নভিত্তিক ওয়ার্ড, মৌজা ও গ্রামের তথ্য তুলে ধরা হলো:

ক্রমিক নং	ইউনিয়নের নাম	গ্রামের নাম ও ওয়ার্ড	গ্রামভিত্তিক মৌজার নাম
১.	**বড় মহেশখালী** **মোট গ্রামের সংখ্যা: ২৯টি**	বড়ডেইল, শুকরিয়া কাটা, ফকিরা কাটা, মগরিয়া কাটা (১নং ওয়ার্ড), মুন্সির ডেইল, মাঝের ডেইল, পাহার তলী, পূর্ব মুন্সির ডেইল (২নং ওয়ার্ড), মিয়াজির পাড়া, মাহারা পাড়া, মনছুর আলী পাড়া (৩নং ওয়ার্ড), দেবেঙ্গা পাড়া, গুলগুলিয়া পাড়া, হিন্দু পাড়া, পাহাড়তলী পাড়া (৪নং ওয়ার্ড), মধুয়ার ডেইল, মহুরীর ডেইল, পশ্চিম সিপাহির পাড়া, নাপিত পাড়া, লাতুয়ার ডেইল (৫নং ওয়ার্ড), বড় কুলাল পাড়া, ছোট কুলাল পাড়া, সাতঘরিয়া পাড়া, নিজতালুক পাড়া (৬নং ওয়ার্ড), মধ্যম জাগিরা ঘোনা (৭নং ওয়ার্ড), পশ্চিম জাগিরা ঘোনা, পূর্ব ফকিরা ঘোনা (৮নং ওয়ার্ড), ফকিরা ঘোনা, পশ্চিম ফকিরা ঘোনা (৯নং ওয়ার্ড)।	১. বড় মহেশখালী মৌজা ২. জাগিরা ঘোনা মৌজা ৩. ফকিরা ঘোনা মৌজা
২.	**ছোট মহেশখালী** **মোট গ্রামের সংখ্যা: ১৩টি**	উত্তর সিপাহীর পাড়া (১নং ওয়ার্ড), সিপাহীর পাড়া (২নং ওয়ার্ড), দক্ষিণ নলবিলা (৩নং ওয়ার্ড), উত্তরকুল ছোট মহেশখালী (৪নং ওয়ার্ড), দক্ষিণকুল ছোট মহেখালী, লম্বা ঘোনা (৫নং ওয়ার্ড), মুদিরছড়া, আহম্মদিয়া কাটা (৬নং ওয়ার্ড), ঠাকুরতলা ডেইল পাড়া (৭নং ওয়ার্ড), তেলী পাড়া, পশ্চিম ঠাকুর তলা (৮নং ওয়ার্ড), ঠাকুর তলা , উত্তর ঠাকুর তলা (৯নং ওয়ার্ড)	১. পাহাড় ঠাকুরতলা মৌজা, ২. ছোট মহেশখালী মৌজা, ৩. দক্ষিণ নলবিলা মৌজা, ৪. সীপাহীর পাড়া মৌজা, ৫. ১২ নং মৌজা (খাস)
৩.	**ধলঘাটা** **মোট গ্রামের সংখ্যা: ১৫টি**	নাছির মো: ডেইল, উত্তর মহুরী ঘেনা (১নং ওয়ার্ড), পানির ছড়া, মহুরী ঘেনা (২নং ওয়ার্ড), বনজামির ঘেনা, মাইজ পাড়া (৩নং ওয়ার্ড), সরাই তলী, মাইজ পাড়া (৪নং ওয়ার্ড), সিকদার পাড়া, উত্তর সুতরিয়া (৫নং ওয়ার্ড), মধ্যম সুতরিয়া (৬নং ওয়ার্ড), দক্ষিন সুতরিয়া (৭নং ওয়ার্ড), বেগুন বুনিয়া, পন্ডিতের ডেইল (৮নং ওয়ার্ড), সাপমারার ডেইল (৯নং ওয়ার্ড)	১. ধলঘাটা মৌজা

ক্রমিক নং	ইউনিয়নের নাম	গ্রামের নাম ও ওয়ার্ড	গ্রামভিত্তিক মৌজার নাম
৪.	**হোয়ানক** **মোট গ্রামের সংখ্যাঃ ২৭টি**	ছনখোলা পাড়া, ডেইল্যাঘোনা (১নং ওয়ার্ড), হরিয়ার ছড়া, কালাগাজীর পাড়া (২নং ওয়ার্ড), পদ্ম পুকুড় পাড়া, হামিদুর রহমান পাড়া, কাঠালতলী পাড়া, ফকির খালী পাড়া, খরশা পাড়া (৩নং ওয়ার্ড), পুঁইছড়া, জামাল পাড়া, বানিয়া কাটা (৪নং ওয়ার্ড), বড়ছড়া. মাঝের পাড়া, আলগাদিয়া (৫নং ওয়ার্ড), রাজুয়ার ঘোনা (৬নং ওয়ার্ড), কেরুণ তলী, নয়া পাড়া, আদ্যমুলা পাড়া, ভেওয়াখালী (৭নং ওয়ার্ড), কালালিয়া কাটা, মোহরা কাটা, ধলঘাট পাড়া (৮নং ওয়ার্ড), পানির ছড়া, বারঘর পাড়া, ছড়ার আগা, জৈয়ার কাটা (৯নং ওয়ার্ড)	১. হরিয়ারছড়া মৌজা ২. হোয়নক মৌজা ৩. আমাবশ্যাখালী মৌজা ৪. এতালিয়া মৌজা ৫. পানিরছড়া মৌজা ৬. কেরুণ তলী মৌজা
৫.	**কালামারছড়া** **মোট গ্রামের সংখ্যাঃ ২২টি**	চালিয়া তলী, দরগা ঘোনা, উত্তর নলবিলা (১নং ওয়ার্ড), বড়ুয়া পাড়া, আফজালিয়া পাড়া, উত্তর নলবিলা (২নং ওয়ার্ড), ইউনুছ খালী, মাইঝ পাড়া (৩নং ওয়ার্ড), মারকা ঘোনা, উত্তর ঝাপুয়া (৪নং ওয়ার্ড), চিকনি পাড়া, দক্ষিন ঝাপুয়া (৫নং ওয়ার্ড), নয়া পাড়া ও সোনা পাড়া (৬নং ওয়ার্ড), মো: শাহ ঘোনা, ফকিরজোম পাড়া, ছামিরা ঘোনা,অফিস পাড়া (৭নং ওয়ার্ড), নুনাছড়ি, ফকিরা ঘোনা (৮নং ওয়ার্ড), আধার ঘোনা, মিজ্জির পাড়া (৯নং ওয়ার্ড)	১. কালারমারছড়া মৌজা ২. কালিগঞ্জ মৌজা ৩. ঝাপুয়া মৌজা ৪. ইফনুছ খালী মৌজা ৫. উত্তর নলবিলা মৌজা
৬.	**কুতুবজুম** **মোট গ্রামের সংখ্যাঃ ২৪টি**	পশ্চিম ঘটি ভাঙ্গা, মধ্যম ঘটি ভাঙ্গা, ঢেম্বুনিপাড়া (১নং ওয়ার্ড), পূর্ব সোনাদিয়া, পশ্চিম সোনাদিয়া (২নং ওয়ার্ড), তাজিয়া কাটা, আদর্শ গ্রাম, চর পাড়া (৩নং ওয়ার্ড), নয়াপাড়া, চর পাড়া (৪নং ওয়ার্ড), পশ্চিম পাড়া, চাঁন্দা কাটা (৫নং ওয়ার্ড), দৈলার পাড়া, মগ কাটা, লাল মো: সিকদার পাড়া (৬নং ওয়ার্ড), কুতুবজোম, পূর্ব পাড়া, বুজরুক পাড়া, দক্ষিণ পাড়া (৭নং ওয়ার্ড), কামিতার পাড়া, উত্তর পাড়া, মেহেরিয়া পাড়া (৮নং ওয়ার্ড), খন্দকার পাড়া, উত্তর খন্দকার পাড়া, দক্ষিণ খন্দকার পাড়া (৯নং ওয়ার্ড) ।	১. ঘটি ভাঙ্গা মৌজা ২. কুতুবজোম মৌজা ৩. সোনদিয়া মৌজা
৭.	**মাতারবাড়ি** **মোট গ্রামের সংখ্যাঃ ২৭টি**	সিকাদার পাড়া, উত্তর সিকদার পাড়া, পশ্চিম সিকদার পাড়া (১নং ওয়ার্ড), বান্ডী সিকদার পারা, খন্দার বিল, পূর্বপাড়া (২নং ওয়ার্ড), উত্তর রাজঘাট, দক্ষিণ রাজঘাট, বিল পাড়া (৩নং ওয়ার্ড), সাতঘরপাড়া, লাইল্যা ঘোনা, মন হাজীর পাড়া (৪নং ওয়ার্ড), মিয়জীর	১. মাতারবাড়ী মৌজা

ক্রমিক নং	ইউনিয়নের নাম	গ্রামের নাম ও ওয়ার্ড	গ্রামভিত্তিক মৌজার নাম
		পাড়া, উত্তর মিয়াজীর পাড়া, বলীর পাড়া, সাইট পাড়া (৫নং ওয়ার্ড), তিতা মাঝির পাড়া (৬নং ওয়ার্ড), মাইজ পাড়া, মাঝের ডেইল, ফুলজান মুড়া, নয়াপাড়া, মশরফ আলী সিকদার পাড়া (৭নং ওয়ার্ড), হংসমিয়াজী পাড়া, মগডেইল (৮নং ওয়ার্ড), সরদার পাড়া, সাইরার ডেইল, সাইট পাড়া (৯নং ওয়ার্ড) ।	
৮.	**শাপলাপুর** **মোট গ্রামের সংখ্যাঃ ১৯টি**	ষাইট মারা (১নং ওয়ার্ড), জে এম ঘাট, শাকের মোহাম্মদ কাটা, জমির ছড়ি (২নং ওয়ার্ড), মিঠাছড়ি হিন্দু পাড়া, বারিয়া ছড়ি (৩নং ওয়ার্ড), মৌলভী কাটা, ঘোনা পাড়া (৪নং ওয়ার্ড), মনিপুর নাপিত, সচিমার পাড়া (৫নং ওয়ার্ড), সাতঘড় পাড়া, জাহিদা ঘোনা (৬নং ওয়ার্ড), মুকবেকী, ঘোনা পাড়া (৭নং ওয়ার্ড), ছাদেকের কাটা, নুনা ছড়ি, কায়দাবাদ (৮নং ওয়ার্ড), দিনেশপুর , কুতুবদিয়া পাড়া (৯নং ওয়ার্ড)	১. শাপলাপুর মৌজা ২. মুকবেকী মৌজা ৩. নুনা ছড়ি মৌজা ৪. দ্বিনেশপুর মৌজা ৫. ১২ নং মৌজা (খাস)
৯.	**মহেশখালী পৌরসভা** **মোট গ্রামের সংখ্যাঃ ৩০টি**	লম্বা হায়দার পাড়া, মুহুরী ডেইল, খুইশ্যার মার পাড়া (১নং ওয়ার্ড), ইয়ার মোহাম্মদ পাড়া, আমির চাঁদ পাড়া, পাল পাড়া, কায়স্ত পাড়া, মোবারক আলী মাতব্বর পাড়া (২নং ওয়ার্ড), দক্ষিণ পুটি বিলা, দাসী মাঝির পাড়া, মোশারফ আলী পাড়া, মোখলেছুর রহমান পাড়া, নতুন পাড়া (৩নং ওয়ার্ড), বড় রাখাইন পাড়া, দক্ষিণ রাখাইন পাড়া, ডাক বাংলো পাড়া, উপজেলা পরিষদ পাড়া, থানা পরিষদ পাড়া (৪নং ওয়ার্ড), দক্ষিণ ঘোনা পাড়া, বিজয় রাম সর্দার পাড়া, উত্তর ঘোনা পাড়া, উত্তর চর পাড়া, (৫নং ওয়ার্ড), দক্ষিণ হিন্দু পাড়া, বলরাম পাড়া (৬নং ওয়ার্ড), বাজার এলাকা, জলদাশ পাড়া, মধ্যম পশ্চিম গোরকঘাটা, সরকার পাড়া (৭নং ওয়ার্ড), সিকদার পাড়া (৮নং ওয়ার্ড), গোরকঘাটা চর পাড়া (৯নং ওয়ার্ড),	১. গোরকঘাটা মৌজা ২. পুটিবিলা মৌজা ৩. হামিদার দিয়া মৌজা

উৎসঃ সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা

১.৩.৩ জনসংখ্যা

২০১১ সালের গণনা অনুযায়ী উপজেলার মোট জনসংখ্যা **৩২১২১৮** জন। এর মধ্যে পুরুষ প্রায় **১৬৫৬৯৩** ও নারী প্রায় **১৫৫৫২৫** জন। মোট খানা/ পরিবার প্রায় ৫৮১৭৭টি।

মোট জনসংখ্যার ৫২% জন অতি বিপদাপন্ন এবং ৭.৬% জন মধ্যম বিপদাপন্ন।

জন্ম হার- ৩.৩৪%, মৃত্যু হার- ০.৮৯%।

২০১১ সালের তথ্যানুযায়ী মোট জনসংখ্যার প্রায় ৯০.০৮% মুসলিম, প্রায় ৭.৮% হিন্দু এবং প্রায় ১.৩% বৌদ্ধ।

ইউনিয়ন	পুরুষ (১৫-৫৯)	মহিলা (১৫-৫৯)	মোট জনসংখ্যা	বৃদ্ধ (৬০+)	শিশু (০-১৫)	প্রতিবন্ধি	পরিবার/খানা	ভোটার
বড় মহেশখালী	২৩৪৬৬	২১৬০২	৪৫০৬৮	২৫৬৯	১৮৯২৯	৭৫০	৮১৪৯	২৭৩১৫
ছোট মহেশখালী	১৩৩১২	১১৯৪৩	২৫২৫৫	১৩৩৯	১১৩৬৫	৪৮৬	৪৬৫০	১৪৯৫৮
ধলঘাটা	৬৬৮৮	৬১৮৯	১২৮৭৭	৭৬০	৫৫৩৭	২৬০	২২৫০	৮৩৮৩
হোয়ানক	২৬৫১৫	২৫০৭২	৫১৫৮৭	২৮৮৯	২৩২১৪	৪৫৬	৯৩৭৩	২৮৮৯৭
কালামারছড়া	২৫৬১৫	২৩৬৫৩	৪৯২৬৮	২৮০৮	২১১৮৫	৪৭৮	৮৯৩০	৩০৬৮৬
কুতুবজুম	১৫৭৬৬	১৪৮৭১	৩০৬৩৭	১৫৯৩	১৩৪৮০	৫৪০	৫৩৬৭	১৬০৪১
মাতারবাড়ি	২২৮০১	২২১৩৬	৪৪৯৩৭	২৬৯৬	১৯৩২৩	৫৮০	৮১৬৮	২৭৩৮৯
শাপলাপুর	১৭৪৬১	১৬৮০৭	৩৪২৬৮	১৭৪৮	১৬৭৯১	৫৩৫	৬২২৯	১৭৪২২
মহেশখালী পৌরসভা	১৪০৬৯	১৩২৫২	২৭৩২১	১৬১২	১০৩৮১	৪৩০	৫০৬১	১৬৬৩৭
মোট	**১৬৫৬৯৩**	**১৫৫৫২৫**	**৩২১২১৮**	**১৮০১৪**	**১৪০২০৪**	**৪৫২৪**	**৫৮১৭৭**	**১৮৭৭২৮**

উৎস: সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা

১.৪ অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো সংক্রান্ত তথ্যগুলোর সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ননা থাকতে হবে

১.৪.১ অবকাঠামো

- **বাঁধ:**

মহেশখালী উপজেলায় মোট **১৬** টি বাঁধ আছে। যার মোট দৈর্ঘ্য ১০৭কিঃমিঃ। এই বাঁধগুলো নদী ভাঙ্গন, বন্যা, জোয়ারের প্লাবন ও জলোচ্ছ্বাসের কবল থেকে ফসলী জমি, রাস্তা ঘাট, ঘরবাড়িসহ বিভিন্ন স্থাপনাকে রক্ষা করতে সহায়তা করে থাকে। নীচে ইউনিয়নভিত্তিক বাঁধসমূহের তথ্য প্রদান করা হলো:

ইউনিয়ন	বাঁধের নাম	কিলোমিটার ও উচ্চতা	অবস্থান	ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
বড় মহেশখালী	ওয়াপদা বেড়ী বাঁধ	৬ কি: মি: ১৭ থেকে ২০ ফুট	ফাটা ঘোনা থেকে ভাঙ্গার খাল পর্যন্ত	৯ , ৮, ৭, ৩ ও ১ নং ওয়ার্ড	না
ছোট মহেশখালী	ঠাকুরতলা বেড়ী বাঁধ আহম্মদিয়া কাটা	৪ কি: মি: ৫ ফুট (তবে ২০০৬ সালে	৯নং ওয়ার্ডের ঠাকুর তলা হইতে ৬নং ওয়ার্ডের	৯ ও ৬ নং ওয়ার্ড	না

ইউনিয়ন	বাঁধের নাম	কিলোমিটার ও উচ্চতা	অবস্থান	ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
	বেড়ী বাঁধ	নেপাল সরকারের অর্থায়নে ছোট মহেশখালী ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ড ঠাকুরতলার আদিনাথ মন্দির সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস এর কবল থেকে রক্ষা করার জন্য সিমেন্ট বল্ক দেওয়া হয় প্রায় ০.৫ কি:মি:)	আহম্মদিয়া কাটার উত্তর সীমা পর্যন্ত		
ধলঘাটা	মাতারবাড়ী ধলঘাটা বেড়ী বাঁধ (৭০ নং ফোল্ডার)	২৭ কি: মি: উচ্চতা: প্রায় ১৭ থেকে ২০ ফিট (২৭ কি:মি: এর মধ্যে ১৯ কি:মি: ভাঙ্গা) ।	ধলঘাটার ইউনিয়নের সাপমারা ডেইল ৯নং ওয়ার্ড - ১নং ওয়ার্ডের মহুরী ঘোনা পর্যন্ত ।	১ হতে ৯ নং ওয়ার্ড পর্যন্ত	এখানে প্রায় ৩০ জেলে পরিবার তাদের ঘড়বাড়ী হারিয়ে বাঁধের উপর স্থায়ী বসতি গড়ে তুলেছে
হোয়ানক	হোয়ানক বেড়ী বাঁধ	৭ কি: মি: উচ্চতা: প্রায় ১৫ফুট	১নং ডেইল্যা ঘোনার পশ্চিম পাশ থেকে শুরু হয়ে ৯নং ওয়ার্ডের জৈয়ার কাটা পশ্চিম পাশ পর্যন্ত	১ হতে ৯ নং ওয়ার্ড পর্যন্ত	না
কালামারছড়া	চাককাটা কাটি চারিয়াতলী মিল ঘোনা সাথীর বাপের ঘোনা ফকিরা ঘোনা কাটি সদুর ঘোনা কাটি শুকুরিয়া ঘোনা কাটি তেইত্যা ঘোনা কাটি জুইঘ্যা ঘোনা কাটি শুদ্ধ খালী ঘোনা	৮ কি: মি: ৫ ফুট ২ কি:মি: ৫ ফুট ৫ কি:মি: ৪ ফুট ৪ কি:মি: ৫ ফুট	১নং ওয়ার্ডের সাইট মারা থেকে ৩ নং ওয়ার্ডের বয়না কাট পর্যন্ত ৪নং ওয়ার্ডের হারকিলা খালী হইতে ৫ নং ওয়ার্ডের ঝাপুয়া খাল পর্যন্ত ৫ নং ওয়ার্ডের ঝাপুয়া খাল হইতে হইতে ৭নং ওয়ার্ডের নুনাছড়ি খাল পর্যন্ত ৮ নং ওয়ার্ডের নুনাছড়ি খাল থেকে ৯ নং ওয়ার্ডে	১ ও ৩ নং ওয়ার্ড ৫ ও ৪ নং ওয়ার্ড ৫,৬ ও ৭ নং ওয়ার্ড ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড	না

ইউনিয়ন	বাঁধের নাম	কিলোমিটার ও উচ্চতা	অবস্থান	ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
	কালাপাড়া ঘোনা		কালিপাড়া পর্যন্ত		
কুতুবজুম	কুতুবজুম বেড়ী বাঁধ	১৪ কি মি: ১৬ ফুট (তবে উল্লেখ্য যে ৩নং ওয়ার্ডের তাজিয়াকাটা, আদর্শ গ্রাম ও ৪নং ওয়ার্ডের চরপাড়া গ্রামের প্রায় ১.৫ কি:মি: বেড়ী বাঁধ অনেক অংশ ভাঙ্গা।	৯ নং ওয়ার্ডের খন্দকার পাড়া থেকে শুরু হয়ে ১ নং ওয়ার্ডের ভংঙ্গার খাল ব্রীজ পর্যন্ত	৯, ৮, ৭,৩ ও ১ নং ওয়ার্ড	না
	বালির বস্তা দিয়ে অস্থায়ী বাঁধ নির্মাণ	৩০০ ফুট ৭ ফুট। (সোনাদিয়া দ্বীপে পশ্চিম পাড়া গ্রাম রক্ষা করার জন্য একটি করা হয়)।	সোনাদিয়া দ্বীপে	২ নং ওয়ার্ড	
মাতারবাড়ি	সাইরার ডেইল বেড়ী বাঁধ,	৫ কি: মি:, ৭ মিটার	৯ নং ওয়ার্ডের দ: সীমা থেকে ৫ নং ওয়ার্ডের উত্তর সীমা পর্যন্ত	৯ ও ৫নং ওয়ার্ড	না
	কানকাটি ঘেনা বেড়ী বাঁধ,	৩ কি: মি:, ৭ মিটার	৫নং ওয়ার্ডের উত্তর মিয়াজী পাড়া হতে ২নং ওয়ার্ডের দ: সীমা পর্যন্ত	৫ ও ২নং ওয়ার্ড	না
	ধোনার ঘোনা বেড়ী	৩ কি মি: ৭ মিটার	২নং ওয়ার্ডের মধ্যখান হতে ৮নং ওয়ার্ডের দক্ষিণ অথবা শেষ সীমা পর্যন্ত	২ ও ৮নং ওয়ার্ড	
শাপলাপুর	ওয়াপদা বেড়ী বাঁধ	১৪ কি: মি: ১৮ থেকে ২০ ফুট (তবে এই ১৪ কি:মি: ওয়াপদা বেড়ী বাঁধটির প্রায় ১২.৬ কি:মি: ভিন্ন অংশ ভাঙ্গা হওয়ায় প্রতিনিয়ত	৯নং ওয়ার্ডের দিনেশপুর ও কুতুবদিয়া পাড়া থেকে শুরু হয়ে ১নং ওয়ার্ডের সাইট মারার শেষ সীমা পর্যন্ত	১, ২, ৩, ৪, ৬, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড	না

ইউনিয়ন	বাঁধের নাম	কিলোমিটার ও উচ্চতা	অবস্থান	ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
		স্বাভাবিক জোয়ারের পানি পার্শ্ববর্তী গ্রাম গুলোতে ডুকছে) ।			
মহেশখালী পৌরসভা	ওয়াপদা বেড়ী বাঁধ	৩.৫ কি: মি: ১৭ থেকে ২০ ফুট (দ:ঘোনা পাড়া থেকে মহেশেখালী জেটি পর্যন্ত ৩.৫ কি: মি: ওয়াপদা বেড়ী বাঁধের প্রায় ২.৮ কি:মি: বিভিন্ন অংশ ভাঙ্গা মাত্র)	দক্ষিণ ঘোনা পাড়া থেকে শুরু হয়ে গোরকঘাটা চর পাড়া হয়ে মহেশখালী জেটি পর্যন্ত	৫, ৭, ৮ ও ৯নং ওয়ার্ড	না
	ওয়াপদা বেড়ী বাঁধ	১.৫ কি: মি: ১৫ থেকে ১৬ ফুট (বড় রাখাইন পাড়া থেকে খইশ্যার মার পাড়া পর্যন্ত ১.৫ কি:মি: বেড়ী বাঁধের প্রায় .৭৫ কি: মি: ভিন্ন অংশ ভাঙ্গা)	বড় রাখাইন পাড়া থেকে শুরূ হয়ে বরুনা ঘাট খাল থেকে খুইশ্যার মার পাড়া পূর্ব পাশ পর্যন্ত	৪, ২ ও ১নং ওয়ার্ড	

- **স্লুইচ গেট :**

মহেশখালী উপজেলায় মোট **৩১**টি **স্লুইচ গেট** আছে। এই **স্লুইচ গেট**গুলো নদী ও খালের পানির স্বাভাবিক প্রবাহের পথকে সহায়তা করে থাকে। নীচে ইউনিয়নভিত্তিক **স্লুইচ গেট**সমূহের তথ্য প্রদান করা হলো:

ইউনিয়ন	স্লুইচ গেটের নাম	কোন নদী বা খালের সংযোগ স্থলে	ওয়ার্ডে/ অবস্থান	কাজ করে কিনা
বড় মহেশখালী	সিলেটিয়া পুল **স্লুইচ** গেট , ভোল খালী গেট, বড় দিয়া **স্লুইচ** গেট = ২টি	সিলেটিয়া খাল, ভোল খালী খাল, বড় দিয়া খাল	১ ও ৯ নং ওয়ার্ড	কাজ করে
ছোট মহেশখালী	বরুনা ঘাট **স্লুইচ** গেট = ১টি	বরুনা খাল	৮ নং ওয়ার্ড	
ধলঘাটা	মাদ্রাসা **স্লুইচ** গেট, পানির ছড়া **স্লুইচ** গেট, বধুয়ার ঘাট **স্লুইচ** গেট, পন্ডিতের ডেইল **স্লুইচ** গেট, নতুন ঘেনা	কুহেলীয়া নদী (প্রথম ৫টি) ও বঙ্গোপসাগরের মোহানায়	১, ২, ৬, ৮ ও ৩নং ওয়ার্ড	মাদ্রাসা **স্লুইচ** গেট অকেজো । বাকী ৫টি কাজ করে

ইউনিয়ন	স্লুইচ গেটের নাম	কোন নদী বা খালের সংযোগ স্থলে	ওয়ার্ডে/ অবস্থান	কাজ করে কিনা
	স্লুইচ গেট, বনজামির ঘেনা **স্লুইচ** গেট =৭টি			
হোয়ানক	জামিরা খাল **স্লুইচ** গেট ভাঙ্গার খাল **স্লুইচ** গেট = ২টি	জামিরা খাল এর সাথে কুহেলীয়া নদীর সংযোগ ভাঙ্গার খাল এর সাথে কুহেলীয়া নদীর সংযোগ	২, ৮ ও ৯নং ওয়ার্ড	কাজ করে
কালামারছড়া	**স্লুইচ** গেট নাই	নাই	-	-
কুতুবজুম	পানির ছড়া **স্লুইচ** গেট, বোল খালী খালের **স্লুইচ** গেট, বড়দিয়া **স্লুইচ** গেট, ঘটি ভাঙ্গা **স্লুইচ** গেট, খন্দকার পাড়া **স্লুইচ** গেট = ৫টি	ভংঙ্গা খাল, বোলখালী খাল, বড়দিয়া খাল, ঘটি ভাঙ্গা খাল ও খন্দকার পাড়া খাল	১ ও ৯নং ওয়ার্ড	বোল খালী খালের ও বড়দিয়া **স্লুইচ** গেট ২টি অকেজো। আর বাকী ৩টি কাজ করে।
মাতারবাড়ি	কানকাটি ঘেনা **স্লুইচ** গেট, ধোনার ঘোনা **স্লুইচ** গেট, বানিয়াকাটা **স্লুইচ** গেট, রাঙ্গাখালী **স্লুইচ** গেট রুস্তম ধোনা **স্লুইচ** গেট ও টিয়া কাটা **স্লুইচ** গেট = ৬টি	খুদারকুম হরনিয়া খাল, ধোনার ঘোনা খাল, খন্দার বিল, রাঙ্গাখালী খাল, রুস্তম ধোনার খাল ও টিয়া কাটি খালে।	১, ২, ৩, ৭ ও ৮নং ওয়ার্ড	রুস্তম ধোনা **স্লুইচ** গেট টি অকেজো। বাকী সবগুলো কাজ করে।
শাপলাপুর	দিনেশপুর লইল্যা ছাড়া **স্লুইচ** গেট, বাড়িয়া পাড়া **স্লুইচ** গেট, মুকবেকী **স্লুইচ** গেট, শাপলাপুর **স্লুইচ** গেট, জে এম ঘাট **স্লুইচ** গেট, সাইট মারা **স্লুইচ** গেট = ৬টি	মহেশখালী চ্যানেল	৯, ৮, ৭, ৫, ২ ও ১ নং ওয়ার্ড	সবগুলোই অকেজো প্রতিটি স্লুইচ গেটের অবস্থান ওয়াপদা বেড়ী বাঁধে। সব স্লুইচ গেটের ডালা/ দরজা অকেজো থাকায় মহেশখালী চ্যানেলের পানি প্রবেশ করে প্রতিনিয়ত গ্রামগুলো প্লাবিত হয়।
মহেশখালী	বরুনা ঘাট **স্লুইচ** গেট	বরুনা ঘাট খাল	২ ও ৫ নং	কাজ করে

ইউনিয়ন	স্লুইচ গেটের নাম	কোন নদী বা খালের সংযোগ স্থলে	ওয়ার্ডে/ অবস্থান	কাজ করে কিনা
পৌরসভা	ঘোনাপাড়া **স্লুইচ** গেট = ২টি	বাকখালী খাল	ওয়ার্ড	

- **ব্রীজ:**

মহেশখালী উপজেলায় মোট **১১৮**টি **ব্রীজ** আছে। **ব্রীজ**গুলো কংক্রিট ও লোহার তৈরি। এই ব্রীজগুলো নদী ও খালের পানি প্রবাহকে সহায়তা করে থাকে।

ইউনিয়নভিত্তিক **ব্রীজ**সমূহের তথ্য **সংযুক্তি ৮ এ** দেয়া হয়েছে।

- **কালভার্ট/ পাইপ কালভার্ট ঃ**

মহেশখালী উপজেলায় মোট ২৭৯টি কালভার্ট ও পাইপ কালভার্ট আছে। কালভার্টগুলো ওয়ার্ডে বিভিন্ন রাস্তা/ সড়ক, ছড়া ও খালে এবং পাহাড়ের পানি প্রবাহিত ও জমির পানি নিষ্কাশনের পথে তৈরি করা হয়েছে।

ইউনিয়নভিত্তিক **কালভার্ট**সমূহের তথ্য **সংযুক্তি ৯ এ** দেয়া হয়েছে।

- **র‍্যাম:**

র‍্যাম এর নাম	কোন নদী বা খালের সংযোগস্থলে	ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড	কাজ করে কিনা
সাইট মারা র‍্যাম, উ: সাইট মারা র‍্যাম, রোওর ঝিরি র‍্যাম	সাইট মারা ছড়া ফরেষ্ট অফিস ছড়া	**শাপলাপুর** ইউনিয়ন **১** নং ওয়ার্ড	কাজ করে

- **রাস্তা:**

মহেশখালী উপজেলার ভিতরের অধিকাংশ রাস্তা পাকা। বিগত ৫- ১০ বছরের মধ্যে এখানে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে। তবে উপজেলার প্রায় সব ইউনিয়নের ভিতরের যোগাযোগ খুব একটা ভালো নয়। প্রতিটি ইউনিয়নের সাথে উপজেলার যোগাযোগের মূল রাস্তাটি পাকা। আর মুল রাস্তা থেকে প্রায় প্রতিটি গ্রামেই ইট বিছানো ও কাঁচা রাস্তা। অধিকাংশ স্থানে ইট সরে যাওয়া/ ইট খয়ে যাওয়ায় জনগণকে বেশ কষ্ট কওে যাতায়াত করতে হয়। এই উপজেলায় মোট রাস্তা প্রায় ৫৭৫ কিলোমিটার। এর মধ্যে পাকা রাস্তা প্রায় ৭৯ কিলোমিটার, HBB রাস্তা প্রায় ১৪২ কিলোমিটার এবং কাঁচা (মাটির) রাস্তা প্রায় ৩৫৪ কিলোমিটার। বন্যায় প্লাবিত হয়ে থাকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার। ইউনিয়নভিত্তিক রাস্তার তথ্য **সংযুক্তি ৭ এ** দেয়া হয়েছে।

- **সেচ ব্যবস্থা:**

সেচ কাজের জন্য এখানে বিদ্যুৎ চালিত অগভীর নলকুপ ও ডিজেল চালিত পাওয়ার পাম্প ব্যবহার করে। এছাড়াও সেচ কাজের জন্য স্থানীয় কৃষকরা ছোট ছোট মাটির কুপ করে পানি ধরে রাখে এবং শীত মৌসুমে ছড়ায় অস্থায়ী ভাবে মাটির বাঁধ দেয়। কৃষকরা জমি চাষে পাওয়ার ট্রেইলার ব্যবহার করে থাকে। নীচে ইউনিয়নভিত্তিক সেচ ব্যবস্থায় ব্যবহৃত গভীর অগভীর নলকুপের তথ্য তুলে ধরা হলো:

ইউনিয়নে	গভীর নলকুপ	নষ্ট/ অকার্যকর	অগভীর নলকুপ	নষ্ট/ অকার্যকর	মন্তব্য
বড় মহেশখালী	১৬ টি	-	৩৫০০টি	১২০০টি	লবণাক্ত পানি প্রবেশ করায় নলকুপগুলো দ্রুত নষ্ট হয়ে যাওয়ায় সেচ কাজে ব্যবহার হচ্ছেনা
ছোট মহেশখালী	১৫টি	-	১৩২০টি	৭টি	
ধলঘাটা	৫০টি	১০টি	৪ টি	৪ টি	
হোয়ানক	১৫০টি	১৫টি	৪৫০০টি	২০০টি	
কালামারছড়া	১৫২টি	৫০টি	৬৫০৩টি	২২০টি	
কুতুবজুম	৩টি	২টি	৪৩০০টি	১৫০টি	
মাতারবাড়ি	২২০টি	৭০টি	৬৬৭৭টি	১১০টি	
শাপলাপুর	১২৫টি	২১টি	৪১০টি	১২৫টি	
মহেশখালী পৌরসভা	১৮টি	২টি	৩২০টি	২৫টি	
মোট	৭৪৯ টি	১৭০টি	২৭৫৩৪টি	২০৪১টি	

- **হাটবাজার:**

হাটঃ

মহেশখালী উপজেলায় ১৮টি হাট আছে। এসব হাটে মূলত: নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ছাড়া পান বেঁচা কেনা হয়ে থাকে। নিম্নে ইউনিয়নভিত্তিক হাটের তথ্য তুলে ধরা হলো:

ইউনিয়নে	হাটের নাম	হাট বার	দোকান সংখ্যা	সমিতি আছে কিনা	বন্যামুক্ত কিনা
বড় মহেশখালী	নতুন বাজার ইউনিয়ন পরিষদ সংলগ্ন মাঠে পানের হাট	মঙ্গলবার ও শুক্রবার	৪১০টি	আছে	হ্যা
ছোট মহেশখালী	লম্বাঘোনা বাজার পানের হাট	মঙ্গলবার ও শুক্রবার	সুনির্দিষ্ট কোন দোকান ঘর নাই		
ধলঘাটা	ইউনিয়নে হাট নাই	-	-	-	-
হোয়ানক	ছনখোলা বাজার হোয়ানক টাইম বাজার কেরুণ তলী বাজার কালালিয়া কাটা বাজার	রবিবার ও বুধবার রবিবার ও বুধবার রবিবার ও বুধবার রবিবার ও বুধবার	৮৫০টি	আছে	পাহাড়ী ঢলে সবগুলোই আংশিক প্লাবিত হয়। তবে পাহাড়ী এলাকা হওয়ায় পানি

ইউনিয়নে	হাটের নাম	হাট বার	দোকান সংখ্যা	সমিতি আছে কিনা	বন্যামুক্ত কিনা
	পানির ছড়া বাজার	মঙ্গল ও শুক্রবার			দ্রুত নেমে যায়
কালারমারছড়া	কালরমারছড়া পান হাট চালিয়া তলী পান হাট নুনাছড়ি পান হাট নয়াপাড়া পান বাজার,	সোম ও বৃহস্পতিবার মঙ্গল ও শুক্রবার রবি ও বুধবার শনি ও মঙ্গলবার	৪৩৫টি	নয়াপাড়া পান বাজার হাটে সমিতি নাই। বাকী ৩টিতে আছে।	ঐ
কুতুবজুম	ইউনিয়নে হাট নাই	-	-	-	-
মাতারবাড়ি	ফকিরা হাট নতুন বাজার হাট মগডেইল বাজার হাট	রবিবার ও বুধবার শনি ও মঙ্গলবার সোম ও বৃহস্পতিবার	৬৫০টি	আছে	হ্যা
শাপলাপুর	শাপলাপুর বাজার কায়দাবাদ বাজার জে এম ঘাট বাজার (এগুলো শুধুমাত্র পানের হাট)	রবিবার ও বুধবার	দোকান ঘরের বাইরে পানের ব্যপারীরা তাদের পান বিক্রি করে থাকে।	-	-
মহেশখালী	গোরকঘাটা বড় বাজার, (শুধু মাত্র পান এবং মাছের পাইকারী বিক্রির জন্য আলাদা ভাবে হাট বসে)।	সোমবার ও শুক্রবার	-	-	-

বাজার (বড়):

মহেশখালী উপজেলায় **৩৯**টি বড় বাজার আছে। এছাড়াও রাস্তার ধারে, রাস্তার মোড়ে ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পাশে ছোট ছোট বাজার গড়ে উঠেছে, যেখানে প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন জিনিষ বেঁচা কেনা করা হয়। নিম্নে ইউনিয়নভিত্তিক হাটের তথ্য তুলে ধরা হলো:

ইউনিয়ন	বাজারের নাম	দোকান সংখ্যা	সমিতি আছে কিনা	বন্যামুক্ত কিনা
বড় মহেশখালী	নতুন বাজার, রাস্তার মাথা বাজার, ও লুয়াইন্না বাজার	৫৮০টি	আছে	হ্যাঁ

ইউনিয়ন	বাজারের নাম	দোকান সংখ্যা	সমিতি আছে কিনা	বন্যামুক্ত কিনা
ছোট মহেশখালী	সিপাহী পাড়া বাজার, লম্বাঘোনা বাজার, ও ঠাকুর তলা বাজার	১৬০টি	আছে	আংশিক প্লাবিত হয়, তবে পাহাড়ী এলাকা হওয়ায় পানি নেমে যায়
ধলঘাটা	মহুরী ঘোনা বাজার ,ও সুতরিয়া বাজার,	১৭০টি	আছে	হ্যাঁ
হোয়ানক	ছনখেলো বাজার, টাইম বাজার, কেরুন তলী বাজার, কালিয়াকাট বাজার, পানির ছড়া বাজার, কালা গাজীপাড়া বাজার, মহুরা কাটা বাজার ও বড় ছড়া বাজার	১০৫৫	আছে	পাহাড়ী ঢলে আংশিক প্লাবিত হয় পাহাড়ী এলাকা হওয়ায় পানি নেমে যায়
কালারমারছড়া	উত্তর ঝাপুয়া বাজর, দ: ঝাপুয়া বাজার, ইউনুছখালী বাজার, বড়ুয়া পাড়া বাজার, আধার ঘোনা বাজার, মিজ্জির পাড়া বাজার, কালারমারছড়া বাজার, চালিয়া তলী বাজার ও নুনাছড়ি বাজার	৭৩৫টি	আছে	পাহাড়ী ঢলে আংশিক প্লাবিত হয় পাহাড়ী এলাকা হওয়ায় পানি নেমে যায়
কুতুবজুম	খন্দকার পাড়া বাজার, কবির বাজার, বটতলী বাজার, কালা মিয়া বাজার, তাজিয়া কাটা বাজার, ঘটি ভাঙ্গা বাজার ও বুজরুক বাজার	২২৪টি	শুধুমাত্র খন্দকার পাড়া বাজারে কোন সমিতি নাই, বাকী ৬টিতে সমিতি আছে।	পানি আসে, তবে বালি এলাকা হওয়ায় পানি দ্রুত নেমে যায়।
মাতারবাড়ি	শান্তি বাজার ও বাংলা বাজার	২১০টি	আছে	হ্যাঁ
শাপলাপুর	শাপলাপুর বাজার, কায়দাবাদ বাজার ও জে এম ঘাট বাজার	৩১০টি	আছে	হ্যাঁ
মহেশখালী পৌরসভায়	গোরকঘাটা বড় বাজার ও বানিয়ার দোকান বাজার	৭৭০	আছে	সমুদ্র উপকুলীয় এলাকা হওয়ায় পানি জমে থাকে না

১.৪.২ সামাজিক সম্পদ

- **ঘরবাড়ি:**

মহেশখালী উপজেলার সব ইউনিয়নে সাধারণত: খড়ের ছাউনি ও মাটির দেয়াল দেয়া কাঁচা ঘর, বাঁশ/ কাঠের ঘর, টিনের চালা দেয়া মাটির ঘর, টিনের ঘর, আধাপাকা ও পাকা দালান এর বাড়ি রয়েছে। উপজেলার মোট বাড়ির ঘরের মধ্যে কাঁচা ঘর- মাটির দেয়াল ও খরের ছাউনি - ৫০%, বাঁশ/ কাঠের ঘর- বাঁশ/কাঠের দেয়াল ও খরের ছাউনি ২০%, মাটির ঘর- টিনের চালা ও মাটির দেয়াল ১২%, টিনের ঘর- টিনের চালা ও টিন/ বাঁশ/ কাঠের দেয়াল ১০%, আধাপাকা- টিনের চালা ও ইটের দেয়াল ৫%, পাকা দালান- ইট, বালি, সিমেন্ট, রড ৩% । আধা পাকা ও পাকা দালানের বাড়ি ঘর ও বিভিন্ন স্থাপনা উপজেলা সদর ও পৌরসভায় বেশী । নিম্নে ইউনিয়নভিত্তিক ঘর-বাড়ির সংখ্যা তুলে ধরা হলো:

ইউনিয়ন	মোট বাড়ির সংখ্যা	কাঁচা	বাঁশ/ কাঠের ঘর	টিনের ঘর	আধাপাকা ও পাকা দালান
বড় মহেশখালী	১১২৬৭	৫৬৩৪	৩৬০৫	১৬৯০	৩৩৮
ছোট মহেশখালী	৬৩১৩	৩১৫৭	২০২০	৯৪৭	১৮৯
ধলঘাটা	৩২১৯	১৬১০	১০৩০	৪৮৩	৯৭
হোয়ানক	১২৮৯৬	৬৪৪৮	৪১২৭	১৯৩৪	৩৮৭
কালামারছড়া	১৫৬২০	৭৮১০	৪৯৯৮	২৩৪৩	৪৬৯
কুতুবজুম	৭৬৫৯	৩৮২৯	২৪৫১	১১৪৯	২৩০
মাতারবাড়ি	১৬২৩৪	৮১১৭	৫১৯৫	২৪৩৫	৪৮৭
শাপলাপুর	৮৫৬৭	৪২৮৪	২৭৪১	১২৮৫	২৫৭
মহেশখালী পৌরসভা	৭২৫২	২২১৪	২৭২৮	১৪৩৬	৮৭৪
মোট	**৮৯০২৭**	**৪৩১০৩**	**২৮৮৯৫**	**১৩৭০২**	**৩৩২৮**

- **পানি:**

মহেশখালী উপজেলার মানুষ খাবার পানি এবং দৈনন্দিন অন্যান্য কাজে পুকুর, পাত কুয়া ও টিউবওয়েল/ অগভীর নলকূপের পানির উপরই নির্ভরশীল। উপজেলার সব ইউনিয়নের প্রতিটি পাড়ায় অগভীর নলকুপ/ টিউবওয়েল থাকায় সেখান থেকে প্রায় ২০০ থেকে ৩০০ পরিবার বিশেষ করে খাবার পানি সংগ্রহ করে থাকে। নলকুপের পানিতে সাধারণত: আয়রণ ও লবণাক্ততা গত ২০-৩০ আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক কিছু গভীর নলকুপ স্থাপন করা হয়েছে, সেগুলোতে আয়রণ বা লবণাক্ততা নেই। এরপরও এখনো প্রায় ৪০% পরিবারের নিরাপদ পানির অভাব দেখা দিচ্ছে। উপজেলার কুতুবজুম, শাপলাপুর, কালারমার ছড়া এবং মাতার বাড়ি ইউনিয়নের বেশ কিছু নলকুপ লবণাক্ততার জন্য খাবার অযোগ্য হয়ে পড়ছে। ছোট মহেশখালীসহ অন্যান্য ইউনিয়নের কিছু কিছু পাহাড়ী এলাকায় বোরিং করতে গেলে মাটির গভীরে পাথর এর স্তর থাকায় নলকূপ স্থাপন করতে ব্যক্তি/ সংস্থা উৎসাহি হয়না।

নিম্নে ইউনিয়নভিত্তিক **নলকুপের** তথ্য তুলে ধরা হলো:

ইউনিয়ন	নলকুপের সংখ্যা	ভাল	অযোগ্য/ নষ্ট	ব্যবহার
বড় মহেশখালী	৩৪১৬	২৩৭৬	১১০০	খাবার পানি ও দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার করা হয়।
ছোট মহেশখালী	১৩৩৫	১৩২৮	৭	
ধলঘাটা	৫৪	৫২	২	
হোয়ানক	৩৫১৫	২৩১৫	১২০০	
কালামারছড়া	৬৬৫২	৬৩৮২	২৭০	

ইউনিয়ন	নলকুপের সংখ্যা	ভাল	অযোগ্য/ নষ্ট	ব্যবহার
কুতুবজুম	৪৩০৩	৪১৫১	১৫২	
মাতারবাড়ি	৬৮৯৭	৬৭১০	১৮৭	
শাপলাপুর	৫৩৫	৩৯২	১৪৩	
মহেশখালী পৌরসভায়	৩৩৮	৩১১	২৭	
মোট	২৭০৪৫	২৩৯৫৭	৩০৮৮	

উপজেলায় মোট **২৭০৪৫টি** অগভির নলকুপ/ টিউবওয়েল রয়েছে, যার মধ্যে মাত্র ৩০% নলকুপের গোড়া পাকা। বন্যা লেভেলের উপরে রয়েছে প্রায় ৮০% টিউবওয়েল । টিউবওয়েল বন্যার সময় কতগুলো ব্যবহার উপযোগী থাকে প্রায় ৮৫% টিউবওয়েল।

- **পয়ঃ নিস্কাশন ব্যবস্থা:**

পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থায় মহেশখালী উপজেলা, বিশেষ করে বড়মহেশখালী, ধলঘাটা, কালারমার ছড়া, মাতারবাড়ি ইউনিয়নের জনগণ অনেকটা পিছিয়ে। উপজেলায় প্রায় ১১৪৪২টি স্বাস্থ্যসম্মত/ পাকা পায়খানা, ১৯৪০১টি জলাবদ্ধ/ কাঁচা পায়খানা আছে, যেগুলোর ৪০% এর ও বেশী পানি ধরার প্যান ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে এবং ১৮৪০১টি খোলা পায়খানা আছে। বেশির ভাগই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পাকা ও জলাবদ্ধ পায়খানা একটু শিক্ষিত ও সচেতন লোকের বাড়িতে স্থাপন করে দিয়েছে। এখনো প্রায় ৫% পরিবার মল-মুত্র ত্যাগ করার জন্য নির্দিষ্ট স্থান ব্যবহার করে না, খোলা জায়গায় প্রাকৃতিক কাজ সম্পন্ন করে থাকে, যা খুবই অস্বাস্থ্যকর। উল্লেখ্য যে, কোন কোন এলাকা বালিময় হওয়ায় রিং স্লাব দেবে গিয়ে ল্যাট্রিন কিছুদিন পর নষ্ট হয়ে যায় ও বর্ষা মৌসুমে পরিবেশ দূষিত হয়। নিম্নে ইউনিয়নভিত্তিক পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা/ ল্যাট্রিন এর তথ্য তুলে ধরা হলো:

ইউনিয়ন	স্বাস্থ্যসম্মত	জলাবদ্ধ	খোলা	ব্যবহার
বড় মহেশখালী	৮২০	৪০৭৪	২৮৪৮	৩০%অধিবাসী স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার করে থাকে। এগুলোর বেশির ভাগই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও স্বচ্ছল, শিক্ষিত ও সচেতন লোকের বাড়িতে। পৌরসভায় স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহারের পরিমাণ বেশী
ছোট মহেশখালী	৭১৪	২৭০৪	৩৪৬২	
ধলঘাটা	৩৩৮	৯০০	৬৭৫	
হোয়ানক	৯২৫	১৬১২	১৯৬২	
কালামারছড়া	১০৪১	৩৭০৪	৩৭৬২	
কুতুবজুম	৬২০	১৬৪৯	১৪৬২	
মাতারবাড়ি	১৯০০	৪৪৬০	১৩৬৮	
শাপলাপুর	৯৩৪	৬৭৬	১৯৫১	
মহেশখালী পৌরসভায়	২৯৭০	১১৮০	৯১১	
মোট	১০২৬২	২০৯৬৯	১৮৪০১	

(তথ্য সূত্র: উপজেলা জন স্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ ও ইউনিয়ন পরিষদ)

- **শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ পাঠাগার:**

বিগত ১৫/ ২০ বছরে উপজেলার শিক্ষার সার্বিক অবস্থা ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে। ১৯৯১ সালের পর থেকে শিশু শিক্ষার হার উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। উপজেলার স্বাক্ষরতার হার ৮৯%, শিক্ষার হার প্রায়

৬২%, শিশু শিক্ষার হার ৮৯% । উপজেলায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়: ৫৭টি, বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়: ৬টি, বেসরকারী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়: ৮টি, বালক উচ্চ বিদ্যালয়: ১৫টি, বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়: ২টি, সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়: ১টি, বিশ্বদ্যিালয়: ১টি, কলেজ: ৪টি, সিনিয়র/ দাখিল মাদ্রাসা: ৩৩টি, জুনিয়র/ এবাদতিয়া মাদ্রাসা: ৩৮টি, কিন্ডার গার্ডেন স্কুল: ১২টি, এনজিও স্কুল: ১৬৫টি, স্যাটেলাইট স্কুল: ৭টি, এতিম খানা: ২২টি, বুদ্ধ অনাথ আশ্রম: ১টি ।

ইউনিয়নভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তথ্য **সংযুক্তি ৫ এ** দেয়া হয়েছে ।

- **ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান:**

মহেশখালী উপজেলায় মসজিদ আছে ৩৭৪টি, মন্দির ৫৩টি ও ক্যায়াং ৮টি । নিম্নে ইউনিয়নভিত্তিক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের তথ্য দেয়া হলো:

মসজিদ/ মন্দির / গীর্জা / ক্যায়াং	ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড	বন্যামুক্ত কিনা	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
মসজিদ: ৬০টি মন্দির: ১০টি	**বড় মহেশখালী** ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডেই মসজিদ আছে । মন্দির আছে ৪ ও ৫নং ওয়ার্ডে ।	উচু এলাকা হওয়া পানি বেশী সময় থাকেনা	-
মসজিদ: ৩৪টি মন্দির: ১৪টি (আদিনাথ মন্দিরসহ) ক্যায়াং: ২ টি	**ছোট মহেশখালী** ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডেই মসজিদ আছে । মন্দির আছে ৮ ও ৯ নং নং ওয়ার্ডে । ক্যায়াং আছে ৬ ও ৯নং ওয়ার্ডে ।	মসজিদগুলো আংশিক প্লাবিত হয় । মন্দিরগুলো বন্যামুক্ত নয় । ক্যায়াং ৯নং ওয়ার্ডেরটি বন্যামুক্ত ।	**আদিনাথ মন্দিরঃ** ৯নং ওয়ার্ডেও ঠাকুরতলায় ছোট মহেশখালীর চ্যানেলের পাড়ে সূউচ্চ টিলার উপর পৌরানিক মৈনাক পর্বতে অবস্থিত উপমহাদেশখ্যাত আদিনাথ মন্দিরের অবস্থান। এখানে অষ্ঠভূজাকৃতির দূর্গামূর্তি রয়েছে। প্রতিবছর ফাল্গুন মাসে এখানে ৭দিন ব্যাপী বার্ষিক শীবচতুর্দশী মেলা বসে। ভারত, নেপাল ও মিয়ানমার থেকে ধর্মপ্রাণ লোকেরা মন্দিও দর্শনে আসে। হিন্দুদেও পাশাপাশি রাখাইন সম্প্রদায়ও তাদেও মানস কামনা পূর্ণ করার জন্য এই মন্দিওে পূজা দিয়ে থাকে। কক্সবাজার শহরের ৬নং জেটি থেকে প্রতিদিন স্পীড বোট, লঞ্চ, ষ্টিমারযোগে মহেশখালী জেটি ও আদিনাথ মন্দিও জেটিতে পৌঁছে অসংখ্য পর্যটক ও স্থানীয়রা ।
মসজিদ: ২১টি মন্দির: ১টি	**ধলঘাটা** ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডেই মসজিদ আছে । মন্দির আছে ৭নং ওয়ার্ডে ।	বন্যামুক্ত নয় ।	-
মসজিদ: **৫৪** টি	**হোয়ানক** ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডেই মসজিদ আছে ।	পাহাড়ী ঢলে আংশিক প্লাবিত হয় তবে বৃষ্টি কমে	-

মসজিদ/ মন্দির / গীর্জা / ক্যায়াং	ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড	বন্যামুক্ত কিনা	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
মন্দির: ৪ টি	মন্দির আছে ৩, ৫ ও ৭ নং ওয়ার্ড	গেলে পাহাড়ী এলাকা হওয়ায় পানি নেমে যায়	
মসজিদ: ৫৫ টি মন্দির: ৫ টি ক্যায়াং: ৩ টি	**কালামারছড়া** ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডেই মসজিদ আছে। মন্দির আছে ২, ৩, ৫ ও ৭ নং ওয়ার্ডে। ক্যায়াং আছে ১ ও ২ নং ওয়ার্ডে।	মসজিদ ও মন্দিরগুলো আংশিক প্লাবিত হয়। ক্যায়াং বন্যামুক্ত।	-
মসজিদ: ৩৪ টি	**কুতুবজুম** ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডেই মসজিদ আছে।	আংশিক প্লাবিত হয় তবে সমুদ্র উপকুলীয় এলাকা হওয়া ও বালি এলাকা হওয়ায় পানি দ্রুত নেমে যায়	-
মসজিদ: ৫৬টি মন্দির: ৩টি	**মাতারবাড়ি** ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডেই মসজিদ আছে। মন্দিও আছে ৪নং ওয়ার্ডে।	আংশিক প্লাবিত হয়, তবে সমুদ্র উপকুলীয় এলাকা হওয়া পানি নেমে যায়।	-
মসজিদ: ৪৪ টি মন্দির: ৫ টি ক্যায়াং: ১ টি	**শাপলাপুর** ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডেই মসজিদ আছে। মন্দির আছে ৩ ও ৫নং ওয়ার্ডে। ক্যায়াং আছে ৫নং ওয়ার্ডে।	পাহাড়ী ঢলে আংশিক প্লাবিত হয়। পাহাড়ী এলাকা হওয়ায় পানি দ্রুত নেমে যায়	-
মসজিদ: ১৬ টি মন্দির: ১১ টি ক্যায়াং: ২ টি	**মহেশখালী পৌরসভা** ৯টি ওয়ার্ডেই মসজিদ আছে। মন্দির আছে ২, ৫, ৬ ও ৭ নং ওয়ার্ডে। ক্যায়াং আছে ৪ নং ওয়ার্ডে।	প্লাবিত হয়, তবে উচু এলাকা হওয়া পানি বেশী সময় থাকেনা	৪ নং ওয়ার্ড বড় রাখাইন পাড়ায় আনুমানিক ২০০ বছরের পুরানো বৌদ্ধ মন্দির।

- **ধর্মীয় জমায়েত স্থান (ঈদগাঁহ):**

কয়টি	কোন ইউনিয়নের কোন ওয়ার্ডে অবস্থিত	বন্যামুক্ত কিনা	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১ নং ওয়ার্ড বড় ডেইলে ও ২ নং ওয়ার্ড মুন্সির ডেইলে = ২টি	**বড় মহেশখালী** ইউনিয়নের ১ ও ২নং ওয়ার্ড।	অধিক মাত্রায় বন্যা বা জোয়ার এর প্লাবন হলে মাঠে পানি আসে।	উঁচু ও বালি এলাকা হওয়ায় এখানে জোয়ার ও পাহাড়ি ঢলের পানি আসে না।
	অন্যন্য ইউনিয়নে মসজিদ সংলগ্ন মাঠ ও খালি মাঠে ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।		

- **স্বাস্থ্য সেবা:**

উপজেলায় ১টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স (সরকারী হাসপাতাল), ৭টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (সরকারী), ২৬টি কমিউনিটি ক্লিনিক (সরকারী), ৩টি এনজিও পরিচালিত স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র এবং ১টি ব্যক্তি পরিচালিত স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে। তাছাড়া উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের জনগণ অসুখ হলে ঔষধের দোকান, ওঁঝা, বৈদ্য ও কবিরাজ এর উপর নির্ভর করে থাকে। বড় ধরণের অসুখ হলে বিশেষ করে স্বচ্ছল ব্যক্তিরা কক্সবাজার, চকোরিয়া বা চট্টগ্রাম থেকে স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করে থাকে।

ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড	স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	ডাক্তার, নার্স কতজন এবং অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা	সেবার মান	খরচ কেমন	মন্তব্য
মহেশখালী পৌরসভার ৪ নং ওয়ার্ড উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স।	**উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স** (সরকারী হাসপাতাল): ১টি	ইউএইচও -১, আরএমও -১, জুনি: কন: (শিশু)-১, জুনি: কন: (কর্মিডও) - ১ এমও- ২, সহ : সার্জন (ইএমও)- ১ স্যানিটারী ইন্সেপেক্টর - ১ এসএসিএমও- ২, এম টি (ফার্মা)- ১, এম টি (ল্যাব) - ১, এমটি (ডেন্টাল)- ১ এমটি (ইপিআই)- ১, এস এস নার্স - ২, কম্পাউন্ডার - ১ কার্ডিগ্রোফার - ১ হারবাল সহকারী- ১ ল্যাব এটেন্ডেন্ট - ১ ওটি বয় - ১ ইমারজেন্সী এটেন্ডেন্ট - ১ এমএলএসএস - ১ ওয়ার্ড বয় - ১	এই হাসপাতালে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সকল সেবা দেওয়া হয়। সরকারী নিয়ম অনুযায়ী ৩২ জন ডাক্তার থাকার কথা কিন্তু আছে ৫ জন, নার্স থাকার কথা ১৪ জন আছে ২ জন। এছাড়া আধুনিক সরঞ্জাম থাকার পরও লোকবল কম এবং দক্ষ লোকের অভাবে সেইসব যন্ত্রপাতি অযত্নে পরে আছে। মুলত দ্বীপ এলাকার জন্য হওয়ায় ডাক্তার ও নার্সরা এখানে থাকতে চায়না। রোগীর তুলানায় ডাক্তার সংখ্যা কম হওয়ায় একজনকে অনেক সময় দুই সিফটেই ডিউটি করতে হয়। যে কারণে সঠিক সেবা দেয়া সম্ভব	আউট ডোরে ১০ টাকা দিয়ে টিকেট করে রোগীরা ডাক্তার দেখায়। এছাড়া প্যাথলজি ও ওটিতে সরকারী নিয়ম অনুযায়ী চার্জ নেওয়া হয়।	পুরো মহেশখালী উপজেলায় এটি একটি মাত্র ৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল। মহেশখালী উপজেলায় যারা মোটামুটি স্বচ্ছল তারা জেলা সদরেই চিকিৎসা নিয়ে থাকে

ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড	স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	ডাক্তার, নার্স কতজন এবং অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা	সেবার মান	খরচ কেমন	মন্তব্য
			হয় না ।		
মহেশখালী পৌরসভার ৪ নং ওয়ার্ডে ।	**উপজেলা পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র: ১টি**	উপজেলা প: প: কর্মকর্তা - ১জন ইউ এফ পি এ - ২ এম এল এস এস - ১ এফ ডাব্লিউ ভি - ২ এফ ডাব্লিউ এ - ৩	কেন্দ্র থেকে মাসে একবার স্থায়ী পদ্ধতি (পুরুষ ও মহিলা) গ্রহণ করার জন্য ক্যাম্প করা হয় ।	অস্থায়ী ও স্থায়ী পদ্ধতির জন্য কোন টাকা নেয়া নেয়া হয় না	পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা স্টাফদের কাজের মনিটরিং করে থাকে ।
বড় মহেশখালী ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ড, **ধলঘাটা** ইউনিয়নের ৬নং, **মাতারবাড়ি** ইউনিয়নের **১**নং, **হোয়ানক** ইউনিয়নের ২নং, **কালামারছড়া** ইউনিয়নের ৭নং, **কুতুবজুম** ইউনিয়নের ৩নং এবং **শাপলাপুর** ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডে ।	**ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র : ৭টি**	প্রতিটি কেন্দ্রে উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার - ১ এফ ডাব্লিউ ভি - ১ এফ ডাব্লিউ এ - ৬ এফ পি আই - ১	মা ও শিশু স্বাস্থ্যসহ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সকল সেবা (ইপি আই, পরিবার পরিকল্পনা সেবা ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা)	বিনামুল্যে	ছোট মহেশখালী ইউনিয়নে কেন্দ্র নাই, কারণ উপজেলা সদরের কাছাকাছি হওয়ায় জনগণ উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এ যেতে পারে । মাতারবাড়ীর কর্মকর্তা ধলঘাটায় দায়িত্ব পালন করে থাকেন । বর্ষা মৌসুমে ইউনিয়নের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিছিন্ন থাকায় স্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রায় বন্ধ থাকে । শুষ্ক মৌসুমে সপ্তাহে মাত্র দুই দিন (রবি ও সোম) ডাক্তার বসে
বড় মহেশখালী ইউনিয়নের **১**, ২, ৫, ৭ ও ৯নং ওয়ার্ড =৫টি, **ছোট মহেশখালী** ইউনিয়নের ৭ ও ৯ নং ওয়ার্ড= ২টি **ধলঘাটা** ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ড = **১**টি **মাতারবাড়ি** ইউনিয়নের **১**, ৪, ৭ ও ৯ নং ওয়ার্ড =৪টি **হোয়ানক** ইউনিয়নের **১**, ৬, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড = ৫টি **কালারমারছড়া**	**কমিউনিটি ক্লিনিক: ২৬টি**	প্রতিটি **কমিউনিটি** ক্লিনিকে- সি এইচ সিপি - **১** এইচ এ - ২ এফ ডাব্লিউ এ - **১**	স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সকল সেবা (ইপিআই, প:প: ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা)	বিনামুল্যে	

ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড	স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	ডাক্তার, নার্স কতজন এবং অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা	সেবার মান	খরচ কেমন	মন্তব্য
ইউনিয়নের ১, ৫, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড = ৪টি, **কুতুবজুম** ইউনিয়নের ১, ৬ ও ৭ নং ওয়ার্ড = ৩টি, **শাপলাপুর** ইউনিয়নের ২ ও ৯নং ওয়ার্ড = ২টি					
বড় মহেশখালী ইউনিয়নের ৫ নং ওয়ার্ডে **হোপ মেডিকেল সেন্টার**। মাতারবাড়ি ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ডে সিকদারপাড়া **বি জি এস স্বাস্থ্য কেন্দ্র** ৫ নং ওয়ার্ড পুরান বাজারে **ব্র্যাক জাতীয় যক্ষা নিয়ন্ত্রন কর্মসুচী**	এনজিও পরিচালিত স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র	এমবিবিএস ডাক্তার -১ নার্স - ৫, প্যাথলজি টেশনিসিয়ান - ১, সহকারী প্যাথলজি টেকনিসিয়ান - ১ আয়া - ১ এমবিবিএস ডাক্তার স্বাস্থ্য সহকারী-১ টেকনিক্যাল সহকারী-১ ল্যবরোটারিয়ান - ১ স্বাস্থ্য কর্মী - ২ স্বাস্থ্য সেবিকা - ২৫	৪ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও প্যাথলজি সেন্টার মা ও শিশু স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও প্যাথলজি সেন্টার শুধু মাত্র যক্ষা রোগীদের চিকিৎসা দেওয়া হয়	ডাক্তার ফি ৩০ টাকা, ও সকল স্বাস্থ্য পরীক্ষায় ১০% ছাড় ডাক্তার ফি ৫০ টাকা, ও সকল স্বাস্থ্য পরীক্ষায় ৫০% ছাড় টিকেট ২০ টাকা, ডাক্তার, ঔষধ ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা ফ্রি	হোপ এ রিক এনজিও র সাথে চুক্তির কারণে প্রতি মাসে ৩০ জন প্রবীণকে ফ্রি চিকিৎসা দেয়া হয়।
মহেশখালী পৌরসভার ৪ নং ওয়ার্ডে	**নিউরণ হেলথ এন্ড ডায়গোনষ্টিক সেন্টার**	এম বি বি এস - ৬	প্রতিদিন দুই জন চিকিৎসক চিকিৎসা করে থাকেন। এছাড়া সপ্তাহে একদিন করে শিশু, ডায়বেটিস, মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা এখানে রুগী দেখেন।	বেসরকারী ক্লিনিক হওয়ায় এখানে ডাক্তার ফি ২০০ -৪০০ টাকার মধ্যে। এছাড়া সকল স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য আলাদা চার্জ নেয়া হয়।	এখানে শুধুমাত্র স্বচ্ছল লোকেরা ডাক্তার দেখানোর সুযোগ পায়।

- **ব্যাংক:**

জনগণের সুবিধার্থে উপজেলায় ৮টি ব্যাংক আছে। নিম্নে ইউনিয়নভিত্তিক ব্যাংকের তথ্য তুলে ধরা হলো:

ব্যাংকের নাম	শাখার নাম ও অবস্থান (ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড)	সেবার ধরণ	সেবার মান
কৃষি ব্যাংক ৫টি	নতুন বাজার শাখা - **বড় মহেশখালী** ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ড, নতুন বাজার সিকদার পাড়া শাখা - **মাতারবাড়ি** ইউনিয়নের **১**নং ওয়ার্ড, কালারমার ছড়া বাজার শাখা - **কালারমারছড়া** ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ড, টাইম বাজার শাখা - **হোয়ানক** ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ড, গোরকঘাটা বাজার শাখা, **মহেশখালী পৌরসভার** ৭নং ওয়ার্ড।	কৃষি খাতে সহজ শর্তে ঋণ বিতরণ, ডিপিএস, সরাকরী ভাত বিতরণ ও টাকা অমানত রাখা।	ভাল ও সন্তোষজনক
সোনালী ব্যাংক ১টি	গোরকঘাটা বাজার শাখা, **মহেশখালী পৌরসভার** ৭নং ওয়ার্ড।	সরকারী ভাতা প্রদান, টাকা আমানত রাখা, সরকারী ও বেসরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন ভাতা প্রদান।	ভাল ও সন্তোষজনক
ইসলামী ব্যাংক ১টি	গোরকঘাটা বাজার শাখা, **মহেশখালী পৌরসভার** ৭নং ওয়ার্ড।	টাকা অমানত রাখা, ডিপিএস, সহজ শর্তে ঋণ বিতরণ, বেসরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ভাতা প্রদান।	ভাল ও সন্তোষজনক
পূবালী ব্যাংক ১টি	গোরকঘাটা বাজার শাখা, **মহেশখালী পৌরসভার** ৭নং ওয়ার্ড।	টাকা অমানত রাখা, ডিপিএস, সহজ শর্তে ঋণ বিতরণ, বেসরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন ভাতা প্রদান।	ভাল ও সন্তোষজনক

- **পোস্ট অফিস: ৮টি।**

জনগণের সুবিধার্থে উপজেলায় ৮টি পোস্ট অফিস আছে। নিম্নে ইউনিয়নভিত্তিক পোস্ট অফিসের তথ্য তুলে ধরা হলো:

পোস্ট অফিসের নাম	ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড	সেবার ধরণ	সেবার মান

নতুন বাজার পোষ্ট অফিস সুতরিয়া বাজার পোষ্ট অফিস টাইম বাজার পোষ্ট অফিস কালামারছড়া পোষ্ট অফিস কুতুবজোম পোষ্ট অফিস, নতুন বাজার সিকদার পাড়া পোষ্ট অফিস শাপলাপুর পোষ্ট অফিস উপজেলা পোষ্ট অফিস, গোরকঘাটা বাজার	**বড় মহেশখালী** ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ড **ধলঘাটা** ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ড **হোয়ানক** ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ড **কালামারছড়া** ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ড **কুতুবজুম** ইউনিয়নের ৬ নং ওয়ার্ড **মাতারবাড়ি** ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ড, **শাপলাপুর** ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ড, **মহেশখালী পৌরসভার** ৭নং ওয়ার্ড ।	নিয়মিত চিঠিপত্র আদান প্রদান, মানি অর্ডার সুবিধা, ডাক বীমা, সঞ্চয় স্কীম প্রভৃতি ।	মোবাইলসহ বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহার করার ফলে পোস্ট অফিস থেকে সেবা গ্রহণের মাত্রা কমে এসেছে । তবে যারা ব্যবহার করেন তারা সেবার মানে সন্তুষ্ট প্রকাশ করেন ।

- **অন্যান্য প্রতিষ্ঠান**

বন বিট/ ফরেষ্ট অফিস:

নাম	ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড	মন্তব্য
অফিস পাড়া বন বিট অফিস	**কালারমারছড়া** ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ড	
উম্বনিয়া পাড়া ফরেষ্ট অফিস	**ছোট মহেশখালী** ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ড	
ঘটিভাঁঙ্গা ফরেষ্ট অফিস	**কুতুবজুম** ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ড	
কেরুণতলী ফরেষ্ট অফিস মোহরা কাটা ফরেষ্ট অফিস	**হোয়ানক** ইউনিয়নের ৭ ও ৮নং ওয়ার্ড	শুধুমাত্র প্যারাবন পাহারা দেওয়ার জন্য মোহরা কাটা ফরেষ্ট অফিসকে স্থানীয়রা প্যারাবন বিট বলে ।
দিনেশপুর ফরেষ্ট অফিস শাপলাপুর ফরেষ্ট অফিস	**শাপলাপুর** ইউনিয়নের ৯ ও ৫নং ওয়ার্ড	

মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র: ২ টি

নাম	ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড	মন্তব্য
কেরুণতলী মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র	হোয়ানক ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ড	১৯৯৮ সালে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রটি নির্মাণ করা হয় । তবে মাছ সংরক্ষণের জন্য কোল্ড ষ্টোর না থাকায় এটি শুরু থেকেই পরিত্যক্ত

নাম	ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড	মন্তব্য
		অবস্থায় পড়ে আছে
বড় রাখাইন পাড়া মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র	মহেশখালী পৌরসভার ৪ নং ওয়ার্ড	

ভুমি অফিস: ১ টি

নাম	ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড	মন্তব্য
শাপলাপুর ভুমি অফিস	শাপলাপুর ইউনিয়নের ৫নং ওর্য়াড	
গোরকঘাটা বাজার ভুমি অফিস	মহেশখালী পৌরসভার ৭ নং ওয়ার্ড	

সাব রেজিষ্ট্রি অফিস: ১টি

নাম	ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড	মন্তব্য
সাব রেজিষ্ট্রি অফিস	মহেশখালী পৌরসভার ৭নং ওয়ার্ড	আদালত পাড়ায়

কুটির শিল্প: ৬টি

নাম	ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড	মন্তব্য
কুটির শিল্প	মহেশখালী পৌরসভার ৪নং ওয়ার্ড	৬টি কুটির শিল্প মহেশখালী পৌরসভার বড় রাখাইন পাড়ায়

ফ্লাওয়ার মিল: ১টি

নাম	ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড	মন্তব্য
ফ্লাওয়ার মিল	মহেশখালী পৌরসভার ২নং ওয়ার্ড	পাল পাড়ায়

বরফ মিল: ২টি

নাম	ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড	মন্তব্য
বরফ মিল	মহেশখালী পৌরসভার ৪নং ওয়ার্ড ।	বড় রাখাইন পাড়ায়

স-মিল: ৬টি

নাম	ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড	মন্তব্য

ডাক বাংলো পাড়া স-মিল, - ১ টি , বড়রাখাইন পাড়া স-মিল -২টি, হাজী মুখলেছুর রহমান পাড়া স-মিল - ১ টি, বানিয়ার দোকান স-মিল- ২টি	মহেশখালী পৌরসভার ৭, ৪, ৩ ও ২নং ওয়ার্ড ।	

আদালত ভবন: ১টি

নাম	ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড	মন্তব্য
আদালত ভবন	মহেশখালী পৌরসভার ৪নং ওয়ার্ড ।	আদালত পাড়া

উপজেলা পরিষদ :- ১ টি

নাম	ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড	মন্তব্য
উপজেলা ভবন/ উপজেলা পরিষদ	মহেশখালী পৌরসভার ৪নং ওয়ার্ড ।	

থানা: ১ টি

নাম	ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড	মন্তব্য
মহেশখালী থানা	মহেশখালী পৌরসভার ৪নং ওয়ার্ড ।	উপজেলা পরিষদ এলাকায়

টেলিফোন এক্সচেঞ্জ: ১ টি

নাম	ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড	মন্তব্য
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ	মহেশখালী পৌরসভার ৪নং ওয়ার্ড ।	কলেজ পাড়া

জীপ ষ্টেশন: ১ টি

নাম	ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড	মন্তব্য
জীপ ষ্টেশন (স্ট্যান্ড)	মহেশখালী পৌরসভার ৭নং ওয়ার্ড ।	গোরকঘাটা বাজার

বিদুৎ অফিস: ১টি

নাম	ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড	মন্তব্য
পল্লী বিদুৎ অফিস	মহেশখালী পৌরসভার ৭নং ওয়ার্ড ।	গোরকঘাটা বাজার

ডাক বাংলো: ১টি

নাম	ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড	মন্তব্য
ডাক বংলো	মহেশখালী পৌরসভার ৪নং ওয়ার্ড ।	ডাক বাংলো পাড়া

কাসাই খানা: ১টি

নাম	ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড	মন্তব্য
পৌর কসাই খানা	মহেশখালী পৌরসভার ৭নং ওয়ার্ড ।	গোরকঘাটা বাজার

খাদ্য গুদাম: ১ টি

নাম	ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড	কাজ	মন্তব্য
কালারমারছড়া খাদ্য গুদাম	কালামারছড়া ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ড	গম, চালসহ বিভিন্ন খাদ্র দ্রব্য গুদামজাত ও সংরক্ষণ করা হয়	এটি নতুন ভাবে সংস্কার করা হয়েছে। তবে এখনো পরিতাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে, ব্যহার হচ্ছে না ।

মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস: ১টি

নাম	ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড	মন্তব্য
মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস	মহেশখালী পৌরসভার ৭নং ওয়ার্ড ।	গোরকঘাটা বাজার

বি আর ডি বি অফিস: ১ টি

নাম	ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড	মন্তব্য
বি আর ডি বি অফিস	মহেশখালী পৌরসভার ৭নং ওয়ার্ড ।	গোরকঘাটা বাজার

স্কাউট: ১টি

নাম	ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড	মন্তব্য
স্কাউট	মহেশখালী পৌরসভার ৪নং ওয়ার্ড ।	উপজেলা পরিষদ এলাকা

পাবলিক লাইব্রেরী: ১টি

নাম	ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড	মন্তব্য
পাবলিক লাইব্রেরী	মহেশখালী পৌরসভার ৭নং ওয়ার্ড ।	গোরকঘাটা বাজার

- **ক্লাব/ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র: ২০টি**

ক্লাব বা সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের নাম	ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড	কাজের ধরণ	কোন সমাজসেবা বা উন্নয়নমূলক কাজে সহায়তা করে কিনা
বড় মহেশখালী প্রবীণ কল্যাণ সংগঠন ও আলহাজ্ব সিরাজুল হক স্মৃতি সংসদ	**বড় মহেশখালী** ইউনিয়নের ৩ ও ৭ নং ওয়ার্ড	সামাজিক কার্যক্রম আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম	জাতীয় দিবস পালন, বৃক্ষ রোপণ, মৎস্য চাষ, হাঁস মুরগী ও গরু ছাগল পালন, গরীব দুস্থ দের সাহায্য, বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহণ
নাই	**ছোট মহেশখালী** ইউনিয়নে নাই	-	-
জন কল্যাণ ক্লাব- মহুরী ঘোনা	**ধলঘাটা** ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ড	সামাজিক কার্যক্রম আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম	জাতীয় দিবস পালন, বৃক্ষ রোপণ, মৎস্য চাষ, হাঁস মুরগী ও গরু ছাগল পালন, গরীব দুস্থ দের সাহায্য, বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহণ
বানিয়া কাটা সমাজ কল্যাণ সমিতি কেরুনতলী ডেভলপমেন্ট সোসাইটি	**হোয়ানক** ইউনিয়নের ৪ ও ৭ নং ওয়ার্ড	সামাজিক কার্যক্রম আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম	জাতীয় দিবস পালন, বৃক্ষ রোপণ, মৎস্য চাষ, হাঁস মুরগী ও গরু ছাগল পালন, গরীব দুস্থ দের সাহায্য, বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহণ, বয়স্ক শিক্ষা
ফ্রেন্ডস এসোসিয়েশন ও কালারমারছড়া ক্রীড়া ও সমাজ উন্নয়ন সংসদ	**কালামারছড়া** ইউনিয়নের ৭ নং ওয়ার্ড	সামাজিক কার্যক্রম আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম	জাতীয় দিবস পালন, মৎস্য চাষ, বৃক্ষ রোপণ, গরীব দুস্থ: দের সাহায্য বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহণ, বয়স্ক শিক্ষা
ঘটি ভাঁঙ্গা সমাজ কল্যাণ সমিতি	**কুতুবজুম** ইউনিয়নের ৬ নং ওয়ার্ড	সামাজিক কার্যক্রম আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম	জাতীয় দিবস পালন, মৎস্য চাষ, বৃক্ষ রোপণ, গরীব দুস্থ: দের সাহায্য বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহণ, বয়স্ক শিক্ষা
মাতারবাড়ী উপকুলীয় সমাজ কল্যান সমিতি-সিকদারপাড়া, মাতারবাড়ী সমাজ কল্যান সমিতি-নতুন বাজার, মাতারবাড়ী সিকদার পাড়া সমাজ কল্যান সমিতি, উপকুলীয় ফাউন্ডেশন- ওয়াপদা পাড়া	**মাতারবাড়ি** ইউনিয়নের ১ ও ২নং ওয়ার্ড	সামাজিক কার্যক্রম আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম শিক্ষা কার্যক্রম বনায়ন	জাতীয় দিবস পালন, মৎস্য চাষ, বৃক্ষ রোপণ, গরীব দুস্থ: দের সাহায্য, বয়স্ক শিক্ষা, বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহণ
উপকুল সমাজ কল্যাণ সংগঠন কায়দাবাদ হিলফুল ফুজুল সংঘ	**শাপলাপুর** ইউনিয়নের ২ ও ৯নং ওয়ার্ড	সামাজিক কার্যক্রম আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম শিক্ষা কার্যক্রম বনায়ন	বয়স্ক শিক্ষা পরিচালনা করা, প্যারাবন ও বৃক্ষ রোপণ কর্মসুচী করে, জাতীয় দিবস পালন, গরীব দুস্থ:দের সাহায্য করা
গোরকঘাটা যুব উন্নয়ন পরিষদ,	**মহেশখালী**	সামাজিক কার্যক্রম	জাতীয় দিবস পালন, মৎস্য চাষ,

ক্লাব বা সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের নাম	ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড	কাজের ধরণ	কোন সমাজসেবা বা উন্নয়নমূলক কাজে সহায়তা করে কিনা
অর্ফিসাস কল্যাণ ক্লাব, পুটিবিলা সার্বজনীন কালি মন্দির পরিষদ, পুটিবিলা আই পি এন ক্লাব, গোরকঘাটা বাজার বনিক সমিতি, শহীদ মনিন্দ্র লাল ভট্টাচার্য ও ননী সুশীলা স্মৃতি ফাউন্ডেশন = ৬টি	**পৌরসভার** ২, ৪ ও ৭নং ওয়ার্ড	আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম	বৃক্ষ রোপণ, গরীব দুস্থ: দের সাহায্য, বয়স্ক শিক্ষা, বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহণ

- **এন জি ও/স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ**

ক্রমিক নং	এনজিও	কি বিষয়ে তারা কাজ	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রকল্প গুলোর মেয়াদকাল	ইউনিয়ন
১.	রিক	ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প সিডিএমপি দুর্যোগ বিষয়ে	১২০৭৪	চলমান কার্যক্রম ফ্রেব্রুয়ারী ২০১৪	বড় মহেশখালী, ছোট মহেশখালী, ধলঘাটা, কালারমারছড়া, মাতারবাড়ি, কুতুবজুম, হোয়ানক, শাপলাপুর ও মহেশখালী পৌরসভা
২.	ব্যুরো বংলাদেশ	ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প	৫০০০	চলমান কার্যক্রম	বড় মহেশখালী, ছোট মহেশখালী, কুতুবজুম, হোয়ানক, শাপলাপুর ও মহেশখালী পৌরসভা
৩.	প্রত্যাশী	ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প	২২০০০	চলমান কার্যক্রম	বড় মহেশখালী, ছোট মহেশখালী, কালারমারছড়া, মাতারবাড়ি, হোয়ানক, শাপলাপুর ও মহেশখালী পৌরসভা
৪.	গ্রামীণ ব্যাংক	ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প	১৪০০০		বড় মহেশখালী, ছোট মহেশখালী, কালারমারছড়া, মাতারবাড়ি, কুতুবজুম, হোয়ানক ও মহেশখালী পৌরসভা
৫.	আশা	ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প	৯৯০০	চলমান কার্যক্রম	বড় মহেশখালী, ছোট মহেশখালী, কালারমারছড়া, মাতারবাড়ি, কুতুবজুম, হোয়ানক, শাপলাপুর ও মহেশখালী পৌরসভা
৬.	কোডাক	শিক্ষা	৪৫০০	২০১২-২০১৬	বড় মহেশখালী, ছোট মহেশখালী, মাতারবাড়ি,

ক্রমিক নং	এনজিও	কি বিষয়ে তারা কাজ	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রকল্প গুলোর মেয়াদকাল	ইউনিয়ন
					কালারমারছড়া, কুতুবজুম, হোয়ানক, শাপলাপুর ও মহেশখালী পৌরসভা
৭.	এস এ আরপিভি	রিকেটস	১৫০০	চলমান কার্যক্রম	বড় মহেশখালী, ছোট মহেশখালী, হোয়ানক, শাপলাপুর
৮.	কোষ্ট্র ট্রাষ্ট	স্কুল ফিডিং, রিকেটস ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প	৪১০০০	২০১৩ - ২০১৬ ও চলমান কার্যক্রম	বড় মহেশখালী, ছোট মহেশখালী, ধলঘাটা, কালারমারছড়া, মাতারবাড়ি, কুতুবজুম, হোয়ানক, শাপলাপুর ও মহেশখালী পৌরসভা
৯.	ব্র্যাক	এইচ এন পি পি অপুষ্টি প্রতিরোধ ও দরীকরণ কার্যক্রম, মা ও নবজাতক শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা, যক্ষা কর্মসূচি, ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প	১৬০০০	চলমান কার্যক্রম	বড় মহেশখালী, ছোট মহেশখালী, ধলঘাটা, মাতারবাড়ি, কুতুবজুম, কালারমারছড়া, হোয়ানক, শাপলাপুর ও মহেশখালী পৌরসভা
১০.	বিজিএস	শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ওয়াটসন, ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প	৯৭০০	২০০২ - ২০১৪	কালারমারছড়া, মাতারবাড়ি,
১১.	আইএসডি	খুদ্র ঋণ প্রকল্প	২৪০০	চলমান কার্যক্রম	কালারমারছড়া,
১২.	সুখী বংলাদেশ	প্যরাবন সৃজন, কেয়া বনায়ন, কাছিম ডিম সংরক্ষন	১ ও ২ নং ওয়ার্ড এর জনগণ	২০১০ - ২০১৪	কুতুবজুম
১৩.	পাউস	প্যরাবন সৃজন, কেয়া বনায়ন	১ ও ২ নং ওয়ার্ড এর জনগণ	২০০৭ - ২০১৩	ধলঘাটা, কুতুবজুম
১৪.	মুসলিম এইড	ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প	৫৪০	চলমান কার্যক্রম	মহেশখালী পৌরসভা
১৫.	বাইতুশ শরফ	সমাজ ভিত্তিক পূর্ণবাসন প্রকল্প, একিভোত সমাজ প্রকল্প	৬১০জন	চলমান কার্যক্রম	মহেশখালী পৌরসভা
১৬.	আজাদ	ভি.জি.ডি কর্মসুচি	১৯৫৬ জন	২০১৩–২০১৪	বড় মহেশখালী, ছোট মহেশখালী, ধলঘাটা, কালারমারছড়া, মাতারবাড়ি, কুতুবজুম, হোয়ানক ও শাপলাপুর
১৭.	শক্তি ফাউন্ডেশন	ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প	১৪৫০ জন	চলমান কার্যক্রম	ছোট মহেশখালী, বড় মহেশখালী,পৌরসভা
১৮.	মুক্তি	ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প	১১০০ জন	চলমান	ছোট মহেশখালী, বড়

ক্রমিক নং	এনজিও	কি বিষয়ে তারা কাজ	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রকল্প গুলোর মেয়াদকাল	ইউনিয়ন
		প্রভিশন অফ লাইফ সেভিং হেলথ কেয়ার সার্ভিস প্রজেক্ট (পি.এল.এইস.সি.এস)	নতুন প্রকল্প উপকার ভোগী বাছাই করা হয় নি	কার্যক্রম জানুয়ারি ২০১৪থেকে জুলাই ২০১৪সাল পর্যন্ত	মহেশখালী, কুতুবজুম ও পৌরসভা । মহেশখালী উপজেলা

- **প্রধান প্রধান খেলাধূলা ঃ**

  ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল, হা-ডু-ডু, লাঠিখেলাসহ স্থানীয়/ আঞ্চলিক খেলাসমূহ ।

- **খেলার মাঠ (বড়)ঃ ২২টি ।**

  প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাথে ছোট খেলার মাঠ এবং উচ্চ মাধ্যমিকের সাথে ফুটবল খেলার মাঠ আছে। এছাড়াও খালি জায়গায় ছোট ছোট খেলার মাঠ রয়েছে ।

ইউনিয়ন	খেলার মাঠের নাম	ওয়ার্ড	দুর্যোগের সময় কোন কাজে লাগে কিনা	কিভাবে
বড় মহেশখালী	বড় ডেইল মাদ্রাসা মাঠ, মুন্সির ডেইল মাঠ, নতুন বাজর মাঠ, ও নতুন বাজার প্রা: বিদ্যালয় মাঠ	১, ২ ও ৩নং ওয়ার্ড	নতুন বাজার প্রা: বিদ্যালয় মাঠ দুর্যোগের সময় কাজে লাগে	ত্রাণ বিতরণ করার কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে
ছোট মহেশখালী	ছোট মহেশখালী নিু মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠ	৫ নং ওয়ার্ড	দুর্যোগের সময় কাজে লাগে	ত্রাণ বিতরণ করার কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে
ধলঘাটা	সুতরিয়া প্রাইমারী স্কুলের মাঠ	৩নং ওয়ার্ড	দুর্যোগের সময় কাজে লাগে	ত্রাণ বিতরণ করার কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে
হোয়ানক	হোয়নক টাইম বাজার স: প্রা: বি: মাঠ, হোয়নক বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ, পানির ছড়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ	৩, ৪ ও ৯ নং ওয়ার্ড	দুর্যোগের সময় কাজে লাগে	ত্রাণ বিতরণ করার কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে
কালামারছড়া	ইউনুছখালী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ, কালরমারছড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ ও নুনাছড়ি কমিউনিটি সেন্টার মাঠ	৩, ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ড	দুর্যোগের সময় কাজে লাগে	ত্রাণ বিতরণ করার কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে
কুতুবজুম	কুতুবজুম আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ, অপসুর উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ ও কুতুবজুম জামেয়া সুন্নাহ দারুল উলুম দাখিল মাদ্রাসা মাঠ	৫ ও ৬ নং ওয়ার্ড	দুর্যোগের সময় কাজে লাগে	আশ্রয় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার হয়ে থাকে । পাশাপাশি ত্রাণ বিতরণ কাজে ব্যবহার করা হয় ।

ইউনিয়ন	খেলার মাঠের নাম	ওয়ার্ড	দুর্যোগের সময় কোন কাজে লাগে কিনা	কিভাবে
মাতারবাড়ি	মাতারবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ	১নং ওয়ার্ড	দুর্যোগের সময় কাজে লাগে	ত্রাণ বিতরণ করার কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে
শাপলাপুর	দিনেশপুর মাঠ, শাপলাপুর উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ	৯ ও ৬নং ওয়ার্ড	দুর্যোগের সময় কাজে লাগে	ত্রাণ বিতরণ করার কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে
মহেশখালী পৌরসভা	মহেশখালী আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ, কলেজ পাড়া, মহেশখালী ডিগ্রি কলেজ মাঠ, কলেজ পাড়া, গোরকঘাটা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ, চরপাড়া ও চর পাড়া খেলার মাঠ	৩ ও ৯নং ওয়ার্ড	দুর্যোগের সময় কাজে লাগে	ত্রাণ বিতরণ করার কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে

- **কবরস্থান / শ্মশানঘাট :**

কবরস্থান: ৩১১টি, হিন্দু শ্মশান: ২৪টি ও বৌদ্ধ শ্মশান: ৩টি

ইউনিয়ন	কবরস্থান বা শ্মশানঘাটের সংখ্যা	ওয়ার্ড/ অবস্থান	বন্যা লেভেলের উপরে কিনা
বড় মহেশখালী	কবরস্থান ৬০টি ও হিন্দু শ্মশান ১ টি	৯টি ওয়ার্ডেই গড়ে ৫/ ৬টি করে কবরস্থান আছে। শ্মশান রয়েছে ৪ ও ৫নং ওয়ার্ডে।	আংশিক প্লাবিত হয়, তবে বালি এলাকা হওয়ায় পানি নেমে যায়
ছোট মহেশখালী	কবরস্থান ৩৪টি হিন্দু শ্মশান ৪ টি ও বৌদ্ধ শ্মশান ১টি	৯টি ওয়ার্ডেই গড়ে ৩/ ৪টি করে কবরস্থান আছে। হিন্দু শ্মশান রয়েছে ৮ ও ৯নং ওয়ার্ডে (৩টি) ও বৌদ্ধ শ্মশান রয়েছে ৬নং ওয়ার্ডে।	আংশিক প্লাবিত হয়, তবে পাহাড়ী এলাকা হওয়ায় পানি নেমে যায়
ধলঘাটা	কবরস্থান ১৮টি ও হিন্দু শ্মশান ১টি	৯টি ওয়ার্ডেই গড়ে ২টি করে কবরস্থান আছে। শ্মশান রয়েছে ৭নং ওয়ার্ডে।	সমুদ্র উপকুলীয় এলাকা হওয়ায় পানি জমে থাকে না
হোয়ানক	কবরস্থান ৫৫টি ও হিন্দু শ্মশান ৭টি	৯টি ওয়ার্ডেই গড়ে ৬টি করে কবরস্থান আছে। শ্মশান রয়েছে ২, ৪, ৫ ও ৭নং ওয়ার্ডে।	আংশিক প্লাবিত হয়, তবে পাহাড়ী এলাকা হওয়ায় পানি নেমে যায়
কালামারছড়া	কবরস্থান ৩৭টি ও হিন্দু শ্মশান ৩টি	৯টি ওয়ার্ডেই গড়ে ৪/ ৫টি করে কবরস্থান আছে। শ্মশান রয়েছে ১, ৩ ও ৭নং ওয়ার্ডে।	আংশিক প্লাবিত হয়, তবে পাহাড়ী এলাকা হওয়ায় পানি নেমে যায়
কুতুবজুম	কবরস্থান ৪০টি	৯টি ওয়ার্ডেই গড়ে ৪/ ৫টি করে কবরস্থান আছে।	সমুদ্র উপকুলীয় এলাকা হওয়ায় পানি জমে থাকে না
মাতারবাড়ি	কবরস্থান ২৭টি ও হিন্দু শ্মশান ১টি	৯টি ওয়ার্ডেই গড়ে ৩টি করে কবরস্থান আছে। শ্মশান রয়েছে ৪নং ওয়ার্ডে।	সমুদ্র উপকুলীয় এলাকা হওয়ায় পানি জমে থাকে না
শাপলাপুর	কবরস্থান ৩০টি হিন্দু শ্মশান ১ টি	৯টি ওয়ার্ডেই গড়ে ৩/ ৪টি করে কবরস্থান আছে। হিন্দু শ্মশান	আংশিক প্লাবিত হয়, তবে পাহাড়ী এলাকা হওয়ায় পানি

ইউনিয়ন	কবরস্থান বা শ্মশানঘাটের সংখ্যা	ওয়ার্ড/ অবস্থান	বন্যা লেভেলের উপরে কিনা
	ও বৌদ্ধ শ্মশান ১টি	রয়েছে ৬নং ওয়ার্ডে (৩টি) ও বৌদ্ধ শ্মশান রয়েছে ৫নং ওয়ার্ডে ।	নেমে যায়
মহেশখালী পৌরসভা	কবরস্থান ১০টি হিন্দু শ্মশান ৬ টি ও বৌদ্ধ শ্মশান ১টি	৯টি ওয়ার্ডেই কবরস্থান আছে । হিন্দু শ্মশান রয়েছে ২ ও ৬নং ওয়ার্ডে (২টি করে), ও বৌদ্ধ শ্মশান রয়েছে ৭নং ওয়ার্ডে ।	বৌদ্ধ শ্মশানটি দ: রাখাইন পাড়ার সাথে লাগানো । এটি জোয়ারের সময় প্রায় ডুবে থাকে । যে কারণে সৎকার করতে বৌদ্ধ ধর্মালম্বীরা ছোট মহেশখালী ইউনিয়নের শ্মশানে যায় ।

- **যোগাযোগ ও পরিবহনের মাধ্যম**

কক্সবাজার জেলা সদরসহ অন্যান্য উপজেলার সাথে মহেশখালী উপজেলার প্রধান যোগাযোগের মাধ্যম হলো সমুদ্র চ্যানেল ও সড়ক পথ (চকরিয়া হয়ে) । এ উপজেলার জনগণ সমুদ্র পথে ইঞ্জিন বোট (এক/ দেড় ঘন্টা) ও স্পীড বোট (২০ মিনিট) এবং সড়ক পথে চকোরিয়া উপজেলা হয়ে অটো রিক্সা, জীপ, ট্যাক্সি, মিনি বাস প্রভৃতি পরিবহনে যাতায়াত করে থাকে । এছাড়াও উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের মধ্যে এবং ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ড ও গ্রামের মধ্যে চলাচল করার জন্য পাকা রাস্তায় সাধারণত: ট্যাক্সি, রিক্সা ও অটো রিক্সায়, নদী পথে ছোট নৌকায় এবং কাঁচা রাস্তায় রিক্সা বা পায়ে হেটেই যাতায়াত করে থাকে ।

মহেশখালী উপজেলা সদর ও পৌরসভার ভিতরের যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল । অধিকাংশ রাস্তা পাকা অথবা ইট বিছানো । ভিতরে যাতায়াতের জন্য ট্যাক্সি, রিক্সা ও টমটম ব্যবহার করতে হয় । মহেশখালী থেকে সড়ক পথে জেলা শহরে যাওয়ার জন্য একটি পাকা সড়ক ইউনিয়নগুলোর মাঝখান দিয়ে চলে গেছে । সেই কারণে মহেশখালী পৌরসভা থেকে দুইটি পথ দিয়ে জেলা শহরে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে । একটি পথ হলো পৌরসভার ৪নং ওয়ার্ডের বড় রাখাইন পাড়ার ষ্টেশন হতে জীপ/ সিএন জি দিয়ে শাপলাপুর - বদরখালী সড়ক পথে যার দুরত্ব ৩৩ কি:মি: । তবে এই পথে রাতের বেলা ডাকাতি হয় বলে জনসাধারণ পারতপক্ষে এই রাস্তায় রাতে যাতায়াত করেনা । আর অন্য পথটি হলো পৌরসভা ৪নং ওয়ার্ডের রাখাইন পাড়া ষ্টেশন হতে বড়মহেশখালী-হোয়নক-কালারমারছড়া হয়ে জীপ/ সিএনজি যোগে বদরখালী দিয়ে যার দুরত্ব ৩৫ কি:মি । এ ছাড়াও পৌরসভার জেটি ঘাট থেকে স্পীড বোট ২০ থেকে ২৫ মিনিট বা কাঠের ইঞ্জিন চালিত বোটে ১ ঘন্টায় জেলা শহরে যাওয়া যায় । নৌ পথে ইঞ্জিন বোট বা স্পীড বোটে সূর্য উদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যোগাযোগ থাকে । মহেশখালী পৌরসভা হওয়ার পর বর্তমানে অনেক রাস্তা প্রশস্ত করা হয়েছে । পৌরসভার মধ্যে প্রতিটি ওয়ার্ডে পাকা রাস্তা থাকায় বর্ষা মৌসুমে এলাকার জনগণের যাতায়তে তেমন বড় কোন সমস্যা হয়না ।

উপজেলা থেকে বিভিন্ন ইউনিয়নে যাওয়ার জন্য পাকা রাস্তা আছে । তবে বিভিন্ন ইউনিয়নের সব ওয়ার্ডে পাকা রাস্তা না থাকায় বর্ষা মৌসুমে এসব এলাকার জনগণের চলাচল অনেক ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে । বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে কক্সবাজার জেলা সদরে যেতে কোন কোন ইউনিয়ন থেকে টেক্সি, অটো রিক্সা বা রিক্সায় এবং কোন কোন ইউনিয়ন থেকে ইঞ্জিন বোট, ছোট বোট/ নৌকায় মহেশখালী পৌরসভার জেটি ঘাট পর্যন্ত এসে স্পীড বোট/ ইঞ্জিন বোটে জেলা শহরে যেতে হয় ।

আবার জেলা শহর থেকে পর্যটন মৌসুমে পর্যটক ও হিন্দুদের শিব চর্তুদশীর চৈত্র সংক্রান্তির মেলায় তীর্থ যাত্রীদের সুবিধার্থে ছোট মহেশখালী ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডে অবস্থিত ঠাকুর তলার আদিনাথ মন্দিরে জেটি থেকে স্পীড বোট ও কাঠের ইঞ্জিন বোট প্রতিনিয়ত সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত চলাচল করে ।

- **বন ও বনায়ন**

মহেশখালী উপজেলায় বনায়নের পরিমাণ প্রায় ৭৩০৫১ হেক্টর (প্রায় ১৮০৪৩৫একর), এর মধ্যে প্যারাবন প্রায় ১৫০০০ একর। প্রয়োজনের তুলনায় বনায়ন বহুলাংশে কমে গেছে। ১৫-২০ বছর আগেও পাহাড়ী এলাকা বিভিন্ন ধরণের বনজ গাছে সবুজ ছিল। কোন কোন জায়গায় মাটিতে আলোও পড়ত না। এখন সেখানে আর প্রাকৃতিক বন নেই। মাঝে মাঝে বন বিভাগের সৃষ্ট কিছু ৫-১০ বছরের বনায়ন চোখে পড়ে যা আগের প্রাকৃতিক বনের ১৫% এরও কম। সাইরার ডেইল থেকে উজানটিয়ার মূখ পযন্ত, বদরখালী থেকে ঠাকুরতলা হয়ে ঘটিভাঙ্গা পর্যন্ত এবং উজানটিয়া থেকে পূর্ব দিকে ও রাজঘাট থেকে রাঙ্গা খালী পর্যন্ত দীর্ঘ প্যারাবন ছিল। প্রায় ৩২ কি:মি: প্যারাবনের এখন তিনটি স্থানে মাত্র ৪ কি:মি: টিকে আছে। এছাড়া ধলঘাটা থেকে বদরখালী খালের মূখ পর্যন্ত নিবিড় প্যারাবন গত পনের বছরে মাছ ধরা, মহিষ চড়ানো, চিংড়ি ঘের তৈরী, লবণ চাষ প্রভৃতি কারণে প্রায় ৮০% এর বেশী নষ্ট হয়ে গেছে। রাস্তায় বনায়ন নেই বললেই চলে। কৃষি বনায়ন একেবারেই চোখে পড়ে না, বসত বাড়ি বা তার আশে পাশে কিছু নারকেল, আম, কাঠাল গাছ চোখে পড়ে। তবে বিগত ৫-৭ বছরে এলাকার লোকজনের মধ্যে গাছ লাগানোর প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বাড়ির পাশে বা পুকুর পাড়ে ও পথের ধারে ওরা বাঁশ, ইউক্লিপটাশ, রেইনট্রি, মেহগনি, আম, কাঁঠাল, নারকেল ইত্যাদি লাগাতে শুরু করেছে। স্থানীয় সরকার ও বিভিন্ন এনজিও বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে কোন বনায়ন নাই।

১.৪.৩ আবহাওয়া ও জলবায়ু

- **বৃষ্টিপাতের ধারা**

১৯৯১ সালের পূর্বে উপজেলার বৃষ্টিপাতের ধারা মোটামুটি নিয়মতান্ত্রিক ছিল। ১৯৯৪ সালের পর থেকে বৃষ্টিপাতের ধারার পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। বৃষ্টিপাতের ধারা পরিবর্তন হওয়ায় মাঘ মাস থেকে বৈশাখ মাসের আগে তেমন বৃষ্টিপাত হয় না। জৈষ্ঠ্য-আষাঢ় মাসে হঠাৎ করে ভারি বৃষ্টি হয়। প্রায়ই বন্যার আকার ধারণ করে। আবার আশ্বিন কার্তিক মাসেও একই অবস্থার সৃষ্টি হয়। গত ১০/ ১২ বছরে বৃষ্টিপাতের ধারার এ পরিবর্তনে ফসলের ক্ষতি হচ্ছে। ধান ও লবণের উৎপাদন ব্যহত হচ্ছে। পাশাপাশি উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।

- **তাপমাত্রা**

উপজেলায় তাপমাত্রা সাধারণত: পৌষ-মাঘ (জানুয়ারী) ১৫-২৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা থাকে। চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ (এপ্রিল, মে) ২৬ - ৩১ ডিগ্রী সেলসিয়াস। মুলতঃ চৈত্র-বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ এই তিন মাস এলাকায় খুব গরম অনুভূত হয় এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সাধারণত: এই সময়টায় পানি শূণ্যতার কারণে পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় এবং কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। তাপমাত্রার তারতম্যে জীবনযাত্রা এবং পরিবেশে বিরূপ প্রভাব পড়ে। প্যারাবন ও বনায়ন অবৈধভাবে ধ্বংস হওয়া এবং তা নিয়ন্ত্রণের অভাবে ভবিষ্যতে মারাত্মক পরিণতি বয়ে আনতে পারে।

- **ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর**

১৫-২০ বছর আগেও ভূগর্ভস্থ পানির স্তর অনেক উপরে ছিল। ১৯৯১ সালের পরে মহেশখালী উপজেলার অনেক ইউনিয়নে বিশেষ ভাবে ধলঘাটা, মাতার বাড়ির পানির স্তর পাওয়া অনেকটা সহজ হয়েছে। বর্তমানে ৬০ থেকে ১২০ ফিটের মধ্যে খাবার উপযোগী পানি পাওয়া যায়। পাহাড়ী এলাকায় প্রায় ৩৫০ থেকে ৪০০ ফুট পর্যন্ত নিচে যেতে হয়। তবে বসতি এলাকায় চিংড়ি চাষের জন্য লবণ পানি জমিয়ে রাখায় বেশ কিছু

এলাকায় পানিতে লবণাক্ততা গত ১০ বছর আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। আগামীতে এসব নিয়ন্ত্রণ করা না হলে আরো লবণাক্ততা বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে।

১.৪.৪ অন্যান্য

- **ভূমি ও ভূমির ব্যবহার**

মহেশখালী উপজেলায় ভুমি/ জমির পমিাণ প্রায় ৮৫৭৩৬ একর। এর মধ্যে আবাদী (ফসল চাষ, মাছ চাষের জলাশয়, লবন, চাষ, চিংড়ী চাষ, পান চাষ, পাহাড়ী এলাকায় গাছপালা) ভূমির পরিমাণ ৭৮৪০৮ একর। পান চাষের জন্য পমিাণ ২২৬৬৪ একর, লবণ চাষ ১৯৪৭১ একর ও চিংড়ী চাষের জন্য ১৮৪৮৭ একর ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আবাদী মোট ৮২% দুই ফসলী, ১৮% এক ফসলী।
অনাবাদী জমির পরিমাণ প্রায় ৭৩২৮ একর। বন্যা কবলিত হয় প্রায় ২৫০০ একর জমি । নিম্নে ইউনিয়নভিত্তিক জমির পরিমাণ তুলে ধরা হলো:

ভূমির ধরণ	ভূমির পরিমাণ (একর)									
	বড় মহেশখালী	ছোট মহেশখালী	ধলঘাটা	হোয়ানক	কালামারছড়া	কুতুবজুম	মাতারবাড়ি	শাপলাপুর	পৌরসভা	মোট
আবাদি	৭৩২৬	৯০০০	১৯৮৬	৮৬০০	২৪২১৩	৭৪৫৩	৬৫০০	১২০৮৭	১২৪৩	৭৮৪০৮
অনাবাদি	২০০	৬৫০	৯০০	৫৯৮	১১৮৮	৬৯৭	২০০০	৪৫০	৬৪৫	৭৩২৮
মোট ভূমির পরিমাণ	৭৫২৬	৯৬৫০	২৮৮৬	৯১৯৮	২৫৪০১	৮১৫০	৮৫০০	১২৫৩৭	১৮৮৮	৮৫৭৩৬

- **কৃষি ও খাদ্য**

কৃষি নির্ভর মহেশখালী উপজেলার জনগণের প্রধান পেশা কৃষি। জমিতে মৌসুমে সাধারণত: দুই ফসলী ধান চাষ হয় এবং শীত মৌসুমে বাড়ির আশ পাশ ও আঙ্গিনায় কিছুটা সবজি চাষ দেখা যায়। ধান চাহিদা পুরণে সক্ষম হলেও সব্জি স্থানীয় চাহিদার তুলনায় খুবই কম। কৃষকরা মৌসুমে ২ ফসলী ধানের চাষ করলেও ৫২% লোক বছরের একটা সময় লবণ বা চিংড়ি চাষ করে থাকে। উপজেলার ৩৮০৪৯.৬২ জমিতে লবণ বা চিংড়ি চাষ শুরু হয়েছে। কুতুবজুম, মাতারবাড়ি, ধলঘাটা, ছোট মহেশখালী, শাপলাপুরসহ অন্যান্য ইউনিয়ন নদী ও সাগর তীরবর্তী হওয়ায় এলাকার জনগণ সাগর ও নদী থেকে মাছ ধরার কাজ করে থাকে। দরিদ্র এ মৎস্য জীবিদের নিজেদের নৌকা ও জাল না থাকায় তারা অন্যের নৌকায় দিনমজুরী বা মৌসুমভিত্তিক চুক্তিতে মাছ ধরে। জেলেদের পরিবারের নারী ও শিশুরা গৃহস্থালী কাজ ও পড়াশুনার ফাঁকে শুটকী তৈরীর কাজ করে। উপজেলায় এখনো আধুনিক চাষাবাদের ছোঁয়া না লাগায় ধান চাষের জন্য এখনো হালের বলদ, খালের পানি, বৃষ্টি প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল।

প্রধান প্রধান ফসল ও শাক সব্জী:
ধান, পান, সুপারি, টমেটো, আলু, বেগুন, মুলা, ফুলকপি, বাঁধাকপি, শিম, মরিচ, পান, লালশাক, লঞ্চ, কলমি, মটরশুটি, কচু, হলুদ, তিতকরলা, কাঁকরল, আদা, ফেলন, মিষ্টিকুমড়া, লাউ, রাইশাক, ঢেঁড়শ, পালংশাক, শসা, চিচিংগা প্রভৃতি।

ফল:

আম, জাম, কাঁঠাল, বাতাবিলেবু, কমলা, জলপাই, কামরাঙ্গা, কলা, কুল, নারিকেল, খেজুর, সুপারী, আমলকি, বেল, গোলাপজাম, পেয়ারা, আনারস, টাম, পেঁপে ইত্যাদি ।

- **নদী**

মহেশখালী উপজেলার মধ্য বা পাশ দিয়ে ৩টি নদী ও ১টি চ্যানেল বয়ে গেছে । বর্ষা মৌসুমে এসব নদীতে পাহাড়ী ঢল ও সমুদ্রের জোয়ারের পানিতে নদী ভাঙ্গনসহ বন্যার সৃষ্টি হয় । নিম্নে নদীরগুলোর অবস্থান ও বর্ণনা তুলে ধরা হলো:

বাঁকখালী নদী:

বাঁকখালী নদী মহেশখালীর উপজেলার দক্ষিণ পূর্ব প্রান্ত দিয়ে শুরু হয়ে উত্তর পশ্চিম দিক প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরের কুতুবদিয়া চ্যানেলে মিশেছে। উজানটিয়া নামক স্থানে একই সময়ে জোয়ার ও ভাটা লেগে থাকায় অনেকের কাছে এক বিস্ময়ের ব্যাপার বলে মনে হয়। এই নদীর 'বাটা' মাছ খুবই স্বাদের। তাছাড়া লইট্যা, চিংড়ী, কোরাল, পাঙ্গাশ, খোরল, ইলিশ উল্লেখযোগ্য। কক্সবাজার থেকে গোরকঘাটা, ছোট মহেশখালী, শাপলাপুর, মাতারবাড়ী এ নদীপথের যাতায়াতের একমাত্র পথও বটে। প্রতিনিয়ত এ পথে কক্সবাজার থেকে কুতুবদিয়া, কুতুবদিয়া থেকে কক্সবাজার করে বড় বড় যাত্রীবাহি ও পণ্যবাহী নৌকা চলে। একই সময় এ পথে চট্টগ্রাম থেকে ছেড়ে আসা স্টীমার দিয়ে যাতায়াত করা হতো। বর্তমানে নদী ভরাট হওয়ায় যাতায়াত বন্ধ আছে।

বহদার নদী:

মহেশখালী চ্যানেল থেকে এই নদীর উৎপত্তি । আনুমানিক ১০ কি:মি: এই নদীটি ৭নং ওয়ার্ডে হামিদিয়া হয়ে ১নং ওয়ার্ডের সিলেটিয়া পুল খালে যেয়ে মিশেছে । মুলত: লবণ চাষ, মৎস্য ও চংড়ী চাষের সময় এই নদীর পানি ব্যবহার করা হয় । তবে খাল ভরাট হয়ে যাওয়ার কারণে বর্ষা মৌসুমে খালের পানির প্রবল স্রোতে প্লাবিত হয়ে যায় অনেক ঘর বাড়ী, ফসলি জমি, চিংড়ী ঘের । আর্থিকভাবে কৃষকরা চরম ক্ষতিগ্রস্ত হয় । এই নদী দিয়ে প্রবাহিত লবণ পানির কারণে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোর লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে ।

কুহেলীয়া নদী:

কুহেলীয়া নদীর আংশিক বড় মহেশখালীর পূর্বে পাহাড়ের শেষ সীমানা পর্যন্ত গেছে । কুহেলীয়া নদী ধলঘাটার উত্তর সীমানা অর্থাৎ টিয়াকাটি হতে ১নং ও ২নং ও ৫নং ওয়ার্ডের কিছু অংশ এবং ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডের পন্ডিতের ডেইলের নতুন ঘোনায় এসে বিভিন্ন খালে প্রবাহিত হয়েছে ।

কুহেলীয়া নদী আনুমানিক ৮ কি: মি: ১নং ওয়ার্ডের দরদরিয়া খাল থেকে সাথীর বাপের ঘেনার পশ্চিম পাশ দিয়ে ৯নং ওয়ার্ডের কালাগাজীর পাড়া ঘোনার সাথে মিশে হোয়ানক ইউনিয়নে দিকে চলে ঘেছে । বর্ষা মৌসুমে অতি বৃষ্টির কারণে পাহাড়ী ঢল হলে ঘর বাড়ী, লবণ মাঠ, পানের বরজ ও ফসলের ব্যাপক ক্ষতি করে ।

মহেশখালী চ্যানেল:

বঙ্গোপসাগরের থেকে প্রবাহিত মহেশখালী চ্যানেলের অংশ ছোট মহেশখালী ইউনিয়নের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে । মহেশখালী চ্যানেলটি আনুমানিক ১০ কি:মি: ছোট মহেশখালী ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের রাখাইন পাড়া

হয়ে ৬নং ওয়ার্ডের মুদিরছড়ার পাশ দিয়ে ৯ ও ৪ নং ওয়ার্ডের রশিদ মিয়ার খামার বাড়ী হয়ে শাপলাপুরের সীমানা দিয়ে চলে গেছে প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে জোয়ারের পানি প্রবাহিত হয়ে চ্যানেলের পাশের কৃষি জমি ও ঘর বাড়ির ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে ।

- **পুকুর**

মহেশখালী উপজেলায় ছোট বড় মিলে মোট ৮০৬টি পুকুর রয়েছে। বড় পুকুর প্রায় ২০০টি ও ছোট পুকুর ৬০৬টি। এসব পুকুরের মধ্যে ব্যবহার উপযোগী রয়েছে প্রায় ৭৪৫টি। অধিকাংশ পুকুরে প্রায় সারা বছর পানি থাকে। তবে বর্ষা মৌসুমে পানির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। দৈনন্দিন কাজ, মাছ চাষ, শাক-সব্জীর ক্ষেতে পানি দেয়া প্রভৃতি কাজে এসব পুকুরের পানি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এসব পুকুরে সাধারণত: রুই, কাতলা, তেলাপিয়া ও বিভিন্ন কার্প জাতীয় মাছের চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি ছোট মাছের উৎপাদন হচ্ছে। মাছ চাষের ফলে এলাকার জনগণের আর্থিক স্বচ্ছলতার পাশাপাশি পুষ্টি চাহিদাও পূরণ হচ্ছে। পুকুরে মাছ চাষ করে মৎস চাষীরা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখছে। নিম্নে ইউনিয়নভিত্তিক পুকুরের তথ্য তুলে ধরা হলো:

ইউনিয়নভিত্তিক পুকুরের সংখ্যা									
বড় মহেশখালী	ছোট মহেশখালী	ধলঘাটা	হোয়ানক	কালামারছড়া	কুতুবজুম	মাতারবাড়ি	শাপলাপুর	পৌরসভা	মোট
১১৭	১৫০	২৫০	৫০	২৯	২৫	১২৮	৩৩	২৪	৮০৬

- **খাল**

মহেশখালী উপজেলার মধ্য বা পাশ দিয়ে ৩৯টি খাল প্রবাহিত হয়েছে। এ খালগুলোর মোট দৈর্ঘ্য ১১১কি:মি। মুলত; ধানসহ বিভিন্ন সব্জী, লবণ ও চিংড়ী চাষে এইসব খালের পানি ব্যবহার হয়ে থাকে। বিভিন্ন খাল হতে নানা ধরণের মাছ আহরণ করে জেলেরা জীবন জীবিকার পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখছে। মাছের চাহিদা ও পুষ্টি পূরণেও অবদান রাখছে। তবে খালগুলোর বিভিন্ন স্থানে চিংড়ী ঘের ও লবণ মাঠের জন্য কৃত্রিম বাধ দেয়ায় বর্ষা মৌসুমে এই সব খালের পানি প্লাবিত হয়ে বিভিন্ন ইউনিয়নের নীচু এলাকা ডুবে যায়। প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে অতিবৃষ্টি, পাহাড়ী ঢল ও নদীর পানি বিভিন্ন খালের মধ্যে প্রবাহিত হওয়ায় পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলো প্লাবিত হয়ে ঘর বাড়ী, লবণ মাঠ, পানের বরজ ও ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়ে থাকে। ইউনিয়নভিত্তিক খালসমূহেরর তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলো:

ইউনিয়ন	খালের নাম ও দৈর্ঘ্য	কাজ করে কিনা
বড় মহেশখালী	ইছামতি খাল- ৪কি:মি: ও নাপিতের খাল- ৩কি:মি: ।	সবগুলো কাজ করে
ছোট মহেশখালী	বরুনা ঘাট খাল- ২.৫কি:মি:, রাইছাড় খাল- ১কি:মি:, তেলী পাড়া খাল- ৫কি:মি, পুটির ছড়া খাল- ২কি:মি:, কুচি মারা খাল- ১কি:মি:, মুদিরছড়া খাল- ৩কি:মি:, ছেংছড়ি খাল- ১.৫কি:মি:, আছড় তলী খাল- ২কি:মি:, বাইরগাছড়ি খাল- ৩কি:মি:, গরম ছড়ি খাল- ৪কি:মি: ।	সবগুলো কাজ করে
ধলঘাটা	লম্বা খাল- ৩কি:মি:, নীল ঘোনার খাল- ৩কি:মি:, পানির ছড়া খাল- ৩কি:মি:, বড়তনীমার খাল- ৫কি:মি:, বিএনপি খাল- ৩কি:মি:, উলাখালী খাল- ৪ক:মি:, বাটামনি খাল- ৪কি:মি:, বিশ্ব খাল- ৫কি:মি: ।	সবগুলো কাজ করে
হোয়ানক	জামেরী খাল- ২.৫কি:মি: ও ভাংগার খাল- ৩.৫কি:মি: ।	সবগুলো কাজ করে
মাতারবাড়ি	রাঙ্গাখালী খাল- ৭কি:মি: ও টিয়াকাটি খাল- ৫কি:মি: ।	সবগুলো কাজ করে

ইউনিয়ন	খালের নাম ও দৈর্ঘ্য	কাজ করে কিনা
কালামারছড়া	দারাদিয়া খাল- ১.৫কি:মি:, হারকিলা খাল- ১কি:মি:, ঝাপুয়া খাল- ১.৫কি:মি ও নুনাছড়ি খাল- ৪কি:মি: ।	সবগুলো কাজ করে
কুতুবজুম	সিলেটিয়া খাল- ৫কি:মি:, বড় দিয়া খাল- ৫কি:মি:, ছিরার মুখ খাল- ১কি:মি, বহ্দ্দার খাল- ১কি:মি:, কতৈরিয়া খাল- ১কি:মি:, পানকৌড়ি খাল- ১কি:মি:, জব্বরিয়া খাল- ১কি:মি:, সোনাদিয়া পূর্ব খাল- ১কি:মি:, সোনাদিয়া পশ্চিম খাল-১কি:মি:, তাজিয়াকাটা খাল- ৫কি:মি: ।	সবগুলো কাজ করে
মহেশখালী পৌরসভা	বরুনা ঘাট খাল- ২কি:মি: ।	কাজ করে

- **বিল**
  নাই ।

- **হাওড়**
  নাই ।

- **লবণাক্ততা**

মহেশখালী উপজেলা বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী উপকূলীয় এলাকা হওয়ায় লবণাক্ততা পরিমাণের মাত্রা বেশী । এছাড়া লবণ ও চিংড়ী চাষকে ব্যবসা হিসেবে গ্রহণ করায় জনবসতি এলাকাগুলোতে ব্যাপক হারে লবণ ও চিংড়ী চাষ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে । এর ফলে এখানে জমি ও পানিতে লবণাক্ততার মাত্রা বেড়েই চলেছে ।
লবণাক্তার ফলে জমির উর্বরা শক্তি ক্রমান্বয়ে কমে যাচ্ছে । ফসলী জমি নষ্ট হয়ে উৎপাদনের মাত্রা কমে যাচ্ছে । গাছ পালায় লবণাক্ত পানি প্রবেশ করে ফলজ, বনজ ও ঔষধী গাছ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে । নদী, পুকুর ও খালের পানিতে লবণাক্ততার পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় মিঠা পানির (দেশী) মাছের উৎপাদন একেবারেই কমে গেছে । লবণাক্ততার জন্য খাবার পানির সংকট দেখা দিয়েছে । পাশাপাশি চর্ম রোগসহ বিভিন্ন রোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে । ভবিষ্যতে এ অবস্থা অব্যহত থাকলে লবণাক্ততা বেড়ে গিয়ে মানব জীবন, প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য ও জীব বৈচিত্র্য হুমকির সম্মূখীন হতে পারে ।

- **আর্সেনিক দুষণ**

এই এলাকায় পানিতে আর্সেনিক নেই বললেই চলে । তবে পানিতে আয়রণের পরিমাণ বেশী ।
২০০০ সালে স্থানীয় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও এনজিও সমন্বয়ে উপজেলায় আর্সেনিক সনাক্তিকরণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয় । বিগত ১০ বছরের মধ্যে আর্সেনিক সনাক্তিকরণের ক্ষেত্রে সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও অন্যান্য সংস্থা উদ্যোগ গ্রহণ করেনি । ফলে বর্তমানে আর্সেনিক সমস্যা আছে কিনা স্থানীয় সরকার ও উপজেলা প্রশাসনের জানা নাই ।

- **জীব বৈচিত্র**

বন্য প্রাণীঃ

বন্য প্রাণীর মধ্যে খাটাস, হাতী, বানর, বেজী, গন্ধ গকুল, ভোদর, সজারু, শুকর, শিয়াল, বনমোরগ ইত্যাদি ২০/২৫ বছর আগের তুলনায়অনেক কমে গেছে । এসব বন্য প্রাণী এখন বিলুপ্ত প্রায় । তাছাড়া কচ্ছপ, বিভিন্ন

সরিসৃপ যেমন- গুইশাপ, দাড়াশ সাপ, বন রুই, গিরগিটি, অজগর এবং বুনো হাঁস, বাঁশ ঘূ ঘূ এখন বিলুপ্ত প্রায় । এখনো গ্রামের পাশে বা ঝোপ ঝড়ে কিছু ডাহুক, কাক, শালিখ এবং নদীর পাড়ে মাছ রাঙ্গা, বক, গাংচিল, কাঁদা খোঁচা ইত্যাদি পাখি আছে যা ১৫-২০ বছর আগের তুলনায় অনেক কমে গেছে । ১৯৯১ সালের প্রলংকারী ঘূর্ণিঝড় এবং প্যারাবন নষ্ট করা, নির্বিচারে শিকার প্রভৃতি কারণে এসব বন্য পশু পাখি ও সরিসৃপ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে ।

বিলুপ্ত প্রায় গাছপালাঃ

২০-২৫ বছর আগেও এ উপজেলার কাউ ফল, হরতকি, বহেরা, চন্ডুল, সেগুন, কাজু বাদাম, বিভিন্ন প্রজাতির বাঁশ, চরের/ ঝোপঝাড়ের কেয়া ও বিভিন্ন লতা গুল্ম দেখা যেত । বর্তমানে এখন আর এসব দেখতে পাওয়া যায় না ।

অতিথি পাখিঃ

২০-২৫ বছর আগেও শীতকালে নদীর পাড় ও চর এলাকা, সমুদ্রের চর এবং বড় পুকুরের পাড়ে বিভিন্ন অতিথি পাখি আসত । বর্তমানে সেই হারে এসব পাখি আর আসেনা । এর কারণ হলো মানুষের বিরূপ আচরণ, বন উজার, জলাশয়ের পাশে মানুষের বসতি বৃদ্ধি পাওয়া প্রভৃতি ।

মৎস্য সম্পদ (প্রাকৃতিক জলাভূমিতে) ঃ

উপজেলার প্রাকৃতিক জলাশয় বলতে বিভিন্ন খাল, নদী ও মহেশখালী চ্যানেল এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে সমুদ্র । পুকুর, খাল, নদী ও সামুদ্রিক মৎস্যের মধ্যে ইলিশ, রূপচাঁদা, আইশ চাঁদা, সামুদ্রিক কই, মাইট্টা, গুইজ্জা, করাতি, ফাইস্যা, তেলি ফ্যাইস্যা, পোয়া, ছুরি, পাংগাস, লক্ষ্যা, চ্যাপা, লইট্টা, তাইল্যা, লাটা, টাক চাঁদা, কোরাল, লুইস্যা, গাইগার চিংড়ি, ধনচা, বাইস, বড়া মাছ, পইট্টা, সুরমা, টুইট্টা, ভাটা, কেচকি, দাড়া পুড়ি, কইর, দাতিনা, চ্যালা, গুইলশা, প্রভৃতি । তাছাড়া প্যারাবনের মধ্যে চিরিং, কাকড়া, চিংড়ি মাছ উল্লেখযোগ্য ।

সাদু পানির মাছ ঃ

উপজেলার বিভিন্ন পুকুরে আগে কৈ, শিং, মাগুর, টাকী, বোয়াল, শোল, গজার ইত্যাদি থাকলেও এখন কৃত্রিম চাষ বৃদ্ধি পাওয়ায় রুই, কাতলা, তেলাপিয়া ও বিভিন্ন কার্প জাতীয় মাছের চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে । ফলে প্রাকৃতিক ও দেশীয় মাছ পুকুরগুলোতে নেই বললেই চলে ।

পশু পালন ঃ

২০-২৫ বছর আগে উপজেলার সীমিত কিছু পরিবারের গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ ছিল । বর্তমানে প্রায় পরিবারেই ১ /২টি করে গরু বা ছাগল আছে । উপজেলার মোট গবাদি পশুর সংখ্যা কমে গেছে । প্যারাবন নিধণ ও চারণ ভূমির অভাবে একক মালিকানায় অনেক গবাদি পশু রাখা কমে গেছে । উপজেলার পশু সম্পদের বর্তমান অবস্থা নিম্নরূপ ঃ-

গরু প্রায় ৮০০০টি, ছাগল প্রায় ১৭৭৫২টি, ভেড়া ৩০০টি, মহিষ ৪০০০টি, হাস-মুরগী ৮০০০০টি । মানুষের আগ্রাসনের ফলশ্রুতিতে বর্ণিত পশুপাখি, মৎস প্রভৃতি পূর্বের তুলনায় আশংকাজনকভাবে কমে গেছে । অধিকংশ প্রজাতি বিলুপ্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে ।

- **স্থানীয় সমাজ ও জনগোষ্ঠী সম্পর্কিত বিবরণ**

সামাজিক স্তর বিন্যাস ঃ

১ । গরীব ভূমিহীন (যারা দিন আনে দিন খায়) প্রায় ৪২ %

২। নিম্ন মধ্য বিত্ত ঃ (যাদের খাওয়া পড়ার পর সামান্য সঞ্চয় থাকে) প্রায় ২০ %
৩। মধ্য বিত্ত ঃ (সংসার চালনার পর যাদের মোটামুটি কিছু সঞ্চয় থাকে) প্রায় ৩৫%
৪। ধনী ঃ (যাদের সংসার ভালোভাবে চলে ও বেশ কিছু সঞ্চয় থাকে) প্রায় ০৩ %

অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও পেশা ঃ

- চাকুরী করে প্রায় ৩% জন।
- ব্যবসা করে (ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী) ৭% জন
- কৃষি কাজ করে (ধানসহ বিভিন্ন ফসল, পান, লবণ ও চিংড়ি) ৬০% পরিবার
- দিন মজুরি, ভ্যান রিক্সা চালক প্রায় ১৫% জন
- জেলে ১৩% জন,
- নাপিত/ শীল, ধোপা, রাজ মিস্ত্রি/কাঠ মিস্ত্রি ২% পরিবার

নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী ঃ

মহেশখালী পৌরসভায় বাঙ্গালী নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে মুসলিম, হিন্দু ও রাখাইন জনগোষ্ঠীর বসবাস। রাখাইন সম্প্রদায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ও তদানিন্তন আরাকান রাজ্যের অধিবাসী। জাতি হিসেবে খ্রিঃ পূঃ ৩৩২৫ সালে তাদের অভ্যুদয় ঘটে, বংশগত মর্যাদায় তারা শাক্যবংশীয় ও মংগোলয়েড় নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত। রাজনৈতিক কারণে আরাকান রাজ্যের বিলুপ্তি পর কিছু কিছু রাখাইন বাংলাদেশের পূর্ব-দক্ষিণ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। উপজাতি হিসেবে রাখাইনরা নিজেদের অস্তিত্ব মেনে নিতে রাজি নয়। কারণ তারা পূর্বে স্বাধীন দেশের সভ্য জাতির অংশ বিশেষ ছিল। তাদের আলাদা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও দর্শন রয়েছে। বিভিন্ন উপজাতির মত তারা নির্দিষ্ট এলাকায় বাস করে না। বর্তমানে তাদের বিকাশধর্মী মননশীলতা জাতিগত অধিকার রক্ষণের প্রোজ্জ্বল স্বাক্ষর। পালি শব্দ 'রক্খ' হতে 'রক্ষাইন' অপভ্রংশে' 'রাক্ষাইন' বা 'রাখাইন' শব্দটি উৎপত্তি হয়। ১৪০৬ খৃষ্টাব্দ থেকে সাম্রাজ্যবাদী বর্মীরা রাখাইনদের সর্বভৌম আরাকান রাজ্যের উপর আক্রমণ চালায় এবং ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে বর্মী রাজা আলংপায়া, বর্মী সম্রাট ভোদপায়া ও কুখ্যাত সমরমন্ত্রী মাহাবেনদুহ্না আরাকান রাজ্য দখল করে নেয় এবং অমানুষিক অত্যাচারের মাধ্যমে আরাকানীদের স্বাধীকার প্রতিষ্ঠাকে স্তব্ধ করে দেয়। ফলশ্রুতিতে কিছু আরাকানী রাখাইন বাংলাদেশে বসতি স্থাপন করে। রাখাইনদের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বর্মীদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পরিসংখ্যানে দেখা যায় গোটা বাংলাদেশের প্রায় ৩ লক্ষ রাখাইন বসবাস করে। রাখাইন সম্প্রদায় দক্ষিন-পূর্ব এশিয়া বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে। মায়ানমার রাষ্ট্রে আকিয়াব জেলায় এই রাখাইন সম্প্রদায়ের বসতি সবচেয়ে বেশী (প্রায় ৯৯%)। এছাড়া বাংলাদেশের কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলায় রাখাইন অধিবাসী বসবাস করে। তন্মধ্যে কক্সবাজার সদর, খুরুশকুল, চৌফলদন্ডি, মহেশখালী, রামু, পানেরছড়া, হারবাং, চকরিয়া, কাহারিয়াঘোনা, বরবাকিয়া, মানিকপুর, বাজালিয়া, খারেংখালী, সাবরাং, হ্নীলা চৌধুরী পাড়া ও টেকনাফ থানায় প্রায় ৭০ হাজারের অধিক রাখাইন অধিবাসী রয়েছে। তেমনি মহেশখালী পৌরসভায় ৪নং ওয়ার্ডের বড় রাখাইনপাড়া,

দঃ রাখাইন পাড়া এলাকায় ৪০০-৪৫০ পরিবার বাস করে। আদিকাল থেকে রাখাইনদের বসন ছিল মেয়েদের থাবিন/ থামি, আনজি আর পুরুষের লূঙ্গি ও শার্ট । তারা মাচাং ঘরে বসবাস করে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা হলেও মেয়েরা স্বাধীনভাবে চলা-ফেরা করে থাকে। তাদের প্রধান পেশা তাঁত বুনা, ক্ষুদ্র ব্যবসা, নাপ্পি ব্যবসা, মাছ ধরা, মাছ ব্যবসা যা বর্তমানে কালের পরিপ্রেক্ষিতে তা হারিয়ে যেতে বসেছে।

সামাজিক আচার অনুষ্ঠান ঃ

মুসলিমঃ

ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা, ঈদে মিলাদুন্নবী, শব-ই-কদর, শব-ই-বরাত, আশুরা, শব-ই-মেরাজ, সুন্নতে-খৎনা, মেলা-পর্বন, বিয়ে, আকিকা, জানাজা প্রভৃতি।

(সুন্নতে-খতনা সকল মুসলিমদের অবশ্যই পালনীয় রীতি। এই রীতি পালনের বাঁধা ধরা কোন নিয়ম নেই। আঞ্চলিকতার কারণে এই রীতি পালনের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। কক্সবাজার জেলা তথা মহেশখালী পৌরসভায় সিআরএ করতে গিয়ে খৎনা উপলক্ষে ভিন্ন এক অনুষ্ঠান চোখে পড়ে। পরিবারের পক্ষ থেকে সমস্ত আত্মীয় স্বজনদের দাওয়াত দিয়ে খৎনাকৃত ছেলেটিকে বর সাজিয়ে মঞ্চে অথবা টেক্সী, রিক্সা সাজিয়ে দুইপাশে দাদা-দাদী, নানা-নানীকে বসিয়ে ঢাক- ঢোল বাজিয়ে গ্রামের চারপাশে ঘুরানো হয়। যা আমাদের কাছে ব্যতিক্রম ধর্মীয় অভিজ্ঞতা হিসাবে মনে হয়।)

বৌদ্ধ ঃ

চৈত্র সংক্রান্তি (সাংগ্রেন), বৌদ্ধ পূর্ণিমা, মধু পূর্ণিমা, মাঘী পূর্ণিমা, প্রবারণা পূর্ণিমা, কঠিন চীবর দান, বিয়ে, অন্তষ্টিক্রিয়া, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি।

(চৈত্র সংক্রান্তি (সাংগ্রেন) ঃ কক্সবাজার জেলার ব্যতিক্রম ধর্মীয় এক অনুষ্ঠান। পূজা পার্বনের এই রকম এক অনুষ্ঠান সত্যি দূর্লভ। বড়ুয়া, রাখাইন, হিন্দু ও ব্যবসায়ী সবাই অনুষ্ঠানটি পালন করে থাকে। কিন্তু রাখাইন সম্প্রদায় অনুষ্ঠানটি ভিন্ন আমেজে পালন করে থাকে। একে অপরের মাঝে খাওয়া বিনিময়, অতঃপর মনোমুগ্ধকর পানি খেলা (সাংগ্রেন) করে থাকে। সুসজ্জিত প্যান্ডেলে কিশোরী মেয়েরা অবস্থান নেয়। বাইরে দাড়িয়ে থাকা রাখাইন যুবকরা দলবেধে মগ বা পানির পাত্র নিয়ে প্যান্ডেলে অবস্থানরত মেয়েদের পানি ছিটিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অতঃপর মেয়েরা তদ্রুপভাবে পানি ছিটিয়ে খেলা শুরু করে। এ খেলার মাধ্যমে রাখাইনরা মনে পুরোনো বছরের দুঃখ গ্লানি মুছে ফেলে সুখী সমৃদ্ধি কামনায় নতুন বছরকে স্বাগত জানায়। রাখাইনদের এ উৎসব সাধারণত বর্ষাকালে অনুষ্ঠিত হয় এবং তা তিন মাসব্যাপী স্থায়ী হয়। 'ওয়াছো' যা আষাঢ়ী পূর্ণিমা নামে (জুন-জুলাই মাসে) পূর্ণ চন্দ্রের দিন 'ওয়া' বা 'LENT' উৎসবের ফুংগি বা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পোষাক বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদী যোগার করে দেয়া বা দান করা হয়। ৩ মাসব্যাপী ফুংগিগণ (বৌদ্ধ ভিক্ষু) ধর্মীয় কাজ বা আধ্যাত্মিক আচরানাদী সমাধা করে থাকে। 'ওয়াছো' সময় রাখাইনদের বিবাহ বন্ধন নিষিদ্ধ। উক্ত ৩ মাসের মধ্যে ভিক্ষুদের নিজ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা ক্যায়াং থেকে অন্য কোন স্থানে রাত্রি যাপন করতে পারে না। তবে পিতা-মাতা বা গুরু স্থানীয় ব্যক্তি অথবা ক্যায়াং পরিচালক (দায়ক- দায়িকা) মৃত্যু বা কঠিন রোগে আক্রান্ত হলে ৩-৫ রাত অধিষ্ঠান করতে পারেন। রাখাইন সংস্কৃতি উৎসবের মধ্যে 'রাঠাপোয়ে' বা রথ উৎসব একটি অন্যতম উৎসব। এদেশের প্রায় লোকেই 'TUG OF WAR' খেলার সাথে কম বেশী পরিচিত। এই 'রাঠাপোয়ে' বা 'TUG OF WAR' রাখাইন জাতীয় খেলা। এ উৎসব বৌদ্ধদের পবিত্র দিন মাঘী পূর্ণিমা সময় উদযাপিত হয়ে থাকে।)

বিয়ে, অন্ত্যষ্টিক্রিয়া ও অন্যান্য আচার অনুষ্ঠান ঃ রাখাইনদের বিয়ের অনুষ্ঠান সামাজিকভাবে দুই পক্ষের সম্মতিক্রমে হয়ে থাকে। বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয় কনেদের বাড়ীতে।

রাখাইনদের মৃত্যুর পর মৃতদেহকে প্রয়াতের অন্তিম ইচ্ছা বা আত্নীয়-স্বজেনদের ইচ্ছানুযায়ী কবর দিয়ে বা চিতায় পুড়িয়ে সৎকার করা হয়।

হিন্দু ঃ

শারদীয় উৎসব (দূর্গা পুজা), স্বরস্বতী পূজা, লক্ষী পূজা, মনসা পূজা, হরিরাম মহাযজ্ঞ, কার্তিক পূজা, গনেশ পূজা, জন্মাষ্টমী, শীব চতুর্দর্শী, একাদশী ব্রত, বিয়ে, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি।

(ব্রতের ভাতঃ অত্র এলাকায় তথা চট্টগ্রামের দক্ষিণ অঞ্চলে হিন্দুদের অন্যতম ধর্মীয় পূজা। আর্শ্বিনে ২৯তম দিন ঘরের মেয়েরা উপবাস অবস্থায় নতুন মাটি অথবা এ্যালমুনিয়মের হাড়িতে পট কড়ি দিয়ে ব্রত ভাত রান্না করে। ৩০ আর্শ্বিন স্থানীয় মন্দিরে পুরোহিত ঘরে ঘরে ব্রতের ভাতের পূজো দিয়ে আসে অতঃপর কার্তিকে ১ তারিখ ব্রতের ভাত দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। উল্লেখ্য ঘরের নতুন ছেলের বউ এলে শাশুড়ী ব্রতের ভাতের হাড়িটি পুত্রবধুর হাতে তুলে দেয়। এর মাধ্যমে আগামী দিনের দায়িত্বভার ছেলের বউয়ের হাতে অর্পন করে।)

সামাজিক মূল্যবোধ ঃ

সকল ধর্ম নির্বিশেষে একে অপরের প্রতি সহানুভূতি ও সহযোগিতামূলক সম্পর্ক এলাকায় বিদ্যমান। সকল প্রকার সামাজিক ও পারিবারিক অনুষ্ঠানে সকলের অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয়।

লিঙ্গ বৈষম্য ঃ

মহেশখালী উপজেলায় সকল ক্ষেত্রে নারীদের সহাবস্থান দেখা যায়। এতদসত্ত্বেও ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কারের জন্য নারীরা বিভিন্ন বৈষম্যের শিকার হয়। উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে মেয়েদের লেখাপড়ার হার খুবই কম। সামান্য যা শিক্ষা লাভ করে থাকে, সেটাও আবার ধর্মীয় পুস্তক পাঠের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ধর্মীয় প্রথা

ও রীতিনীতি অনুযায়ী মুসলিম নারীদের বোরকা পড়ে চলাচল করতে দেখা যায়। মুসলিম নারীদের সন্তান ধারণ, গরু-ছাগল, হাঁস- মুরগী পালন ও ক্ষেত-খামার পরিচর্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ। অন্যান্য সম্প্রদায়ের নারীরা ঘর সংসারের কাজের পাশাপাশি মাঠে গিয়ে কৃষি কাজে সহযোগিতা করে। বর্তমানে সামাজিক কাজকর্মে ও চাকুরী করার ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ লক্ষণীয়।

প্রথাগত ও আইনগত অধিকার ঃ

সমাজ ব্যবস্থার কারণে পুরুষেরা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তারা দেশের প্রচলিত আইনের ভিত্তিতে জমি-জমার অধিকার মুসলিম আইন অনুযায়ী ও অন্যান্য সম্প্রদায় পারিবারিক ও জাতিগত প্রথা অনুযায়ী অধিকার পেয়ে থাকে। এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে বিচার ও সালিশ পরিচালিত হয়ে থাকে। বর্তমানে গ্রাম্য সালিশ ও বৈঠকে নারীদের অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। ফলে নারীরা প্রথা ও আইনগত অধিকার সমভাবে না হলেও কম বেশী ভোগ করে থাকে।

রাজনৈতিক সংগঠন ঃ

- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল।
- জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ।
- বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি।
- লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি প্রভৃতি।

উপজেলার মানচিত্র

উৎস: বাংলাদেশ ওয়েব পোর্টাল

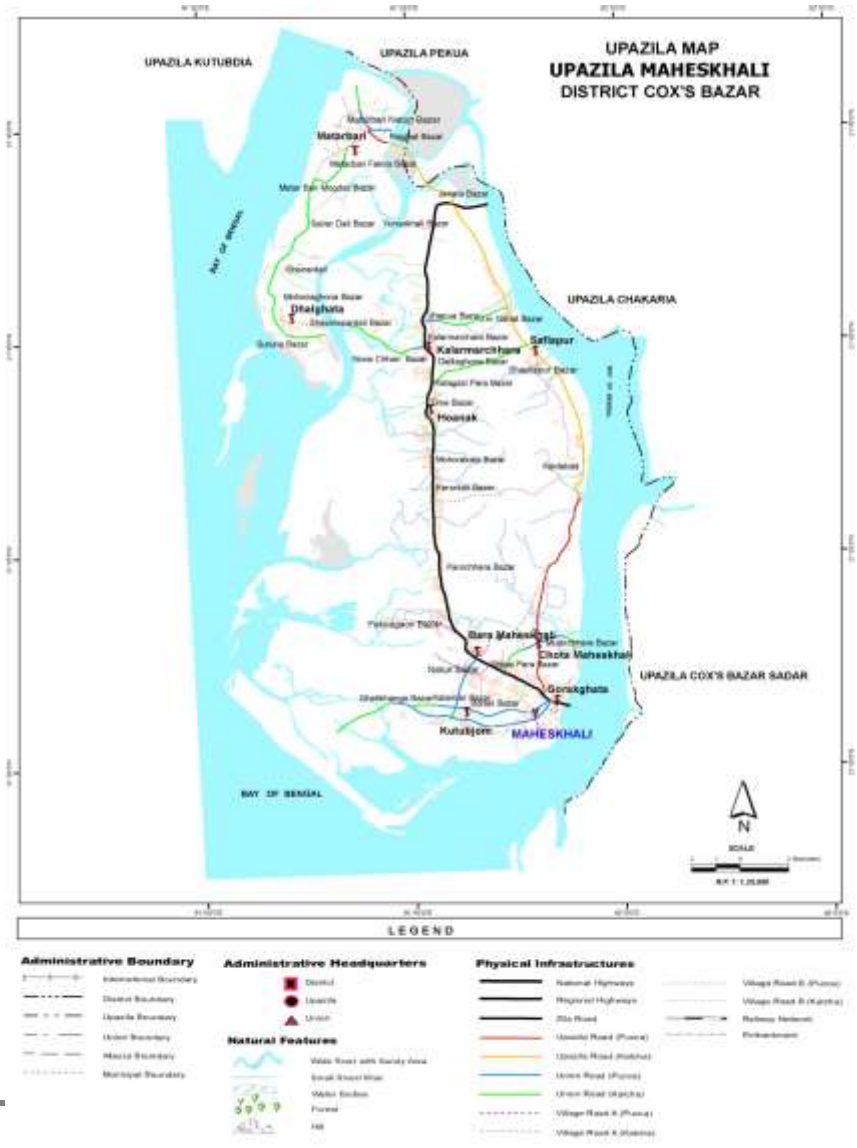

দ্বিতীয় অধ্যায়

দুর্যোগ, আপদ এবং বিপদাপন্নতা

২.১ দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাস

বছর	দুর্যোগের নাম	ক্ষতির পরিমাণ	কোন্ কোন্ খাত/ উপাদানক্ষতিগ্রস্থ হয়
১৯৯১	ঘুর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস	রাস্তা ও বেড়ী বাঁধ: ১৪৪ কি:মি:, গবাদি পশু: ৬৬৪৭৬টি, ফসলিজমি, ধান, লবন ও চিংড়ী চাষ: ১৫২৯০একর , বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান: ১৮০টি, বনভুমি: ৮৯২৮একর, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার: ৪৫১৫০টি ক্ষতিগ্রস্ত লোক: আহত- ৪৮৭১৫জন ও নিহত- ১১০৪৫জন	অবকাঠামো, রাস্তা, বেড়ী বাঁধ, গবাদি পশু, ফসলি জমি, ধান, লবন, চিংড়ী ঘেড়, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, বনভুমি, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার
১৯৯৭	ঘুর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস	রাস্তা ও বেড়ী বাঁধ: ৩০কি:মি:, গবাদি পশু: ৮০৬০টি, ফসলিজমি, ধান, লবন ও চিংড়ী চাষ: ৭৯৩০একর, বনভুমি: ৪৯৪একর, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান: ৯০টি, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার: ১৬৯৮৬টি ক্ষতিগ্রস্ত লোক: আহত - ১০৮৪জন ও নিহত - ১৩১জন	অবকাঠামো, রাস্তা, বেড়ী বাঁধ, গবাদি পশু, ফসলি জমি, ধান, লবণ, চিংড়ী ঘেড়, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার, বনভুমি
১৯৯৭	ভূমিকম্প	বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান: ২ টি, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার: ১২৪টি, ক্ষতিগ্রস্ত লোক: আহত- ১১৬ ও নিহত- ০	বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার
১৯৯৮	ঘুর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস	রাস্তা ও বেড়ী বাঁধ: ৮কি:মি:, গবাদি পশু: ২৮৬০টি, ফসলিজমি, ধান, লবন ও চিংড়ী চাষ: ৩৮০০একর, বনভুমি: ১০ একর, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান: ২৮টি, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার: ২১৪০টি, ক্ষতিগ্রস্ত লোক: আহত- ৪৩০জন নিহত- ৪০জন	অবকাঠামো, রাস্তা, বেড়ী বাঁধ, গবাদি পশু, ফসলি জমি, ধান, লবণ, চিংড়ী ঘেড়, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার, বনভুমি
২০০৭	ঘুর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস (সিডর)	রাস্তা ও বেড়ী বাঁধ: ৫কি:মি:, গবাদি পশু: ১৫০০টি, ফসলিজমি, ধান, লবন ও চিংড়ী চাষ: ২০০০একর, বনভুমি: ৩ একর, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান: ১৫টি, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার: ১৫৪০টি, ক্ষতিগ্রস্ত লোক: আহত- ৩২০জন নিহত- .. জন	অবকাঠামো, রাস্তা, বেড়ী বাঁধ, গবাদি পশু, ফসলি জমি, ধান, লবণ, চিংড়ী ঘেড়, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার, বনভুমি
২০০৭	অতিবৃষ্টি	রাস্তা ও বেড়ী বাঁধ: ৮কি:মি:, গবাদি পশু: ৩১৫০টি, ফসলিজমি, ধান, লবন ও চিংড়ী চাষ: ৩৩০একর, বনভুমি: ৬১একর, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান:২০টি, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার: ৬৫০টি, ক্ষতিগ্রস্ত লোক: আহত - ৫১৭জন ও নিহত - ২৯জন	অবকাঠামো, রাস্তা, বেড়ী বাঁধ, গবাদি পশু, ফসলি জমি, ধান, লবণ, চিংড়ী ঘেড়, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার, বনভুমি
২০০৯	ঘুর্ণিঝড় (আইলা)	রাস্তা ও বেড়ী বাঁধ: ৫কি:মি:, গবাদি পশু: ১৫০০টি, ফসলিজমি, ধান, লবন ও চিংড়ী চাষ: ২০০০একর, বনভুমি: ৩ একর, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান: ১৫টি, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার: ১৫৪০টি, ক্ষতিগ্রস্ত লোক: আহত- .. জন নিহত- .. জন	ফসলি জমি, ধান, লবণ, চিংড়ী ঘেড়,
২০১২	অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ী ঢল	রাস্তা ও বেড়ী বাঁধ: ৭৪কি:মি:, ফসলিজমি, ধান, লবন ও চিংড়ী চাষ: ১৮৯০একর, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান: ৭টি, গবাদি পশু: ৪৩০টি, বনভুমি: ২৩একর, ক্ষতিগ্রস্ত	অবকাঠামো, রাস্তা, বেড়ী বাঁধ, গবাদি পশু, ফসলি জমি, ধান, লবণ, চিংড়ী ঘেড়,

বছর	দুর্যোগের নাম	ক্ষতির পরিমাণ	কোন্ কোন্ খাত/ উপাদানক্ষতিগ্রস্থ হয়
		পরিবার: ১৫৫০টি, ক্ষতিগ্রস্ত লোক: আহত - ১৭৪০জন ও নিহত - ৪ জন	বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার

২.২ উপজেলার আপদসমুহ

ক্রমিক নং	আপদ সমূহ	ক্রমিক নং	অগ্রাধিকার
১.	সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস	১.	সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস
২.	নদী ভাঙ্গন	২.	পাহাড়ী ঢল
৩.	বন্যা	৩.	জোয়ারের প্লাবন
৪.	পাহাড়ী ঢল	৪.	বন্যা
৫.	জলাবদ্ধতা	৫.	নদী ভাঙ্গন
৬.	লবণাক্ততা	৬.	লবণাক্ততা
৭.	টর্ণেডো/ ঘূর্ণিঝড়	৭.	জলাবদ্ধতা
৮.	জোয়ারের প্লাবন	৮.	টর্ণেডো/ ঘূর্ণিঝড়
৯.	পাহাড় ধ্বস	৯.	পাহাড় ধ্বস
১০.	শৈত্য প্রবাহ	১০.	শৈত্য প্রবাহ
১১.	খরা	১১.	খরা
১২.	ভূমিকম্প	১২.	ভূমিকম্প

অতীতে ঘটে যাওয়া এবং এলাকার জনগণের অভিজ্ঞতার আলোকে আপদের চিত্র

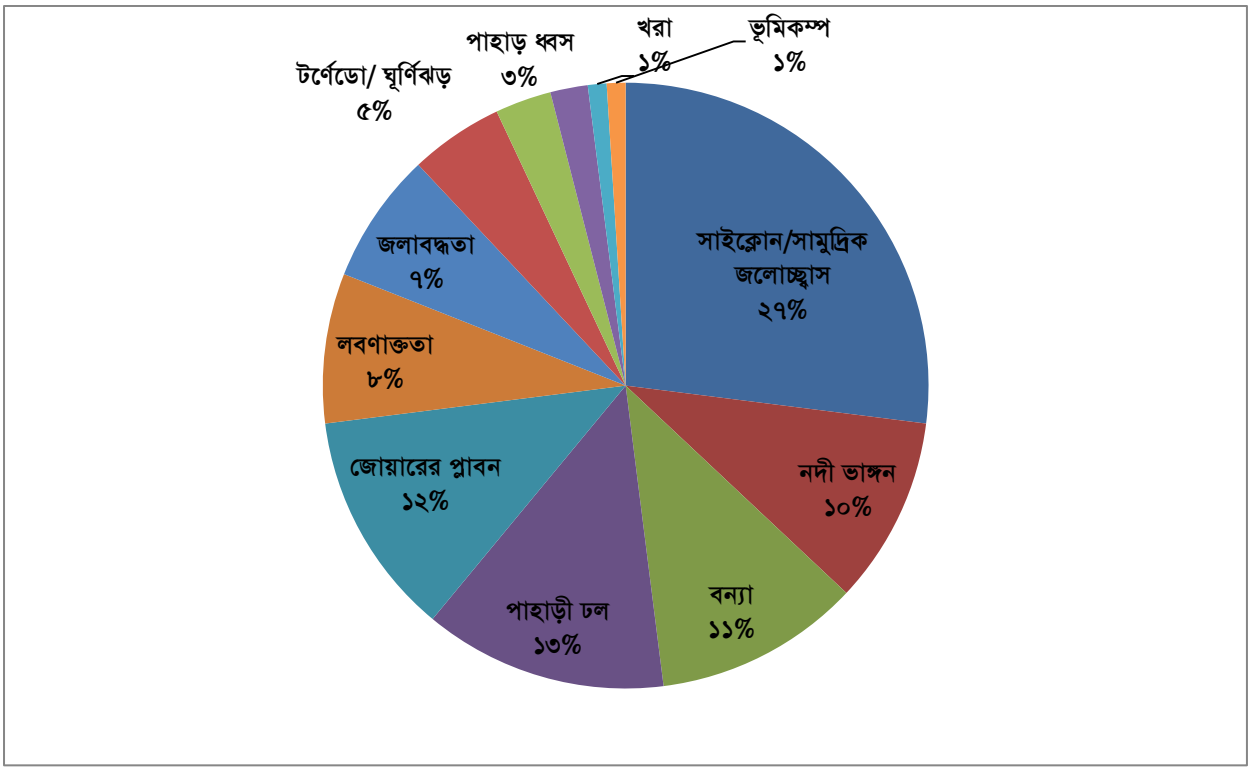

২.৩ বিভিন্ন আপদ ও তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চিত্র বিস্তারিত বর্ণনা ঃ

বাংলাদেশের পূর্ব দক্ষিণের একটি সমুদ্র উপকুলবর্তী দ্বীপপুঞ্জ মহেশখালী। দ্বীপ বিধায় বিভিন্ন আপদের প্রভাব এখানে বেশি। বর্ষা মৌসুমে অকস্মাৎ বন্যা, নদী ভাঙ্গন, অতি বৃষ্টি, জোয়ারের প্লাবন মহেশখালীর নিত্য নৈমিত্তিক আপদ। এছাড়াও এ অঞ্চলের মানুষের কাছে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস সবচেয়ে বড় বিপদ/ আপদ। একই সঙ্গে উপজেলার লবণাক্ততা, বৃক্ষ নিধন, প্যারাবন ধ্বংস, পাহাড় ধ্বস/ কাটা, জেলেদের বোটে ডাকাতি, কারেন্ট জাল, ট্রলিং নেট জাল প্রভৃতির ফলে পরিবারের দৈন্যতা নিত্য দিনের। খরা, আর্সেনিক দূষণের মত আপদ এখন পর্যন্ত বড় আকারে দেখা দেয়নি।

সাইক্লোন/ জলোচ্ছ্বাসঃ

১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড় এখনো স্থানীয় অধিবাসী স্মরণ করে তাদের স্বজন হারানো বেদনায়। ১৯৬০ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত যে ৪০টি ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশকে আঘাত হানে তার ৯০% এর বেশি ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে মহেশখালী উপজেলার উপর। গত দশকে ১৯৯১ এর ২৯ এপ্রিল, ১৯৯৪ এর ২ মে, ১৯৯৫ সনের ১৫ মে, ১৯৯৭ সনের ১৯ মে ও ১৯৯৮ সনের ২০ মে ও ২০০৭ সনের ১৪ মে ও ১৫ নভেম্বর মহেশখালীর উপর দিয়ে ঘূর্ণিঝড় প্রবাহিত হয়। এতে অনেক পরিবার তাদের স্বজন হারিয়েছে, অনেকে হারিয়েছে বেঁচে থাকার সম্বল। বাজারের দোকান-পাট, ঘরবাড়ী বিধ্বস্ত হয় এবং ব্যাপক সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয়। মহেশখালীতে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘূর্ণিঝড়ে ১৭৩ কিঃমিঃ এর বেশি বাতাসের গতিবেগ লক্ষ্য করা গেছে। সাইক্লোনের প্রচন্ড টানে বিরাট জলরাশি সমুদ্র উপকুল এবং মহেশখালী দ্বীপের নিম্নাঞ্চলের উপর দিয়ে অতিক্রম করে জনপদ ও জীবন ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এ জলোচ্ছাস ৩ ফুট থেকে ২০-৩০ ফুট পর্যন্ত উচ্চতা হয়ে থাকে। ভবিষ্যতে ২০০-২২০ কিঃ মিঃ গতিতে ঘূর্ণিঝড় সংঘটিত হলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশংকা রয়েছে। সাইক্লোন ঘটার সম্ভাবনা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে এলাকার লোকজনের ধারণা।
আপদের ব্যাপকতা ও ক্ষতির মাত্রার ভিত্তিতে পূর্বে ঘটে যাওয়া ঘুর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছাসের চিত্র

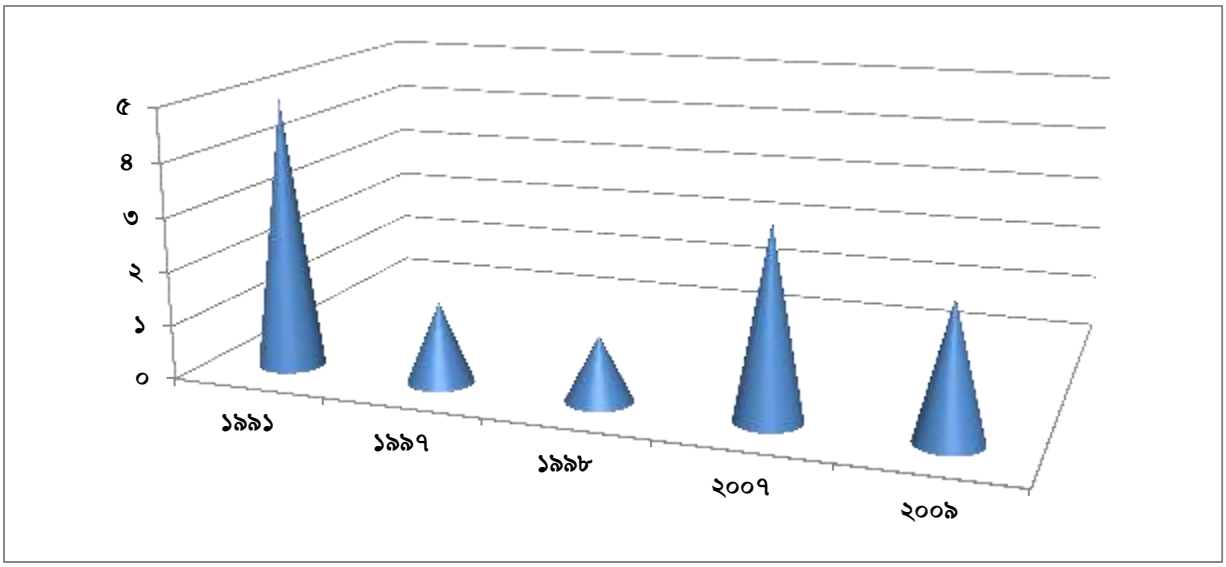

জোয়ারের প্লাবনঃ

মহেশখালী পূর্ব, দক্ষিণ এবং পশ্চিম পাশের ইউনিয়নগুলো নদী ও সাগর তীরবর্তী চরাঞ্চল বিশেষভাবে সোনাদিয়া চর সমুদ্রের নিম্নচাপ, অমাবশ্যা ও পূর্ণিমায় এবং বর্ষার সময় ৪-৮ ফুট পানি উঠে। বছরে ২/১ বার করে এসব এলাকার ঘরবাড়ি ২-৪ ফুট পানিতে তলিয়ে যায়। মাতার বাড়ি ইউনিয়নের চারপাশ, ধলঘাটা

ইউনিয়নের উত্তর পাশ বাদে বাকী তিন পাশ, হোয়ানকের দক্ষিণ ও পশ্চিম পাশ, কুতুবজুমের প্রায় সম্পূর্ণ এলাকা, শাপলাপুরের পূর্ব পাশের চ্যানেলের তীরবর্তী এলাকা, ছোট মহেশখালীর দক্ষিণ, পূর্ব ও উত্তর পাশ এবং পৌরসভার দক্ষিণ পূর্ব পাশ বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকে।

জলাবদ্ধতাঃ

মহেশখালী উপজেলার প্রায় সবগুলো ইউনিয়নের কম বেশী জায়গায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়ে থাকে। এর মধ্যে উপজেলার দক্ষিণ পূর্ব পাশ, ছোট মহেশখালীর তেলিপাড়া থেকে ঠাকুর তলা, শিপাহী পাড়ার উত্তর পাশ এবং মুদির ছড়া, কালারমার ছড়া ইউনিয়নের সবগুলো ওয়ার্ড, কুতুবজুম ইউনিয়নের দক্ষিণ পশ্চিম পাশ, ধলঘাটা ইউনিয়নের সম্পূর্ণ এলাকা, মাতার বাড়ির সম্পূর্ণ এলাকা উল্লেখযোগ্য। বিশেষ ভাবে উপজেলার যে সব এলাকায় চিংড়ি চাষ হয় সেখানে জলাবদ্ধতা বেশি।

বন্যাঃ

জৈষ্ঠ্য, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্তিক মাসে প্রতি বছরই মহেশখালী উপজেলার মাতারবাড়ি, শাপলাপুর ও ধলঘাটা ইউনিয়নের সমতল ভূমি বন্যার শিকার হয়ে থাকে। এতে ঐসব এলাকার ফসলের উৎপাদন ও স্বাভাবিক জীবন যাত্রা ব্যাহত হয়।

তাপদাহ ও খরা প্রবণতাঃ

১৫-২০ বছর আগের তুলনায় পুরো মহেশখালী দ্বীপের তাপমাত্রা অনেক বেড়ে গেছে। সাগর ও নদীর পাড়ে গাছ কমে যাওয়ায় এ তাপ আরো বেশি অনুভূত হচ্ছে। প্রতি বছর চৈত্র থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত অসহ্য তাপ থাকে। এ তাপ মাত্রা ৩১° সেলসিয়াস থেকে প্রায় ৪১° সেলসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। নিয়ন্ত্রনহীনভাবে ব্যাপকহারে ঝাউ/ প্যারাবন ধ্বংস, পাহাড় কাটা, বৃক্ষ নিধন চলতে থাকলে ভবিষ্যতে তাপদাহ আরো বৃদ্ধি পেতে পারে।

দেশের অন্যান্য এলাকার মত এখানে খরা তেমন দেখা যায় না। তবে মাঘ - বৈশাখ মাস সেচের পানির অভাবে স্বল্প সময়ের জন্য সেচ ব্যবস্থা ব্যাহত হয়। খাল, বিল, নদী, নালার পানি শুকিয়ে যায়, পানির স্তর নীচে নেমে আসে। পানির অভাবে উৎপাদন কমে যায়। জীব-বৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়ে ও লোকজনের অসুখ-বিসুখ বেড়ে যায়। এ ধারা ভবিষ্যতে অব্যাহত থাকলে জনজীবন ও পরিবেশ মারাত্নক বিপর্যয়ের সম্মূখীন হতে পারে।

পাহাড় ধ্বসঃ

বর্ষা মৌসুমে অধিক বৃষ্টিপাত হলে এই উপজেলায় বিশেষ করে কালারমার ছড়া, হোয়ানক, শাপলাপুর, বড়মহেশখালী ও ছোট মহেশখালী ইউনিয়নে পাহাড় ধ্বসের ঘটনা ঘটে থাকে। পাহড়ের আশ পাশ ও উপরের গাছ অবাধে কেটে ফেলা, অবৈধভাবে পাহড়ের কোল ঘেষে বসতি স্থাপন কওে বসবাস করা পাহাড় ধ্বসের অন্যতম কারণ। অবাধে ব্যাপকহারে কাটা ও পাহাড়ের নীচে বসবাস করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেলে আরো বড় আকারে পাহার ধ্বসের ঘটনা ঘটবে বলে এলাকাবাসীর ধারণা। ভবিষ্যতে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলে ভুমি ধ্বসের ঘটনা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকবে।

পাহাড়ী ঢল ও নদী ভাঙ্গনঃ

মহেশখালী উপজেলায় কুহেলীয়া, বাকখালী ও বহদ্দার নদী এবং মহেশখালী চ্যানেল আছে বিধায় বর্ষা মৌসুমে শাপলাপুর, কালারমার ছড়া, হোয়ানক, ছোট মহেশখালী ও বড়মহেশখালী ইউনিয়নের বিভিন্ন পাহাড়ে অধিক বৃষ্টিপাত হলে নদীতে পাহাড়ী ঢলের সৃষ্টি হয়। সৃষ্ট ঢলের স্রোতে নদীর দুকূল ভাঙ্গনের কবলে পড়ে। ফলে নদী ও পাহাড়ের পাড়ের কৃষি জমি, রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ীসহ বিভিন্ন স্থাপনা নানাবিধ ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

বাঁধ নির্মাণ ও বৃক্ষ রোপণসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে ভবিষ্যতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশংকা রয়েছে।

লবণাক্ততাঃ

মহেশখালী উপজেলা সমুদ্র উপকূলবর্তী হওয়ায় ধলঘাটা, মাতার বাড়ি, কুতুবজুম, হোয়ানক, শাপলাপুর ও কালারমারছড়া ইউনিয়নে প্রতি বছর লবণাক্ততার ফলে প্রায় ৮৫০০ পরিবারের ঘরবাড়ী ও ফসল নষ্ট হয়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে। এছাড়াও অবৈধ ও নিয়ন্ত্রনহীনভাবে লবণ ও চিংড়ী চাষ করার ফলে বসতি এলকায় লবণাক্ততার পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভবিষ্যতে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে উপজেলার জন জীবন হানী হবে এবং ফসলসহ বিভিন্ন সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার আশংকা রয়েছে।

টর্নেডো/ ঘূর্ণিঝড়ঃ

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে কালভদ্রে টর্নেডো সংঘটিত হয়। তবে ব্যাপক টর্নেডো সংঘটনের কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়নি। দূর্বল অবকাঠামো ও অপরিকল্পিত বসতভিটা কালবৈশাখী/ টর্নেডো সহনীয় নয়। বিধায়, বড় আকারে টর্নেডো আঘাত হানলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশংকা রয়েছে।

ভূমিকম্পঃ

১৯৯৭ সালে বৃহত্তর চট্টগ্রামে ভূমিকম্প হয়। ১৯৯৯ সালের ২২ জুলাই মহেশখালীতে মাঝারী ভূ-কম্পন হয়। এতে সরকারী মতে ৭ জন মানুষ মারা গেছে, প্রায় ১০০ জন আহত ও অসংখ্য কাঁচা ঘরবাড়ি ভেঙ্গে গেছে। ২০০৫ সালের ২৪ ডিসেম্বর মহেশখালীতে ১ বার মৃদু ভূমিকম্প হয়েছে।

শৈত্য প্রবাহঃ

বিগত ১০-১২ বছর আগে নির্দিষ্ট সময়ে শীতের আবির্ভাব হত এবং নির্দিষ্ট সময় পার করে চলে যেত। বর্তমানে এ ক্ষেত্রে তারতম্য দেখা যায়। ঋতু অনুযায়ী পৌষ-মাঘ শীতকাল, কিন্তু বিগত ২০০১ সাল থেকে শৈত্যপ্রবাহের ব্যাপক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। ২০০৬ সালের পর থেকে পর্যায়ক্রমে ১৫-২০ দিন হাড় কাপানো শৈত্য প্রবাহ মানুষের জীবনযাত্রাকে অচল করে দেয়। ঘন কুয়াশা ও প্রচন্ড শীতের কারণে শীতকালীন সবজী ও রবিশস্যের উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে।

২.৪ বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা

মহেশখালী উপজেলা একটি দ্বীপপুঞ্জ। এ দ্বীপের দক্ষিণ ও পশিমে বঙ্গোপসাগর ও কুতুবদিয়া প্রণালী/ চ্যানেল এবং উত্তর পূর্বে মহেশখালী প্রণালী/ চ্যানেল দ্বারা বেষ্টিত। সমুদ্রের কাছাকাছি অবস্থানের কারণে জান মালসহ আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত বিদ্যমান অবস্থাতে দুর্যোগে ক্ষয় ক্ষতির আশংকা দেখা দেয় এবং তা কোন কোন পর্যায়ে মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে অসমর্থ হয়ে থাকে। পাশাপাশি উপজেলায় প্রাকৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশ প্রভৃতির সমন্বয়ে সৃষ্ট সামগ্রীক অবস্থা, স্থানীয় জনগণ, বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে দুর্যোগের প্রতিকুল অবস্থার সর্বোচ্চ মোকাবেলা করে দুর্যোগের ফলাফলের ভয়াবহতাকে হ্রাস করার ক্ষমতাও রয়েছে। উপজেলায় কোন কোন আপদে কি কি বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা রয়েছে তা তুলে ধরা হলো :

আপদ	বিপদাপন্নতা	সক্ষমতা
নদী ভাঙ্গন	• কৃষি জমি, ঘর-বাড়ি, রাস্তা ঘাট, গাছপালা নদীর দুই পাড়ে হওয়ায় ব্যাপক ক্ষতি হয়ে থাকে; • নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধে সিমেন্টের ব্লক/	• পর্যাপ্ত জায়গা আছে • বেড়ীবাঁধ করলে নদী ভাঙ্গন হবে না, • মাটি ভরাট করার সুযোগ আছে • বেড়ীবাঁধ মজবুত ও স্লুইচ গেট সংস্কার করার

আপদ	বিপদাপন্নতা	সক্ষমতা
	বালুর বস্তা ফেলার ক্ষেত্রে সরকারীভাবে বলিষ্ট উদ্যোগ গ্রহণের অভাব; ● দূর্বল বেড়ীবাঁধ; ● নদীর ধারে ব্যাপক বনায়ন না থাকা; ● অবাধে প্যারাবন ও বৃক্ষ নিধন করা; ● বিভিন্ন ইউনিয়নে বিভিন্ন বেড়ীবাঁধের প্রায় বিভিন্ন অংশ ভাঙ্গা; ● বেশ কিছু স্লুইচ গেট অকেজো হয়ে যাওয়া ।	সুযোগ আছে ● মুলত অধিকাংশ কৃষক লবণ চাষ এর উপর র্নিভরশীল হওয়ায় তারা ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে পারে ● নদী ভাঙ্গন রোধে সিমেন্টের ব্লক/ বালুর বস্তা ফেলার ক্ষেত্রে সরকারীভাবে কার্যক্রম আছে ● ঘর-বাড়ি, রাস্তাঘাট, গাছপালা নদী পাড় থেকে দুরে করার সুযোগ আছে । ● প্যারাবন ও বৃক্ষ রোপণ করার সুযোগ আছে ।
পাহাড়ী ঢল	● পাহাড় সংলগ্ন ফসলের জমি, ঘর-বাড়ি হওয়ায় ব্যাপক ক্ষতি হয় ● অবৈধভাবে ও অবাধে পাহাড় কেটে ফেলায় পানি সহজেই প্রবাহিত হয়ে নীচু এলাকা তলিয়ে যায়	● পাহাড়ী ও উঁচু এলাকা হওয়ায় দ্রুত পানি নেমে যায় । ● পাহাড়ী ছড়া সংস্কার করা যেতে পারে ● বাঁধ দিয়ে ফসলের জমি রক্ষা করা যেতে পারে । ● মুলত অধিকাংশ কৃষক লবণ চাষ এর উপর র্নিভরশীল হওয়ায় তারা ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে পারে
বন্যা	● নদীর দুই পাড়ে কৃষি জমি হওয়ায় ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়; ● দূর্বল বেড়ীবাঁধ ও অধিকাংশ রাস্তাঘাট কাঁচা হওয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থা দ্রুত নষ্ট হয় এবং জনগণের চলাচল খুব কষ্ট হয়; ● ঘরবাড়ী নীচু এলাকা থাকায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পরিমাণ বেশী; ● খাবার পানির সংকট হয়; ● বিভিন্ন ইউনিয়নে বিভিন্ন বেড়ীবাঁধের প্রায় বিভিন্ন অংশ ভাঙ্গা ; ● বন্যার সময় শিশু, গর্ভবতী, প্রতিবন্ধী ও প্রবীণরা বেশী ঝুঁকিতে থাকে; ● শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে; ● বেশ কিছু স্লুইচ গেট অকেজো হয়ে যাওয়া ।	● বেড়ীবাঁধ মজবুত করার সুযোগ আছে; ● বেড়ীবাঁধ ও রাস্তার দুই পাশে এবং বাড়ি ঘরের চারিদিকে গাছ লাগানো বা বনায়ন করার সুযোগ আছে; ● ইউনিয়নে আশ্রয় কেন্দ্র আছে; ● বাড়ি ঘরসহ বিভিন্ন স্থাপনা ও টিউবওয়েল উঁচুতে স্থাপন করার সুযোগ আছে;
জলাবদ্ধতা	● সমুদ্র ও নদী তীরবর্তী এলাকায় অবস্থান; ● তুলনামূলক নীচু এলাকায় বাড়ি ঘর, টিউবওয়েল ও রাস্তা ঘাট হওয়ায় ব্যাপক ক্ষতি হয়; ● পানি নিষ্কাশনের কোন ব্যবস্থা না থাকায় পানি জমে থাকে; ● জলাবদ্ধতায় শিশু, গর্ভবতী, প্রতিবন্ধী ও প্রবীণরা বেশী ঝুঁকিতে থাকে; ● মশা, মাছি উপদ্রব ও পানিবাহিত রোগ বেড়ে যায় ● অবৈধভাবে চিংড়ী ও লবণ চাষ করা;	● বাড়ি ঘর ও টিউবওয়েল উঁচু জায়গায় বসানোর সুযোগ আছে; ● মাটি ভরাট করার সুযোগ আছে; ● সরকারীভাবে পানি নিষ্কাশন করার সুযোগ আছে; ● লবণ ও চিংড়ী চাষ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করার সুযোগ আছে; ● ইউনিয়নে আশ্রয় কেন্দ্র আছে;
সামুদ্রিক জলোচ্ছাস	● সমুদ্রের কাছেই উপজেলার অবস্থান ● দূর্বল অবকাঠামো ও অপরিকল্পিত	● মাটি ভরাট ও উঁচু করার সুযোগ আছে; ● বাড়ি ঘর ও প্রতিষ্ঠানসমূহের অবকাঠামো মজবুত

আপদ	বিপদাপন্নতা	সক্ষমতা
	বসতভিটা হওয়ায় ব্যাপক ক্ষতি হয়; ● অবাধে বৃক্ষ;	করে বানানোর সুযোগ আছে; ● রাস্তা ও খালসমূহের দুই পাশে গাছ লাগানো বা বনায়ন করার সুযোগ আছে; ● ব্যাপক প্রচার প্রচারণা চালানো ও জনগণকে পূর্ব প্রস্তুতি নেয়ার ব্যাপারে সরকারী ও বেসরকারী কার্যক্রম আছে । ● ইউনিয়নে আশ্রয় কেন্দ্র আছে;
লবণাক্ততা	● সমুদ্র উপকুলবর্তী এলাকা হওয়ায় জমিতে লবণ পানির মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয় ও সুপেয় পানির অভাব দেখা দেয়; ● চাহিদার তুলনায় কম ও দূর্বল বেড়ীবাঁধ হওয়ায় পানি অবাধে কৃষি জমি ও বসতি এলাকায় প্রবশ করে; ● অবৈধভাবে চিংড়ী ও লবণ চাষ করা;	● নতুন বেড়ীবাঁধ নির্মাণ করার সুযোগ আছে; ● বেড়ীবাঁধ মজবুত করার সুযোগ আছে; ● খালের দু'পাশে বনায়ন করা যাবে; ● লবণ ও চিংড়ী চাষ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করার সুযোগ আছে; ● কৃষি অধিদপ্তরের পরামর্শক্রমে স্যালাইনিটি সহনীয় ধান এর চারা রোপণ করার ব্যাপারে কৃষকদের আগ্রহ ও চাহিদা বাড়ছে; ● অধিকাংশ বাড়ীতে নলকূপের পানির ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে;
পাহাড় ধ্বস	● অবাধে পাহাড় ও গাছ কেটে ফেলার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে; ● পাহাড়ে ও পাহাড়ের কোল ঘেষে মানুষের বসবাস করার প্রবণতা ।	● পাহাড়ের উপরে ও পাশে গাছ লাগানো বা বনায়ন করার সুযোগ আছে; ● অবৈধভাবে গাছ কাটা ও মাটি কাটা করার জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রয়োগ করার সুযোগ আছে; ● পাহাড় কেটে বসতি স্থাপন ও পাহাড়ের কোল ঘেষে মানুষের বসবাস বন্ধ করার জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রয়োগ করার সুযোগ আছে;
টর্ণেডো/ ঘূর্ণিঝড়	● দূর্বল অবকাঠামো ও অপরিকল্পিত বসতভিটা হওয়ায় নানাবিধ ক্ষতি হয়; ● অবাধে পাহাড় ও গাছ কেটে ফেলার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে;	● বাড়ি ঘর তুলনামূলক উঁচু স্থানে মজবুত করে নির্মাণ করার সুযোগ আছে; ● বাড়ি ঘরের আশে পাশে, রাস্তা ও খালসমূহের দুই পাশে গাছ লাগানো বা বনায়ন করার সুযোগ আছে; ● ব্যাপক প্রচার প্রচারণা চালানো ও জনগণকে পূর্ব প্রস্তুতি নেয়ার ব্যাপারে সরকারী ও বেসরকারী কার্যক্রম আছে; ● ইউনিয়নে আশ্রয় কেন্দ্র আছে;
জোয়ারের পানি	● সমুদ্র উপকুলবর্তী এলাকা হওয়ায় সহজে জোয়ারের পানি প্রবেশ করে ফসলসহ নানাবিধ ক্ষতি হয় । ● চাহিদার তুলনায় কম ও দূর্বল বেড়ীবাঁধ	● ফসলী জমি বাড়ি ঘরের আশে পাশে, রাস্তা ও খালসমূহের দুই পাশে গাছ লাগানো বা বনায়ন করার সুযোগ আছে; ● অমাবশ্যা, পূর্ণিমার সময় স্বাভাবিক জোয়ারে পানি উঠার আগে স্থানীয় জনগণ পার্শবতী গ্রামে চলে যায় ও উচু জায়গায় আশ্রয় নেয়;
পাহাড় কাটা	● কঠিন আইনী ব্যবস্থার প্রযোগ না থাকায় অবৈধভাবে পাহাড় কাটার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে; ● ঘরবাড়ি, রাস্তা ঘাট ও ফসলের ব্যাপক	● অবৈধভাবে পাহাড় কাটা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রয়োগ করার সুযোগ আছে;

আপদ	বিপদাপন্নতা	সক্ষমতা
	ক্ষতি হয়; ● মানুষ ও পশু-পাখি মাটির নীচে চাপা পড়ে মারা যায়; ● প্রাকৃতিক পরিবেশ চরম বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছে। ● জীব-বৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়ছে ও লোকজনের রোগব্যাধি বৃদ্ধি পাচ্ছে।	
বৃক্ষ নিধন ও প্যারাবন ধ্বংস	● কঠিন আইনী ব্যবস্থার প্রযোগ না থাকায় অবৈধভাবে গাছ ও প্যারাবন কাটার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে; ● প্রাকৃতিক পরিবেশ চরম বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছে; ● জীব-বৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়ছে	● বাড়ি ঘরের আশে পাশে, রাস্তা ও খালসমূহের দুই পাশে গাছ লাগানো বা বনায়ন করার সুযোগ আছে; ● অবৈধভাবে গাছ ও প্যারাবন নিধন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রয়োগ করার সুযোগ আছে;

২.৫ সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা

মহেশখালী উপজেলা সমুদ্র উপকুলবর্তী হওয়ায় নানাবিধ আপদে বিপদাপন্ন। কোন্ কোন্ আপদে কোন্ কোন্ এলাকা কি কারণে ও কিভাবে বিপদাপন্ন, তার বর্ণনা তুলে ধরা হলো:

আপদ	সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	বিপদাপন্নের কারণ	বিপদাপন্ন জনসংখ্যা/ পরিবার
সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস	সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ইউনিয়নের সবগুলো ইউনিয়নে কমবেশি আঘাত হানলেও পৌরসভার ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড, মাতার বাড়ি ইউনিয়নের ৬,৭, ৮, ১ ও ৩ নং ওয়ার্ড, ধলঘাটার ২, ৪, ৬, ৭, ৮ ও ৫নং ওয়ার্ড, হোয়ানকের ৮, ৯, ৫ ও ৬নং ওয়ার্ড, কুতুবজুমের ৩নং ওয়ার্ড সবচেয়ে বেশি বিপদাপন্ন এছাড়া কুতুবজুমের ৪,২, ৬ ও ৭নং ওয়ার্ড, বড় মহেশখালীর ৪ ও ৫ নং ওয়ার্ড, কালারমারছড়ার ৭, ৮, ১ ও ৯ নং ওয়ার্ড, শাপলাপুরের সব গুলো ওয়ার্ড এর পূর্ব পাশ এবং ছোট মহেশখালীর দক্ষিণ পূর্ব পাশ বেশি আঘাত হানতে পারে।	● বঙ্গোপসাগরের পাশে উপজেলার অবস্থান; ● বাড়ি ঘর ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো দুর্বল ও অপরিকল্পিত; ● তুলনামূলক নীচু এলাকায় বাড়ি ঘর ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নির্মাণ; ● অবৈধভাবে পাহাড় ও গাছ কাটা	প্রায় ৭০০০ পরিবার
নদী ভাঙ্গন, বন্যা, পাহাড়ী ঢল	বড় মহেশখালীর পাহাড় তলী, দাশ পাড়া, নিজতালুক পাড়া, কুলাল পাড়া, পাহাড় তলী পাড়া, মাঝের ডেইল, মাতার বাড়ি ও ধল ঘাটার পূর্বপাশ, শাপলাপুরের পূর্ব পাশ, কালারমার ছড়া, ছোট মহেশখালী, কুতুবজুম	● নদীর কাছাকাছি ও নীচু এলাকায় বাড়ি ঘরসহ বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ; ● বাড়ি ঘরসহ বিভিন্ন স্থাপনার কাঠামো দুর্বল; ● অবৈধভাবে বৃক্ষ নিধন ও পাহাড় কাটা, প্যারাবন ধ্বংস; ● বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়া; ● রাস্তাঘাট উঁচু না করা; ● খাল ভরাট হয়ে যাওয়া;	প্রায় ১০০০০ পরিবার

আপদ	সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	বিপদাপন্নের কারণ	বিপদাপন্ন জনসংখ্যা/ পরিবার
		• স্লুইজ গেট নষ্ট হওয়া;	
জলাবদ্ধতা	মহেশখালী উপজেলার প্রায় সবগুলো ইউনিয়নের কম বেশী জায়গায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়ে থাকে। এর মধ্যে উপজেলার দক্ষিণ পূর্ব পাশ, ছোট মহেশখালীর তেলিপাড়া থেকে ঠাকুর তলা, শিপাহী পাড়ার উত্তর পাশ এবং মুদির ছড়া, কালারমার ছড়া ইউনিয়নের সবগুলো ওয়ার্ড, কুতুবজুমের দক্ষিণ পশ্চিম পাশ, সম্পূণ ধলঘাটা, মাতার বাড়ির সম্পূর্ণ এলাকা বিশেষভাবে উপজেলার যে সব এলাকায় চিংড়ি চাষ হয় সেখানে জলাবদ্ধতা বেশি।	• নীচু এলাকায় বাড়ি ঘরসহ বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ ও টিউবওয়েল বসানো; • অবৈধভাবে বৃক্ষ নিধন, মাটি কাটা ও পাহাড় কাটা; • অবৈধভাবে অবাধে চিংড়ী চাষ করা;	প্রায় ৩৫০০ পরিবার
জোয়ারের পানি	মাতার বাড়ি ইউনিয়নের চারপাশ, ধলঘাটা ইউনিয়নের উত্তর বাদে তিন পাশ, হোয়ানকের দক্ষিণ ও পশ্চিম পাশ, কুতুবজুমের প্রায় সম্পূর্ণ এলাকা, শাপলাপুরের পূর্ব পাশের চ্যানেল্যের তীরবর্তী এলাকা, ছোট মহেশখালীর দক্ষিণ ও পূর্ব উত্তর পাশ, পৌরসভার দক্ষিণ পূর্ব পাশ বেশি আক্রান্ত হয়।	• বঙ্গোপসাগরে সাথে লাগানো এলাকা হওয়া; • মাতবাড়ী ও ধলঘাটের ৭০নং ফোল্ডার বেড়ী বাঁধ বিগত ২০১২ সালে অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ী ঢলে ভেঙ্গে যাওয়া; • প্যারাবন কেটে চিংড়ী ঘেড় তৈরি; করা • অবৈধভাবে প্যরাবন নিধন করায় সমুদ্র উপকুলবর্তী গ্রাম গুলো প্লাবিত হয়;	প্রায় ৫০০০ পরিবার
লবণাক্ততা	সমুদ্র উপকুলবর্তী এলাকা ও জলাবদ্ধতা সৃষ্টির কারণে মহেশখালী উপজেলার প্রায় সবগুলো ইউনিয়নের কম বেশী জায়গায় লবণাক্ত হয়ে থাকে। এর মধ্যে বড় মহেশখালী দক্ষিণ পূর্ব পাশ, ছোট মহেশখালীর তেলিপাড়া থেকে ঠাকুর তলা, সিপাহী পাড়ার উত্তর পাশ এবং মুদির ছড়া, কালারমার ছড়া ইউনিয়নের সবগুলো ওয়ার্ড কুতুবজুমের দক্ষিণ পশ্চিম পাশ, সম্পূণ ধলঘাটা ও মাতারবাড়ির সম্পূর্ণ এলাকা । এছাড়াও যে সব এলাকায় চিংড়ি ও লবণ চাষ হয় সেখানে লবণাক্ততার মাত্রা প্রকট।	• সমুদ্র উপকুলবর্তী এলাকা; • জনবসতিপূর্ণ এলাকায় লবণ মাঠ বেড়ে যাওয়া; • খাস জমি অবৈধ দখল নিয়ে চিংড়ী ঘেড় তৈরী করা; • স্থানীয় পদ্বতিতে মাটি গর্ত করে লবণ সংরক্ষণ করা; • চিংড়ী চাষের জন্য লবণ পানি জমিয়ে রাখা;	প্রায় ৩৫০০ পরিবার
টর্ণেডো/ ঘূর্ণিঝড়	সমগ্র উপজেলা ঘূর্ণিঝড় ইউনিয়নের সবগুলো ইউনিয়নে কম বেশি আঘাত হানে। তবে পৌরসভার ৭, ৮ ও ৯নং ওয়ার্ড, মাতার বাড়ির ৬, ৭, ৮, ১ ও ৩নং ওয়ার্ড, ধল ঘাটার ২, ৪, ৬, ৭, ৮ ও ৫নং ওয়ার্ড, হোয়ানকের ৮, ৯,	• দূর্বল অবকাঠামো ও অপরিকল্পিত বসতভিটা; • টর্নেডো/ ঘূর্ণিঝড় সহনীয় স্থাপনা নির্মাণ না করা; • অবৈধভাবে অবাধে গাছ কাটা ও প্যারাবন ধ্বংস করা;	সমগ্র উপজেলার জনগণ

আপদ	সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	বিপদাপন্নের কারণ	বিপদাপন্ন জনসংখ্যা/ পরিবার
	৫ ও ৬নং ওয়ার্ড কুতুবজুমের ৩নং ওয়ার্ড সবচেয়ে বেশি বিপদাপন্ন। এছাড়া বড় মহেশখালীর ৪ ও ৫নং ওয়ার্ড, কালারমারছড়ার ৭, ৮, ১ ও ৯নং ওয়ার্ড শাপলাপুরের সবগুলো ওয়ার্ড এর পূর্ব পাশ এবং ছোট মহেশখালীর দক্ষিণ পূর্ব পাশে বেশি আঘাত হানতে পারে।		
ভূমিকম্প	ভূমিকম্পে উপজেলার সবগুলো ইউনিয়ন কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তবে কালারমার ছড়া, শাপলাপুর, ছোট মহেশখালী ও হোয়নক ইউনিয়নের বেশী ক্ষতি হতে পারে।	• বঙ্গোপসাগরে সাথে লাগানো এলাকা; • দূর্বল অবকাঠামো ও অপরিকল্পিত বসতভিটা; • ভূমিকম্প সহনীয় স্থাপনা নির্মাণ না করা;	সমগ্র উপজেলার জনগণ
পাহাড় ধ্বস	পাহাড় ধ্বস এ উপজেলার সবগুলো ইউনিয়ন কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তবে ধলঘাটা, শাপলাপুর, কালারমার ছড়া, হোয়ানক, ছোটমহেশখালী ও বড়মহেশখালী ইউনিয়নের বেশী ক্ষতি হতে পারে।	• পাহাড় কেটে বসতি স্থাপন, • ঝুকি পূর্ণ পাহাড়ে পাদদেশে বসতি স্থাপন • অবৈধভাবে পাহাড়ের উপরের গাছ কাটা • গাছ কাটা নিয়ন্ত্রণ করার আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রয়োগ না থাকা; • অসচেতনতা	প্রায় ৫০০০ পরিবার
বৃক্ষ নিধন/ প্যারাবন ধ্বংস	বৃক্ষ নিধন/ প্যারাবন ধ্বংস উপজেলার সবগুলো ইউনিয়ন কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।	• অবৈধভাবে গাছ ও প্যারাবন নিধন নিয়ন্ত্রণ করার আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রয়োগ না থাকা; • অসচেতনতা	প্রায় ৮০০০ পরিবার

সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকার মানচিত্র

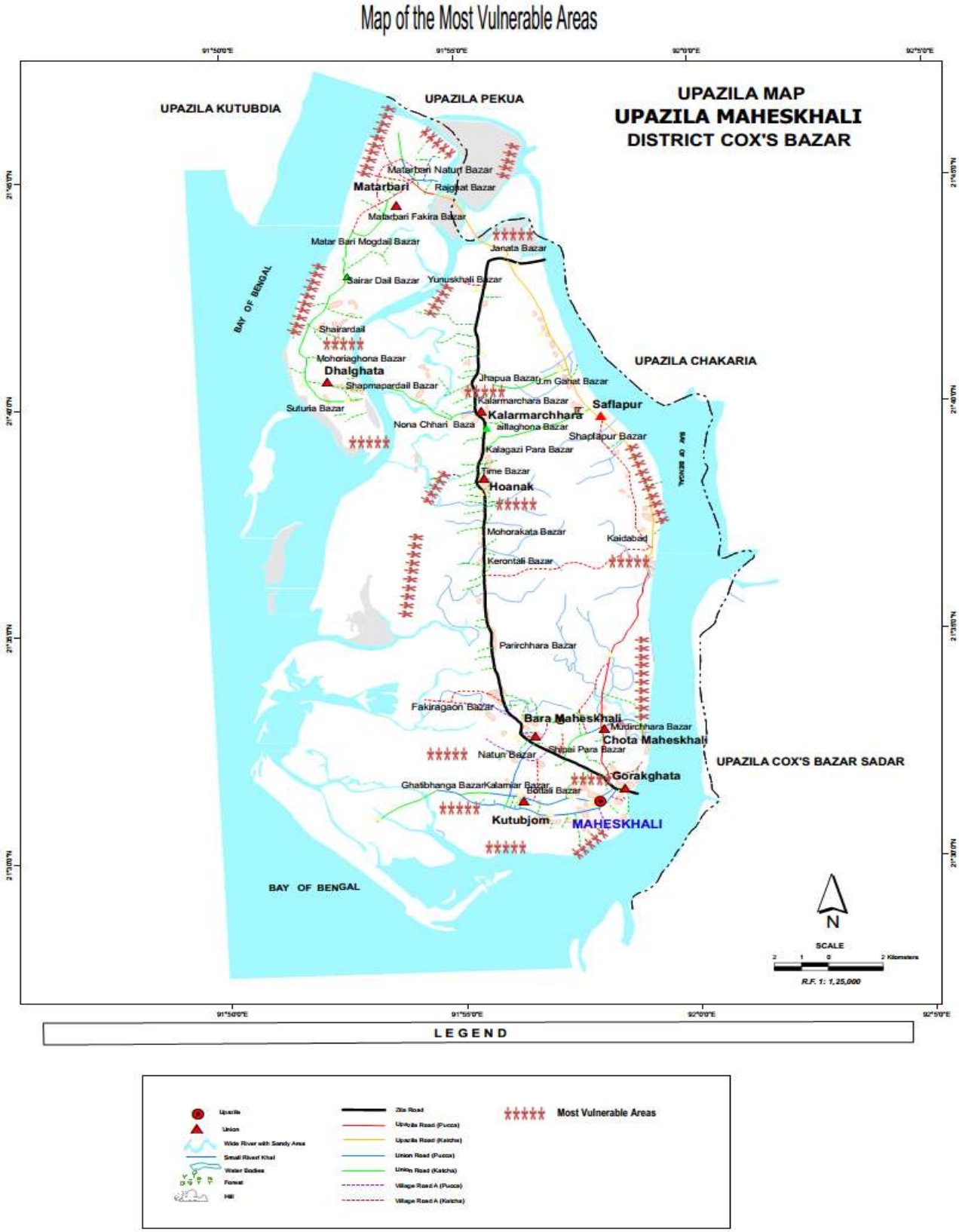

২.৬ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাতসমুহ

মহেশখালী উপজেলার উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান প্রধান খাতসমূহ হলো কৃষি, অবকাঠামো, যোগাযোগ, স্বাস্থ্য, মানব সম্পদ, পরিবেশ, বনজ সম্পদ, মৎস্য। যেহেতু উপজেলাটি অন্যতম ঝুঁকিপ্রবণ এলাকা হওয়ায় উল্লেখিত খাতসমূহ নানান হুমকির সম্মুখীন হয়ে থাকে। এর ফলে উপজেলার উন্নয়ন কার্যক্রম বাঁধাগ্রস্ত হয়। উপজেলার উন্নয়ন কার্যক্রম টেকসই করতে হলে দুর্যোগ ঝুঁকি কমানোর কৌশল বাস্তবায়ন করে এসব খাতসমূহকে উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতায় আনতে হবে।

খাতসমূহের বিস্তারিত বর্ণনাঃ

খাত	বিস্তারিত বর্ণনা	দুর্যোগ ঝুকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
আবাসন/ ঘর বাড়ি	● ১৯৯১ সালের মতো সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস হলে ৪৫০০০ পরিবার আবাসন হারাবে। প্রায় ৩০০কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে। ১৯৯১ সালের মতো জলোচ্ছ্বাস হলে ৫০০০০ পরিবার আবাসন হারায়ে প্রায় ৩৫০ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে। ● ২০০৭ সালের মতো নদী ভাঙ্গনের ফলে শাপলাপুর, মাতারবাড়ি ও ধলঘাটার ৫৫০টি ঘর বাড়ি ধ্বসে গিয়ে প্রায় ৬.৫ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে। ● বিগত ৪/ ৫ বছরের মতো লবনাক্ততা চলতে থাকলে ধলঘাটা, মাতার বাড়ি, কুতুবজুম, হোয়ানক, শাপলাপুর ও কালারমারছড়ার প্রতি বছর প্রায় ৮৫০০ পরিবারের ঘরবাড়ী নষ্ট হয়ে প্রায় ১ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকার ক্ষতি হতে পারে। ● ১৯৯৯ সালের মতো ভূমিকম্প হলে ১৩৬৬০ ঘরবাড়ি ভেঙ্গে গিয়ে প্রায় ১০,৯২,৮০০০০ টাকার ক্ষতি হতে পারে। ● ২০০৪ সালের মতো কাল বৈশাখী হলে ১৫৯১৫টি ঘর বাড়ি আংশিক বা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে প্রায় ৭,৯৫,৭৫,০০০ টাকার ক্ষতি হতে পারে। ● প্রতি বছরের ন্যায় টর্নেডো হলে বিশেষ করে কুতুবজুম, ধলঘাটা, মাতারবাড়ি ইউনিয়নের ৬৮৮ টি ঘর বাড়ি ভেঙ্গে গিয়ে প্রায় ৫৫লক্ষ টাকার ক্ষতি হতে পারে।	● বসত বাড়িসহ বিভিন্ন স্থাপনা উপকুল হতে দুরে ও উঁচু স্থানে মজবুতভাবে নির্মাণ করা; ● বেড়িবাধ নির্মাণ ও সংস্কার করা; ● বসত বাড়িসহ বিভিন্ন স্থাপনার চারিদিকে, রাস্তা ও খালসমূহের দুই ধারে বৃক্ষ রোপণ করা; ● পর্যাপ্ত সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ করা
গবাদি পশু ও পাখি	● ১৯৯১ সালের মতো ঘূর্ণি ঝড় হলে ২৩৫২০টি গরু, ৭৭৯৫০টি ছাগল, ১৬৬২৭টি মহিষ, ৩৯৮৩০০টি হাঁস মুরগী মারা গিয়ে প্রায় ৪৫০ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে। ১৯৯১ সালের মতো জলোচ্ছাস হলে ২৩৫২০ টি গরু, ৭৭৯৫০টি ছাগল, ১৬৬২৭টি মহিষ, ৩৯৮৩০০টি হাঁস মুরগী মারা গিয়ে প্রায় ৪৫০ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে। ● বিগত ৪/ ৫ বছরের মতো লবনাক্ততা চলতে থাকলে প্রতি বছর ৪৮৫৮০টি গবাদি পশুর খাদ্যের অভাব দেখা দিয়ে প্রায় ৫০কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে। ● ২০০৭ সালের মতো জোয়ারের পানি হলে বিশেষ করে কুতুবজুম, মাতারবাড়ি ও ধলঘাটার ১৩৩৩২ গবাদি পশূর খাদ্যের অভাব দেখা দিয়ে প্রায় ১০ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে।	● গবাদি পশু ও পাখির আবাস স্থান উপকুল হতে দুরে ও উঁচু স্থানে মজবুতভাবে করা; ● বেড়িবাধ নির্মাণ করা ও মেরামত করা; ● পর্যাপ্ত সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ করা

খাত	বিস্তারিত বর্ণনা	দুর্যোগ ঝুকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
অবকাঠামো ও যোগাযোগ	● ১৯৯১ সালের মতো ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস হলে কালারমারছড়া, হোয়ানক, কুতুবজুম, ধলঘাটা ও মাতারবাড়ির ৭৬ কি:মি: বেড়িবাধ, ৮১কি:মি: রাস্তা নষ্ট হয়ে ২ হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে। ১৯৯১ সালের মতো ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস হলে ২৩৫ টি মসজিদ, ৫০টি মন্দির, ১০টি বৌদ্ধ মন্দির, ৯০টি স্কুল/ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ২২৫টি মাদ্রাসা, ৫টি শ্মশান, ৩০টি কবরস্থান, ১৭টি বাজার, ১৮টি আশ্রয়কেন্দ্র ও ১২০টি কালভার্ট ক্ষতি হয়ে প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে। ● বিগত ৮ বছরের ন্যায় জলাবদ্ধতা থাকলে ৩০১৮০ জন মানুষের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রায় ১২লক্ষ টাকার ক্ষতি হতে পারে। হোয়ানক, কতুবজুম, ছোট মহেশখালীর সিপাহী পাড়ারপশ্চিম উত্তর পাশ,কালারমারছড়ার, মাতারবাড়ি, ধলঘাটা ইউনিয়নের আংশিক জলাবদ্ধতার যোগাযোগ ব্যহত হয়ে বছরে ৫ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে। মাতারবাড়ির উত্তর পূর্ব পাশ, ধলঘাটার পূর্ব পাশ, শাপলাপুরের পূর্ব পাশ ও ছোট মহেশখালীর মুদিরছড়া এলাকায় রাস্তা, বেড়িবাধ, ৪টি বাজার, ২জেটি ও সংযোগ ব্রীজ ভেঙ্গে গিয়ে প্রায় ১০ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে ● ১৯৯৯ সালের মতো ভূমিকম্প হলে দুটি বাজারসহ জেটি এবং প্রায় ৫২ কি:মি: বেড়ি বাধ, ৭৮টি কালভার্ট ও সংযোগ সেতু ২৩ টি আশ্রয়কেন্দ্র ভেঙ্গে গিয়ে প্রায় ১০০০ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে।	● রাস্তা উচু করা ও গাইড ওয়াল দেয়া ● প্রয়োজনীয় কালভার্ট ও ব্রীজ নির্মাণ করা ● পর্যাপ্ত সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ করা
স্বাস্থ্য	● ১৯৯১ সালের মতো ঘূর্ণিঝড় হলে ৭৫৮৩০ জন মানুষ আহত হয়ে প্রায় ১০কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে। ১৯৯১ সালের মতো ঘূর্ণিঝড় হলে ৭৫৮৩০ জন মানুষ আহত এবং ১ লক্ষ লোক বিভিন্ন রোগ আক্রান্ত হয়ে প্রায় ১৫ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে । ● ২০০৭ সালের মতো জোয়ারের পানি হলে ৮০২০ জন মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে ও পুষ্টি হীনতায় ভুগতে পারে ফলে প্রায় ১ কোটি টাকার ক্ষতি পারে। ১২৭৯৬ জন শিশু ও নারী পুষ্টি হীনতায় ভুগতে পারে। মাতার বাড়ি, ধলঘাটা, কুতুবজুম, কালামছড়া ও হোয়ানকের ৩৭৮০০ মানুষের খাদ্যের অভাব দেখা দিতে পারে এবং যোগাযোগ সাময়িক ভাবে বন্ধ হতে পারে এবং শিশুদের স্বাস্থগত সমস্যা দেখা দিতে পারে।	● স্যানিটেশন বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানো ● পর্যাপ্ত সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ করা ● দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।
মানব সম্পদ	● ১৯৯১সালের মত ঘুর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস হলে ৮০,০০০জন মানুষ জীবন হারাতে পারে ● জলাবদ্ধতার কারণে ১৮৫৭ জন শিশুর প্রাণ হানি হতে পারে। ৬৯২ নারী ও প্রতিবন্ধি বিভিন্ন রোগে মারা যেতে পারে। ● লবণাক্ততার কারণে ১৫০০০ নারী ও শিশু পুষ্টিহীনতায় ভুগতে পারে। ● ১৯৯৯ সালের মতো ভূমিকম্প হলে ৩৩১০ জন মানুষ মারা যেতে পারে ● ২০০৪ সালের মতো কাল বৈশাখী হলে ১০৩৬ জন লোকের প্রাণ হানি হতে পারে প্রতি বছরের ন্যায় টর্নেডো হলে ১৪২০ জনের জীবন হানি হতে পারে। ● প্রতি বছরের ন্যায় পাহাড়ী ঢল বা পাহাড় ধ্বস হলে প্রায় ১৭০ জন মানুষ মারা যেতে পারে।	● পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছা-সেবক প্রস্তুত করা ● প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানো ● পর্যাপ্ত সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ করা

খাত	বিস্তারিত বর্ণনা	দুর্যোগ ঝুকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
শিক্ষা	● ১৯৯১ সালের মতো ঘূর্ণিঝড় হলে ৪৩৭০৯ জন ছাত্র ছাত্রীর পড়ালেখা সাময়িক বন্ধ হতে পারে/ শিক্ষা ব্যবস্থার ৩০% ক্ষতি হতে পারে। ৪৩৭০৯ জন ছাত্র ছাত্রীর লেখাপড়া সাময়িক ভাবে বন্ধ থাকতে পারে। ● ২০০৭ সালের মতো জোয়ারের পানি হলে ছোট মহেশখালী, ধলঘাটা, মাতারবাড়ি ও কুতুবজুম ইউনিয়নের ৯০৭৫ জন শিশুর পড়ালেখা সাময়িক ভাবে বন্ধ হয়ে প্রায ৩ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে । ● বিগত ৮ বছরের ন্যায় জলাবদ্ধতা থাকলে পৌরসভা, মাতারবাড়ি, কুতুবজুম ও ধলঘাটা ইউনিয়নের ৭৭৯১ জন ছাত্র ছাত্রীর সাময়িক ভাবে প্রতিষ্টানে যাওয়া ও পড়া লেখা বন্ধ হতে পারে। ছোট মহেশখালী, শাপলাপুর, হোয়ানক, বড়মহেশখালী ও কালারমারছড়া ইউনিয়নের ১১১০০ ছাত্রছাত্রীর লেখাপড়া সাময়িক ভাবে বন্ধ থাকতে পারে।	● শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো উপকুল হতে দুরে ও উঁচু স্থানে মজবুতভাবে করা; ● বেড়িবাধ নির্মাণ করা; ● খাল কাটা; ● রাস্তা উঁচু করা; ● গাইড ওয়াল দেয়া; ● প্রযোজনীয় ব্রীজ ও কালভার্ট নির্মাণ করা।
কৃষি	● ১৯৯১ সালের মতো ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস হলে ৮টি ইউনিয়ন ও পৌরসভায় ১৩১১২ একর জমির ১৪৯২১০০ আড়ি ধান নষ্ট হয়ে ৫৩৯৩০০০টাকার ক্ষতি হতে পারে। ৬৬৮১৯ একর জমির ১,১১,১৯,২০০ মন লবণ নষ্ট হয়ে প্রায় ৬৭কোটি ৫৫ লক্ষ টাকার ক্ষতি হতে পারে। ২৬৬৪৭ একর জমিতে ২৬৮টি চিংড়ী ঘের নষ্ট হয়ে প্রায় ৩৯৫ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকার ক্ষতি হতে পারে। ছোটমহেশখালী, শাপলাপুর, হোয়ানক, কালারমারছড়া ও বড়মহেশখালীর ৬৫৫৫ একর জমির পান নষ্ট হয়ে প্রায় ১৩৫ কোটি ১৪ লক্ষ টাকার ক্ষতি হতে পারে। ● ২০০৫ ও ২০০৭ সালের মতো জোয়ারের পানি হলে ধলঘাটা বাদে ৭টি ইউনিয়ন ও পৌরসভার ২০৪৮ একর জমির ধান নষ্ট হয়ে ৪ কোটি ৭৭ লক্ষ ৫০হাজার টাকার ক্ষতি হতে পারে। হোয়ানক, শাপলাপুর, কালারমারছড়া পৌরসভা কুতুবজুম ধলঘাটা ও মাতারবাড়ির ৬৬৮১৯ একর জমির লবণ আংশিক নষ্ট হয়ে কোটি ২৪ লক্ষ টাকার ক্ষতি হতে পারে। ২৬৬৪৭ একর জমির ২৮টি চিংড়ি ঘেরের উৎপাদন ব্যাহত হয়ে প্রায় ৪১৫ কোটি ৬২লক্ষ টাকার ক্ষতি হতে পারে। ১৩১১২ একর জমির ধান, ৬৬৮১৯ একর জমির লবণ ও ২৬৬৪৭ একর জমির চিংড়ি ঘের আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে প্রায় ১০০ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে। ● বিগত ২/৩ বছরের মতো লবণাক্ততা চলতে থাকলে প্রতি বছর বিশেষভাবে ধলঘাটা, মাতারবাড়ি, কুতুবজুম ইউনিয়ন ও অন্যান্য ইউনিয়নে প্রায় ১৪একর জমির ফসল/ ধান উৎপাদন কমে গিয়ে প্রায় ২০০কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে। ● প্রতি বছরের ন্যায় পাহাড় ধ্বস বা পাহাড়ী ঢল হলে শাপলাপুর, কালারমার ছড়া, হোয়ানক, ছোটমহেশখালী ও বড়মহেশখালী ইউনিয়নের ১০০০ একর জমির ধান ও ১৪০০ একর জমির পান নষ্ট হয়ে প্রায় ১৫০ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে।	● পশ্চিম পাশে সাগরে নিমজ্জিত বাঁধ দেয়া; ● বেড়ীবাঁধগুলো মজবুত করা; ● পাহাড়ী ছড়াগুলো সংস্কারের মাধ্যমে ঢলের পানি থেকে ফসল রক্ষা; ● ছড়ার পাশে গাইড ওয়াল ও ড্রেন নির্মাণ করা;

খাত	বিস্তারিত বর্ণনা	দুর্যোগ ঝুকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
পরিবেশ ও গাছ পালা	● ১৯৯১ সালের মতো ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস হলে মহেশখালী উপজেলার প্রায় ৩৮কোটি ৮৭ লক্ষ টি গাছ-পালা ভেঙ্গে বা আংশিক নষ্ট হয়ে গিয়ে প্রায় ২২০কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে। ● ২০০৭ সালের মতো জোয়ারেরপানি হলে ১২৪৩২৫টি গাছপালা মরে গিয়ে প্রায় ২ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে। ● ২০০৪ সালের মতো কাল বৈশাখী হলে উপজেলার ১৮৭০১০ টি গাছের ডাল পালা ভেঙ্গে গিয়ে প্রায় ১০ কোটি ৫২ লক্ষ টাকার ক্ষতি হতে পারে। ● বিগত ৪/ ৫ বছরের মতো লবণাক্ততা চলতে থাকলে মাতারবাড়ি, ধলঘাটা, কুতুবজুম, শাপলাপুর, ছোটমহেশখালী ও হোয়ানক এলাকায় প্রতি বছর ফলজ গাছে ফলন কমে এবং বিভিন্ন প্রজাতির গাছ বিলুপ্ত হয়ে প্রায় ৫০ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে। ● নদী ভাঙ্গনের ফলে মাতারবাড়ি, শাপলাপুর ও ধলঘাটা এলাকার ৫৫০০গাছ ভেঙ্গে গিয়ে আনুমানিক ২৫লক্ষ টাকার ক্ষতি হতে পারে। ● ২০০৭ সালের মতো নদী ভাঙ্গনের ফলে পরিবেশের ভারসাম্য হারিয়ে যেতে পারে ও মাটির ক্ষয় বৃদ্ধি পাবে ফলে প্রায় ২ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে। ● প্রতি বছরের ন্যায় পাহাড়ধ্বস বা পাহাড়ী ঢল হলে শাপলাপুর, কালারমার ছড়া, হোয়ানক, ছোটমহেশখালী ও বড়মহেশখালী ইউনিয়নের বিভিন্ন প্রজাতির গাছপালা বিলুপ্ত হয়ে প্রায় ২০০ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে। ● প্রতি বছরের ন্যায় টর্নেডো হলে উপজেলার ১২৫৩৩৯০টি গাছপালা ভেঙ্গে গিয়ে প্রায় ২০ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে।	● রাস্তা ও বেড়ী বাঁধের দুই পাশে বৃক্ষ রোপণ করা; ● বাড়ির আশে পাশে বৃক্ষ রোপণ করার জন্য জনগণকে উৎসাহিত কর;া ● প্যারাবন সৃষ্টি করা; ● পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা; ● অবৈধভাবে গাছ কাটা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রয়োগ করা।
মৎস	● ১৯৯১ সালের মতো ঘূর্ণিঝড় হলে উপজেলার ২০৮২টি ছোট বড় নৌকা নষ্ট হয়ে প্রায় ১০৪ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে। ৬১১১টি জাল নষ্ট হয়ে প্রায় ৩০কোটি টাকা ক্ষতি হতে পারে। ৬৫০টি বড় ছোট পুকুরের মাছ নষ্ট হয়ে প্রায় ২কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে ● বিগত আট বছরের ন্যায় জলাবদ্ধতা থাকলে প্রায় ৬৫০ পুকুরের মিঠা পানির মাছ চাষের উৎপাদন কমে গিয়ে প্রায় বছরে ১ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে। ● ২০০৪ সালের মতো কাল বৈশাখী হলে ছোট মহেশখালী, পৌরসভা ও মাতারবাড়ির ৩০৫টি নৌকা জালসহ ডুবে গিয়ে প্রায় ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার ক্ষতি হতে পারে।	● মাছ ধরা বোট ও জাল রক্ষা করার জন্য দুর্যোগ সহনশীল ও মজবুত স্থাপনা নির্মাণ করে বোট ও জাল রক্ষা করা ও মৎস উৎপাদনকে তরান্বিত করা; ● পুকুরের পাড় উঁচুকরণ এবং পুকুর সংস্কার করা; ● নদী/ সাগর পাড়ের কম পক্ষে ১ কিলোমিটার দুরে বিহিঙ্গি জাল পাতা
	● ১৯৯১ সালের মতো ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস হলে ধলঘাটা, মাতারবাড়ি, কুতুবজুম, শাপলাপুর ও পৌরসভার ৫১৪৫০ জন মানুষের পানিয় জলের অভাবে বিভিন্ন রোগে প্রায় ৫ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে। ● উপজেলার ৮টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভার ৩০% স্যানিটারী ল্যাট্রিন নষ্ট হয়ে ৫ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে। ● বিগত আট বছরের ন্যায় জলাবদ্ধতা থাকলে শাপলাপুর, ধলঘাটা ও মাতারবাড়ির ২৩৫০টি নলকুপ নষ্ট হয়ে ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকার ক্ষতি হতে পারে।	● টিউবওয়েল ও ল্যাট্রিন উঁচু স্থানে স্থাপন করা ও চারপাশ পাকা ও মজবুত করা। ● সরকারী উদ্যোগে গভীর নলকুপ বসানো।

খাত	বিস্তারিত বর্ণনা	দুর্যোগ ঝুকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
জল ও স্যানিটেশন	● ২০০৭ সালের মতো জোয়ারের পানি হলে কুতুবজুম, ধলঘাটা ও মাতার বাড়ির ২৬০০ নলকুপ নষ্ট হয়ে প্রায় ১কোটি ৩০লক্ষ টাকার ক্ষতি হতে পারে । ● চলতি সময়ের মতো লবনাক্ততা থাকলে ধলঘাটা, মাতারবাড়ি ও কুতুবজুমের ১৮২০টি নলকুপ নষ্ট/ পানি লবণাক্ত হয়ে প্রায় ১কোটি ৫০লক্ষ টাকার ক্ষতি হতে পারে	●

২.৭ সামাজিক মানচিত্র

উৎস: বাংলাদেশ ওয়েব পোর্টাল

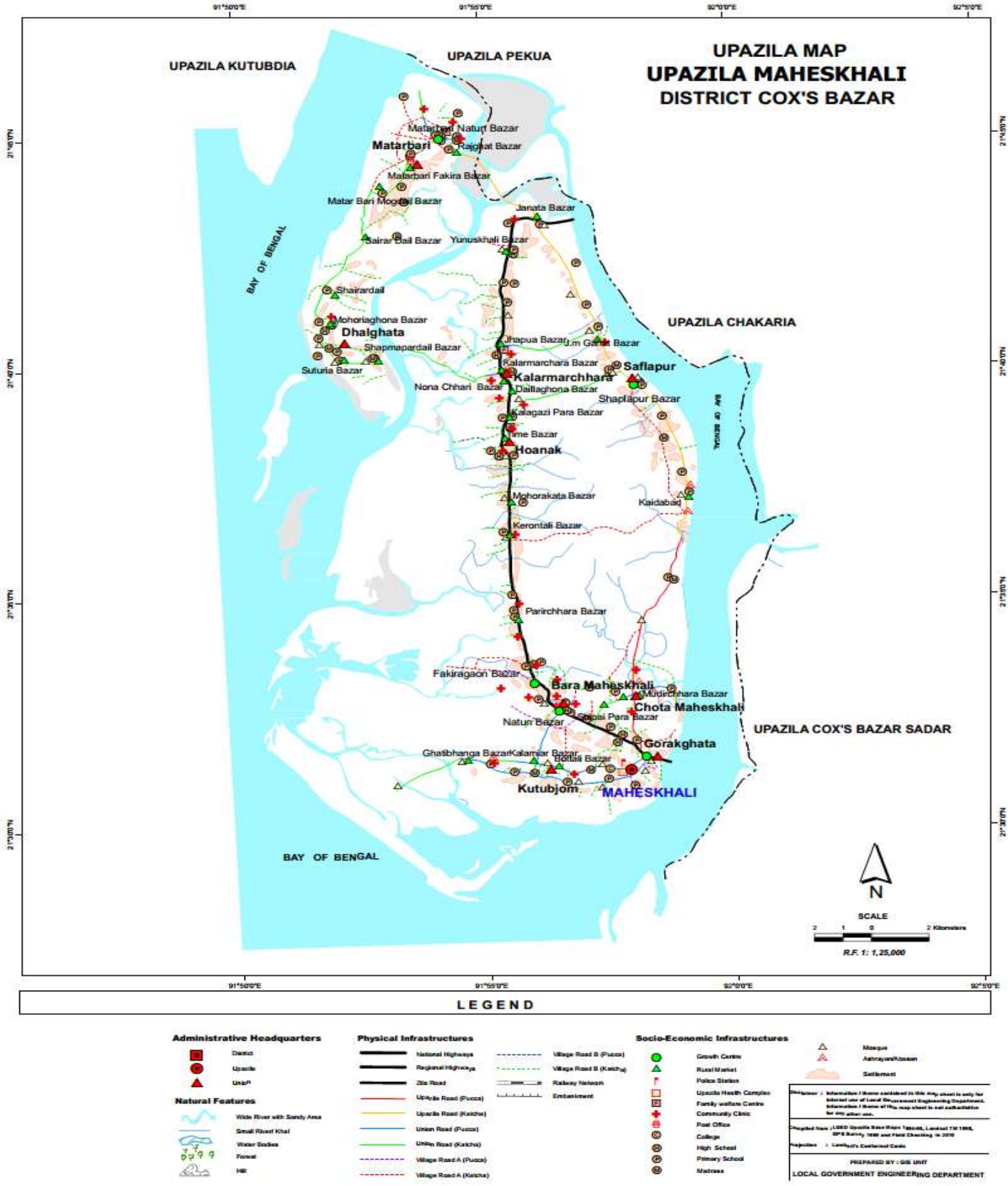

২.৮ আপদ ও ঝুঁকি মানচিত্র

উৎস: বাংলাদেশ ওয়েব পোর্টাল

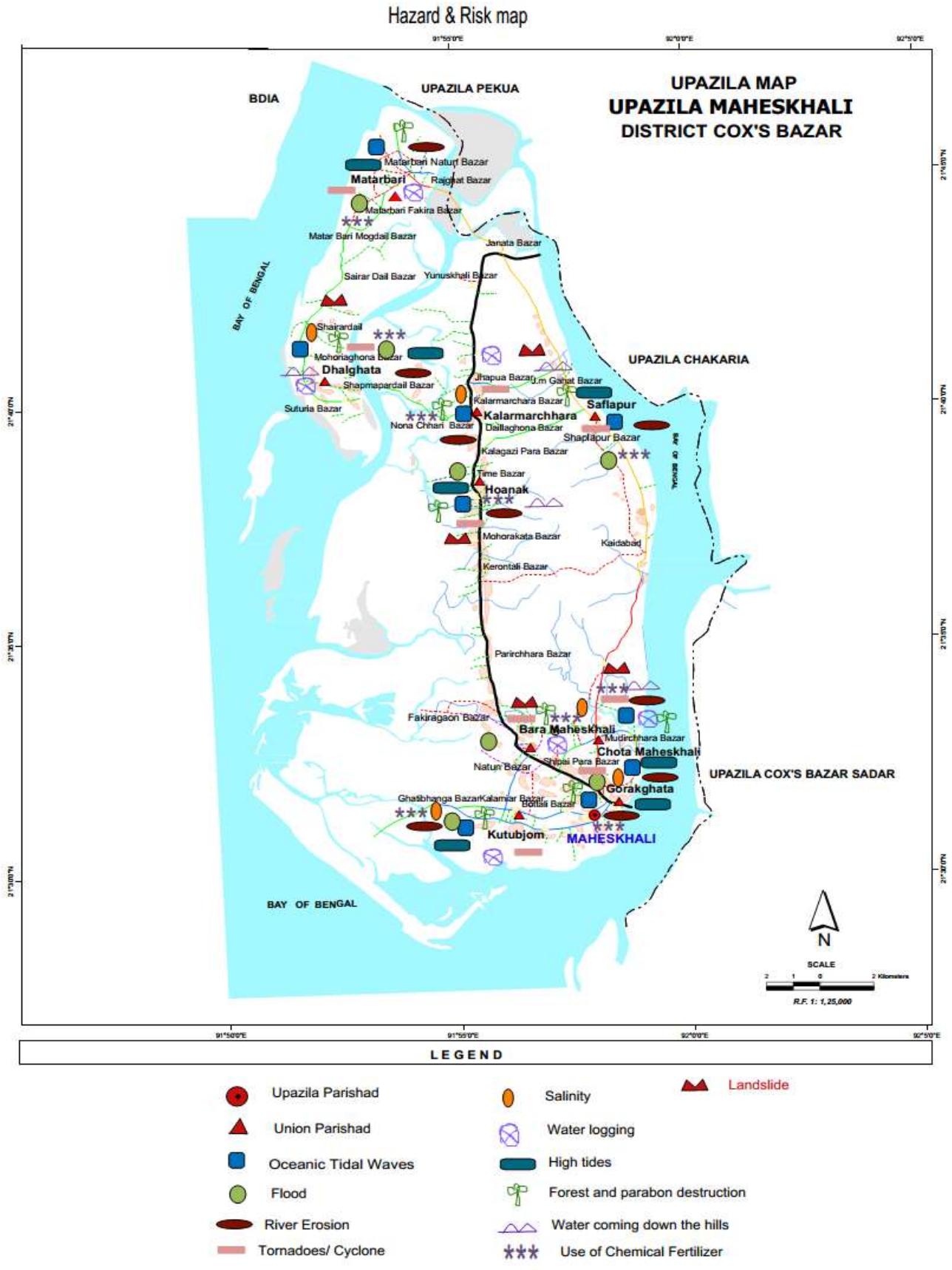

মহেশখালী উপজেলার ৮টি ইউনিয়নের ঝুঁকি ও সম্পদের মানচিত্র

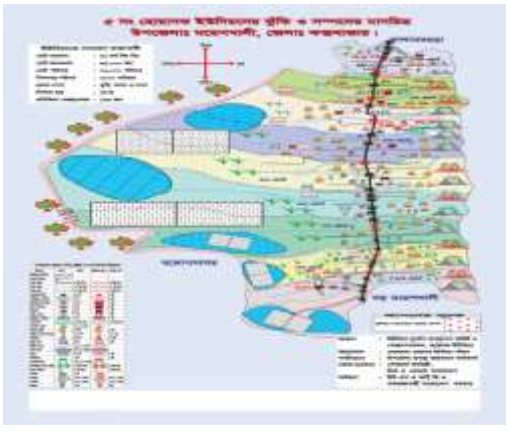

২.৯ আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি

ক্রম	আপদ	বৈশাখ	জৈষ্ঠ্য	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রাহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
১.	সাইক্লোন/ সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস												
২.	পাহাড়ী ঢল												
৩.	বন্যা												
৪.	নদী ভাঙ্গন												
৫.	জোয়ারের পানি												
৬.	জলাবদ্ধতা												
৭.	ঘুর্ণিঝড়/ টর্ণেডো												
৮.	পাহাড় ধ্বস												
৯.	লবনাক্ততা												

দিনপঞ্জি বিশ্লেষণ

এই আপদগুলো মহেশখালী উপজেলার প্রায় সব ইউনিয়নে সারা বছর কোন না কোন মাসে ঘটে থাকে। কোন্ মাসে কোন্ আপদ ঘটার সম্ভাবনা থাকে তা রেখাচিত্রের মাধ্যমে মৌসুমী দিনপঞ্জিতে দেখানো হয়েছে। বিভিন্ন ইউনিয়নের অংশগ্রহণকারীদের সাথে এফজিডি'র মাধ্যমে আলোচনার মাধ্যামে জানা যায়:

- এই উপজেলার মারাত্মক ভয়ঙ্কর ও আতংকের আপদ হলো **সাইক্লোন/ সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস**। ১৯৭০ সাল হতে এ পর্যন্ত ৭০টির মত ছোট বড় সাইক্লোন/ সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের শিকার হয়েছে এ উপজেলার মানুষ। এর ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে, গবাদী পশু পাখিও মারা গেছে এবং বিভিন্ন স্থাপনাসহ বিভিন্ন সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এই আপদ সাধারণত বৈশাখ, জৈষ্ঠ্য ভাদ্র থেকে অগ্রাহায়ন মাসের ঘটে থাকে। সাইক্লোন ঘটার প্রবণতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে এলাকার লোকজনের ধারণা।

- এই এলাকা **পাহাড়ী ঢল, বন্যা ও নদী ভাঙ্গন** হলো অন্যতম আপদ। এই ৩টি আপদ পারস্পারিক সম্পর্কযুক্ত এই আপদগুলো সাধারণত: আষার থেকে আশ্বিন মাসের মধ্যে ঘটে থাকে। বিভিন্ন পাহাড়ে অধিক বৃষ্টিপাত হলে নদীতে পাহাড়ী ঢলের সৃষ্টি হয়। সৃষ্ট ঢলের স্রোতে নদীর দুকূল ভাঙ্গনের কবলে পড়ে। প্রতি বছরই উপজেলার মাতারবাড়ি, শাপলাপুর ও ধলঘাটা ইউনিয়নের সমতল ভূমি বন্যার শিকার হয়ে থাকে। এতে ঐসব এলাকার ফসলের উৎপাদন ও স্বাভাবিক জীবন যাত্রা ব্যাহত হয়।

- মহেশখালী উপজেলায় **জোয়ারের প্লাবন** আরেকটি অন্যতম আপদ। উপজেলার পূর্ব, দক্ষিণ এবং পশ্চিম পাশের ইউনিয়নগুলো নদী ও সাগর তীরবর্তী চরাঞ্চল বিশেষভাবে সোনাদিয়া চরে সমুদ্রের নিম্নচাপ, অমাবশ্যা ও পূর্ণিমা এবং বর্ষার সময় ৪-৮ ফুট পানি উঠে। বছরে ২/১ বার করে এসব এলাকার জনগণের ঘরবাড়ি ২-৪ ফুট পানিতে তলিয়ে যায়। এটি সাধারণত: আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি থেকে অগ্রাহায়ন মাসের মধ্যে ঘটে থাকে।

- এই উপজেলার জন্য **জলাবদ্ধতা**ও একটি বড় আপদ। পাহাড়ী ঢলের সৃষ্ট পানি ও বন্যার পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায় এই এলাকায় ব্যাপক **জলাবদ্ধতা** তৈরি হয়। উপজেলার দক্ষিণ পূর্ব পাশ, ছোট মহেশখালীর তেলিপাড়া থেকে ঠাকুর তলা, শিপাহী পাড়ার উত্তর পাশ এবং মুদির ছড়া, কালারমার ছড়া ইউনিয়নের সবগুলো ওয়ার্ড, কুতুবজুম ইউনিয়নের দক্ষিণ পশ্চিম পাশ, ধলঘাটা ইউনিয়নের সম্পূর্ণ এলাকা, মাতার বাড়ির সম্পূর্ণ এলাকা উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে উপজেলার যে সব এলাকায় চিংড়ি চাষ হয় সেখানে জলাবদ্ধতা বেশি। জলাবদ্ধতা আষাঢ় মাস থেকে শুরু হয়ে মাঘ মাস পর্যন্ত থাকে।

- **টর্নেডো/ ঘূর্ণিঝড়**ও আর একটি মারাত্মক আপদ। ঘূর্ণিঝড় এই এলাকার ঘরবাড়ি, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও গাছপালা, মাছের ঘের ও ফসলসহ সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি করে। এটি বৈশাখ ও জৈষ্ঠ্য, কার্তিক ও অগ্রাহায়ন এবং ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে ঘটে থাকে।

- **পাহাড় ধ্বস** এই উপজেলার জন্য আর একটি আপদ। উপজেলার শাপলাপুর, কালারমার ছড়া, হোয়ানক, ছোটমহেশখালী ও বড়মহেশখালী ইউনিয়নে পাহাড়ের আধিক্যতার কারণে বিশেষ করে আষাঢ় মাস থেতে কার্তিক মাসের মধ্যে অধিক বৃষ্টিপাত ও পাহাড়ী ঢলের মাত্রা বেশী পরিমাণ হলে পাহাড় ধ্বসের ঘটনা ঘটে থাকে।

- এই উপজেলার জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আপদ হলো **লবণাক্ততা**। বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি থেকে চৈত্র মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত মাত্রতিরিক্ত লবণাক্ততা পরিলক্ষিত হয়। তবে অধিক মুনাফা লাভের আশায় এলাকার জনগণের মধ্যে লবণ ও চিংড়ি চাষের প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ায় জমি ও পানিতে লবণাক্ততার মাত্রা বেড়েই চলেছে। এর ফলে ফসলী জমি নষ্ট হয়ে উৎপাদনের মাত্রা কমে যাচ্ছে। গাছ পালায় লবণাক্ত পানি প্রবেশ করে গাছ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। লবণাক্ততার পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় মিঠা পানির (দেশী) মাছের উৎপাদন কমে গেছে। খাবার পানির সংকট দেখা দিয়েছে।

২.১০ জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি

মহেশখালী উপজেলার জীবিকার উৎসগুলো হলো: কৃষিকাজ, লবণ চাষ, চিংড়ী চাষ, ক্ষুদ্রব্যবসা, রাজমিস্ত্রী, কাঠমিস্ত্রী, জুম চাষ, দিনমজুর, দর্জি, চাকুরী প্রভৃতি। এলাকার বিভিন্ন শ্রেণী পেশার জনগণের মতামত অনুযায়ী পেশাগুলো চিহ্নিত করা হয়।

ক্রমিক নং	জীবিকার উৎস	বৈশাখ	জৈষ্ঠ্য	আষাঢ়	শ্রাবন	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ন	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
১	লবণ চাষ												
২	চিংড়ী চাষ												
৩	কৃষি												
৪	পান চাষ												
৫	শুটকী বাজারজাত করণ।												
৬	চাকুরী/ ক্ষুদ্র ব্যবসা												
৭	মৎস্য আহরণ/ জেলে												
৮	নাপিত/ শীল, ধোপা												
৯	রাজ মিস্ত্রি/ কাঠ মিস্ত্রি, দর্জ্জি												

লবণ চাষঃ

মহেশখালী উপজেলা সমুদ্র উপকুলবর্তী হওয়ায় এখানে লবণ চাষ একটি অন্যতম লাভজনক জীবিকা। লবণ চাষ মূলত: বৈশাখ ও জৈষ্ঠ্য মাস এবং থেকে কার্তিক মাস থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত চলে। বর্ষা মৌসুমের জন্য বাকী মাসগুলোতে লবণ চাষীরা লবণ চাষ থেকে বিরত থাকে।

চিংড়ী চাষঃ

মহেশখালী উপজেলা সমুদ্র উপকুলবর্তী হওয়ায় এখানে চিংড়ী চাষও আর একটি অন্যতম লাভজনক জীবিকা। চিংড়ী চাষ মূলত: বৈশাখ মাস থেকে পৌষ মাস পর্যন্ত চলে।

পান চাষঃ

মহেশখালী উপজেলার কৃষকদের জন্য চাষও আর একটি অন্যতম জীবিকা। পান চাষ প্রায় সারা বছর চলে।

শুটকী/ মহাল শুটকী বাজারজাত করণ:
মহেশখালী উপজেলা সমুদ্র উপকুলবর্তী হওয়ায় সমুদ্রে পাওয়া যায় এমন মাছ যেমন- লইট্টা, রূপচাঁদা, ছুরি মাছসহ বিভিন্ন মাছের শুটকী প্রস্তুত ও বাজারজাতকরণ আর একটি লাভজনক জীবিকা। বৈশাখ ও জৈষ্ঠ্য মাস এবং থেকে আশ্বিন মাস থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত চলে। বর্ষা মৌসুমের জন্য বাকী মাসগুলোতে শুটকী প্রস্তুতকরণের কাজ থেকে থেকে বিরত থাকে।

উপরোক্ত জীবিকাসমূহের পাশাপাশি উপজেলার জনগণ **চাকুরী/ ক্ষুদ্র ব্যবসা, সাগরের মৎস্য আহরণ, নাপিত/ শীল, ধোপা, রাজ মিস্ত্রি/ কাঠ মিস্ত্রি, দর্জি, দিনমজুর**সহ নানাবিধ জীবিকার উপর নির্ভরশীল, যা সারা বছরই করে থাকে।

২.১১ জীবন এবং জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা

নানামুখী আপদ ও দুর্যোগের কারণে মহেশখালী উপজেলার জনগণের জীবন ও জীবিকা সম্পর্কিত কার্যক্রম হয়ে পড়ছে ঝুঁকিপূর্ণ। বিন্যস্ত হচ্ছে না কৃষি, শিল্প, অবকাঠামো, স্বাস্থ্য, মৎস্য, শিক্ষা, মানবসম্পদসহ বিভিন্ন খাত এবং খাত সংশ্লিষ্ট জীবিকাসমূহ। বিদ্যমান এবং ক্রমবর্ধমান দুর্যোগ সংঘটিত হওয়ায় বিভিন্ন খাত, উপখাতসহ মানুষের জীবন জীবিকা হয়ে পড়ছে বিপদাপন্ন। নিম্নের টেবিলের মাধ্যমে কোন্ কোন্ আপদ বা দুর্যোগে কোন্ কোন্ খাত সংশ্লিষ্ট জীবিকা বিপদাপন্ন তা তুলে ধরা হলো:

ক্রমিক নং	জীবিকাসমূহ	আপদ/ দুর্যোগসমূহ									
		নদী ভাঙ্গন	পাহাড়ী ঢল	বন্যা	জোয়ারের পানি	সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস	জলবদ্ধতা	লবণাক্ততা	টর্ণেডো/ ঘূর্ণিঝড়	পাহাড় ধ্বস	বৃক্ষ ও প্যারাবন নিধন
১	কৃষি	■	■	■	■	■	■	■	■		■
২	মৎস্য	■	■	■	■	■	■	■	■		
৪	স্বাস্থ্য	■		■		■	■	■	■	■	
৫	শিক্ষা		■	■		■			■		
৬	পরিবেশ	■			■	■	■	■	■	■	■
৭	অর্থনৈতিক	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
৮	অবকাঠামো	■		■		■			■		
৯	যোগাযোগ	■		■	■	■			■		
১০	মানবসম্পদ	■	■	■		■		■	■	■	■
১১.	বনায়ন	■	■	■		■		■	■	■	■

২.১২ খাতভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকির বর্ননা

প্রায় সারা বছর সংঘটিত কোন না দুর্যোগের কারণে মহেশখালী উপজেলার উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। বিন্যস্ত হচ্ছে না কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, অবকাঠামো, স্বাস্থ্য, মৎস্য, মানবসম্পদ প্রভৃতি খাতসমূহ। বিদ্যমান এবং ক্রমবর্ধমান ঝুঁকির মধ্যে অবস্থান অথবা কোন না কোন দুর্যোগ সংঘটিত হওয়ায় বিভিন্ন খাত, উপখাত সমাজের বিদ্যমান উপাদানসমূহ প্রাকৃতিক সম্পদ এবং বিভিন্ন এলাকা দারুণভাবে ঝুঁকিপূর্ণ। কোন্ কোন্ আপদ বা দুর্যোগে কোন্ কোন্ খাত বা উপাদানসমূহ ঝুঁকিপূর্ণ/ বিপদাপন্ন তা তুলে ধরা হলো:

আপদসমূহ	বিপদাপন্ন সামাজিক উপাদানসমূহ													
	ঘরবাড়ী	রাস্তাঘাট	গাছপালা	ফসল	পরিবেশ	হাঁস মুরগী	গরু ছাগল	খাবার পানি	হাট বাজার	নদ-নদী	মৎস	স্বাস্থ্য	শিক্ষা	আশ্রয়কেন্দ্র
নদী ভাঙ্গন	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
পাহাড়ী ঢল	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
বন্যা	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
জলবদ্ধতা		■		■	■						■			
জোয়ারের পানি	■	■		■				■			■			
সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
পাহাড় ধ্বস	■		■		■							■		
টর্ণেডো/ ঘূর্ণিঝড়	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
বৃক্ষ ও প্যারাবন নিধন			■		■									
লবণাক্ততা				■	■			■			■	■		
রাসায়নিক সার ব্যবহার				■	■						■	■		

প্রতিটি খাত/ প্রতিষ্ঠান/ স্থাপনার বিপদাপন্নতার বিস্তারিত বর্ণনাঃ

সমুদ্র বেষ্টিত মহেশখালী উপজেলা অধিকমাত্রায় দুর্যোগপ্রবণ হওয়ায় এখানকার প্রতিটি খাত, প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনা বিভিন্ন আপদে দুর্যোগ ঝুঁকির মধ্যে থাকে এবং কোন না কোনভাবে বিপদাপন্ন। এগুলো কেন বিপদাপন্ন এবং কি করলে বিপদাপন্নতা কমে আসবে তা খাত/ প্রতিষ্ঠান/ স্থাপনাসমূহের আলোকে নিম্নে তুলে ধরা হলো:

খাত/ প্রতিষ্ঠান/ স্থাপনাসমূহ	কেন বা কিভাবে বিপদাপন্ন	কি করলে বিপদাপন্নতা কমবে
ঘরবাড়ী	• সমুদ্র উপকুলবর্তী ও তুলণামূলক নীচু এলাকায় বসতভিটার অবস্থান; • অপরিকল্পিত বসতভিটা;	• বসতভিটার অবস্থান উপকুল হতে দুরে ও উঁচু স্থানে করতে হবে। • ঘরবাড়ির প্রয়োজনীয় উপকরণ দিয়ে মজবুতভাবে

খাত/ প্রতিষ্ঠান/ স্থাপনাসমূহ	কেন বা কিভাবে বিপদাপন্ন	কি করলে বিপদাপন্নতা কমবে
	• দূর্বল অবকাঠামো	বানাতে হবে । • বাড়ির চারপাশে বেশী বেশী বৃক্ষ রোপণ করতে হবে ।
রাস্তা ঘাট	• সমুদ্র উপকুলবর্তী এলাকা; • অবাধে গাছ কেটে রাস্তার পাড় দুর্বল করে ফেলা; • প্রয়োজনীয় ব্রীজ বা কালভার্ট না থাকা	• রাস্তা, বেড়ী বাঁধ এর দুই পাশে বেশী বেশী বৃক্ষ রোপণ করতে হবে । • জনগণকে গাছ লাগাতে উৎসাহিত করতে হবে । • প্রয়োজনীয় স্থানে ব্রীজ বা কালভার্ট নির্মাণ করতে হবে •
গাছপালা/ বনায়ন	• প্রয়োজনীয় গাছ রোপণ না করে অবাধে গাছ কেটে ফেলা; • প্যারাবন ধ্বংস করা; • অবৈধভাবে চিংড়ী ও লবণ চাষের জন্য লবণাক্ত পানি গাছের গোড়ায় প্রবেশ করা; • অবৈধভাবে পাহাড় কাটা	• অবৈধভাবে গাছ ও প্যারাবন নিধন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কঠোরভাবে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে । • বাড়ির আশে পাশে, রাস্তা, বেড়ী বাঁধ ও খালের দুই পাশে বেশী বেশী বৃক্ষ রোপণ করতে হবে । • গাছ লাগাতে জনগণকে উৎসাহিত করতে হবে । • লবণ ও চিংড়ী চাষ নিয়মতান্ত্রিকভাবে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে
ফসল	• সমুদ্র উপকুলবর্তী ও তুলণামূলক নীচু এলাকায় ফসলী জমির অবস্থান; • প্রয়োজনীয় বেড়ী বাঁধ না থাকা; • সময়মত বেড়ী বাঁধ সংস্কার না করা; • অবৈধভাবে চিংড়ী ও লবণ চাষ করার ফলে লবণাক্ত পানি ফসলের জমিতে প্রবেশ করা ।	• প্রয়োজনীয় বেড়ী বাঁধ নির্মাণ করতে হবে । • ক্ষতিগ্রস্থ বেড়ী বাঁধগুলো দ্রুত সংস্কার করতে হবে । • লবণ ও চিংড়ী চাষ নিয়মতান্ত্রিকভাবে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ।
হাস-মুরগী ও গবাদী পশু	• সমুদ্র উপকুলবর্তী ও তুলণামূলক নীচু এলাকায় হাস-মুরগী ও গবাদী পশুর আবাসস্থল; • অপরিকল্পিত ও দূর্বল অবকাঠামো	• হাস-মুরগী ও গবাদী পশুর আবাসস্থল উপকুল হতে দুরে ও উঁচু স্থানে করতে হবে । • ঘর প্রয়োজনীয় উপকরণ দিয়ে মজবুতভাবে বানাতে হবে । • প্রশাসন কর্তৃক দুর্যোগকালীন সময় বিকল্প নিরাপদ আবাস স্থলের ব্যবস্থা করতে হবে ।
খাবার পানি	• সমুদ্র উপকুলবর্তী ও তুলণামূলক নীচু স্থানে টিউবওয়েল স্থাপন; • টিউবওয়েলের চারপাশ পাকা না করা; • অবাধে লবণাক্ত পানির প্রবেশ	• তুলণামূলক উঁচু স্থানে টিউবওয়েল স্থাপন করতে হবে । • টিউবওয়েলের চারপাশ পাকা করতে হবে ।
স্বাস্থ্য	• অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন ব্যবহার করা; • পানিতে লবণাক্ততার পরিমাণ থাকা; • জলাবদ্ধতা/ বাড়ি ঘরে পানি জমে থাকা; • স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের অবস্থান দুরে; • স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতার অভাব ।	• তুলণামূলক উঁচু স্থানে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন নির্মাণ করতে হবে । • স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহারে ও স্বাস্থ্য বিষয়ে সামাজিক ও প্রশাসনিকভাবে জনসচেতনতা বাড়াতে হবে । • টিউবওয়েলের চারপাশ পাকা করতে হবে । • স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণে সচেতন ও উদ্যোগী করা ।

খাত/ প্রতিষ্ঠান/ স্থাপনাসমূহ	কেন বা কিভাবে বিপদাপন্ন	কি করলে বিপদাপন্নতা কমবে
		• ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে কমিউনিটি ক্লিনিকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা ।
শিক্ষা	• সমুদ্র উপকুলবর্তী ও তুলণামূলক নীচু এলাকায় স্কুলের অবস্থান; • স্কুলের কাঠামো মজবুত নয়; • প্রয়োজনীয় বেড়ী বাঁধ না থাকা; • জলাবদ্ধতা	• তুলণামূলক উঁচু স্থানে মজবুত করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে । • প্রশাসন কর্তৃক দুর্যোগকালীন সময় স্কুল চালানোর ব্যবস্থা করতে হবে ।
মৎস	• সমুদ্র উপকুলবর্তী ও তুলণামূলক নীচু এলাকায় পুকুরের অবস্থান; • পুকুরের পাড় উঁচু না করা; • পুকুরের চার পাশে গাছ না লাগানো; • লবণাক্ত পানি সহজে পুকুরে প্রবেশ করে	• মাছ ধরা বোট ও জাল রক্ষা করার জন্য দুর্যোগ সহনশীল ও মজবুত স্থাপনা নির্মাণ করে বোট ও জাল রক্ষা করতে হবে । • পুকুরের পাড় উঁচু এবং পুকুর সংস্কার করতে হবে । • পুকুরের চার পাশে গাছ লাগাতে হবে । • নদী/ সাগর পাড়ের কম পক্ষে ১ কিলোমিটার দুরে বিহিঙ্গি জাল পাতাতে হবে ।
হাট-বাজার	• সমুদ্র উপকুলবর্তী ও তুলণামূলক নীচু এলাকায় হাট বাজারের অবস্থান; • দুর্বল ও দুর্যোগ অসহনশীল অবকাঠামো	• তুলণামূলক উঁচু স্থানে মজবুত করে হাট বাজারের ঘরসমূহ স্থাপন করতে হবে । • চারপাশে বনজ ও ফলজ গাছ লাগাতে হবে ।

২.১৩ জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব

মহেশখালী উপজেলা অধিক মাত্রার একটি দুর্যোগপ্রবণ এলাকা । এই উপজেলার ৮টি ইউনিয়ন একটি পৌরসভা সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, জোয়ারের প্লাবন, লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা, নদী ভাঙ্গন, বন্যা, পাহাড়ী ঢল, ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতি আপদ/ দুর্যোগে আক্রান্ত । অবৈধভাবে বৃক্ষ নিধন, পাহাড়ের মাটি কাটা, লবণ ও চিংড়ী চাষ করার ফলে এসব আপদ আগের চেয়ে ভয়াবহতার রূপ নিচ্ছে । যা জনসাধারণের জীবন ও জীবিকার উপর ব্যাপক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে । পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে কৃষি, মৎস্য, পরিবেশ/গাছপালা, জীবিকা, পানি, স্বাস্থ্য, অবকাঠামোসহ নানান খাতসমূহ । নিম্নে বিভিন্ন খাতসমূহের আলোকে জলবায়ু পরির্তনের প্রভাব তুলে ধরা হলো:

খাতসমূহ	বর্ননা
কৃষি	অস্বাভাবিক জোয়ার ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষি খাত হুমকির মুখে পড়েছে । কৃষি উৎপাদন পূর্বেও সময়ের চেয়ে প্রায় ২০ - ২৫ ভাগ কমে এসেছে । জোয়ারের প্লাবন, লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতার জন্য ক্রমান্বয়ে কৃষি জমি কমে আসছে । এলাকার লোকজন কৃষি নির্ভর পেশা পরিবর্তনে বাধ্য হচ্ছে । শহর ও শিল্পের প্রতি মানুষের আগ্রহ তৈরি হয়েছে । অস্বাভাবিক পাহাড়ী ঢল ও বন্যা জলাবদ্ধতার প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে উপজেলার সবকয়টি ইউনিয়নের জমির প্রায় ৪০% ফসল সম্পূর্ণ ধবংস হয়ে যাবে । এর ফলে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হবে এবং খাদ্য ঘাটতি দেখা দিবে ।
পরিবেশ/ গাছপালা	সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়ায় উপকুলীয় গ্রামগুলো প্লাবিত হয়ে বিভিন্ন ফলজ, বনজ

খাতসমূহ	বর্ননা
	গাছসহ প্রভৃতি গাছ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে এবং প্যারাবন ধ্বংস হচ্ছে। পূর্বের চেয়ে প্রায় ২০ ভাগ গাছ ও প্যারাবন ধ্বংস হয়ে গেছে। ফলে অতি বৃষ্টি ও অনা বৃষ্টির মত আপদ আসবে। পাশাপাশি পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি হবে।
জীবিকা	অস্বাভাবিক জোয়ার ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসসহ বিভিন্ন আপদ অসময়ে হওয়ায় কৃষি, মৎসসহ বিভিন্ন খাতসমূহ হুমকির মুখে পড়ায় জীবিকা নির্বাহের জন্য এলাকার জনগণ পেশা পরিবর্তনে বাধ্য হচ্ছে। নতুন পেশায় দক্ষতা কম থাকায় কাজ পেতে কষ্ট হচ্ছে এবং আর্থিক সংকটে পড়ছে। এই অবস্থা চলতে থাকলে দারিদ্রতা বৃদ্ধি পাবে।
শিক্ষা	আর্থিক সংকটে পড়ায় শিশুরা লেখা পড়ার চেয়ে কাজের দিকে ঝুকে পড়বে।
পানি	ভু- গর্ভস্থ পানির স্তর ক্রমান্বয়ে নীচে নেমে যাওয়ায় খাবার পানি সংকট দেখা দিচ্ছে, পানি দুষণের মাত্রাও বৃদ্ধি পাচ্ছে । ১৫ - ২০ বছর পূর্বে যেখানে ৪০ থেকে ৫০ ফিট নীচে গেলে টিউবওয়েলে পানি আসত, আর এখন ১০০ - ১৫০ ফিট নীচে যেয়েও পানি পাওয়া যাচ্ছেনা। বর্তমানে পানির স্বাভাবিক স্তর সর্বনিম্ন ১৭০ ফুট, সর্বোচ্চ ৮০০ ফুট। অদূর ভবিষ্যতে বিকল্প ব্যবস্থা গৃহীত না হলে পরিস্থিতির আরো অবনতি হবে। এই অবস্থা চলতে থাকলে ভবিষ্যতে পানি সংকট তীব্র আকার ধারণ করবে এবং সেই সাথে পানি বাহিত রোগ বাড়ছে । লবণাক্ততা ক্রমশই বৃদ্ধি পাওয়ায় খাবার পানির তীব্র সংকট দেখা দিবে।
স্বাস্থ্য	লবণাক্ততা পাশপাশি খাবার পানির সংকটে পানিবাহিত রোগসহ বিভিন্ন রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অবস্থা চলতে থাকলে রোগ ব্যাধি বৃদ্ধি পাবে, নতুন নতুন রোগ এর অর্ভিভাব হবে। সুবিধাবঞ্চিতরা সঠিক চিকিৎসা সেবা না পাওয়ায় অসুস্থতার জন্য আয়মুলক কাজে অংশ নিতে পারবেনা। ফলে গ্রামগুলোতে দারিদ্রতা বৃদ্ধি পাবে।
অবকাঠামো	জলমগ্নতা বাড়বে, বিস্তীর্ণ উপকুলীয় এলাকা সমুদ্রে গর্ভে বিলীন হবে ফলে রাস্তা ঘাটসহ সকল অবকাঠমো রক্ষা করা কঠিন হবে। এছাড়া অমাবশ্যা পূর্ণিমার নিত্য জোয়ার ভাটার প্রভাবে গ্রামগুলো প্লাবিত হবে লোকজন এলাকা ছেড়ে অন্য এলাকায় স্থানান্তরিত হবে।

তৃতীয় অধ্যায়

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস

৩. ১ ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ

মহেশখালী উপজেলাটি সমুদ্র তীরবর্তী হওয়ায় প্রাকৃতিক আপদের পাশপাশি মানুষ্য সৃষ্ট আপদের কারণে ঝুঁকির মধ্যে অবস্থান করছে। উপজেলাটি ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ার রয়েছে নানাবিধ কারণ। এসব কারণের মধ্যে কিছু কারণ হচ্ছে তাৎক্ষণিক, কিছু মধ্যবর্তী আর কিছু হচ্ছে চুড়ান্ত । নিম্নে ঝুঁকির কারণসমূহ তুলে ধরা হলো:

ঝুঁকির বর্ণনা	কারণ		
	তাৎক্ষনিক	মধ্যবর্তী	চুড়ান্ত
সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস –১৯৯১ সালের মত জলোচ্ছ্বাস হলে প্রায় ২০০০০ জন মানুষ জীবন হারাতে পারে -১৯৯১ সালের মতো জলোচ্ছ্বাস হলে প্রায় ৪০০০০ পরিবার আবাসন হারায়ে প্রায় ৩৫ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে -১৯৯১ সালের মতো জলোচ্ছ্বাস হলে প্রায় ২৫০০০টি গরু ৭০০০০টি ছাগল, ১৭০০০টি মহিষ ৪০০০০০০টি হাঁস মুরগী মারা গিয়ে প্রায় ৪৫০ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে। –১৯৯১ সালের মতো জলোচ্ছ্বাস হলে কালারমারছড়া, হোয়ানক, কুতুবজুম, ধলঘাটা ও মাতারবাড়ি ইউনিয়নের প্রায় ৮০ কি:মি: বেড়িবাধ, ৮৫কি:মি: রাস্তা নষ্ট হয়ে ২ হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে। -১৯৯১ সালের মতো জলোচ্ছ্বাস হলে প্রায় ২৫০টি মসজিদ, ৫০টি মন্দির, ১০টি বৌদ্ধ মন্দির, ৯০টি স্কুল/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ২২৫টি মাদ্রাসা, ৩০টি কবরস্থান, ৫টি শ্মশান, ২০টি হাট-বাজার, ১৮টি আশ্রয়কেন্দ্র ক্ষতি হয়ে প্রায় ২৫হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে। -১৯৯১ সালের মতো জলোচ্ছ্বাস হলে প্রায় ৭৫০০০ জন মানুষ আহত হয়ে প্রায় ১০ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে -১৯৯১ সালের মতো হলে জলোচ্ছ্বাস প্রায় ৪০০০০ জন ছাত্র ছাত্রীর পড়ালেখা সাময়িক বন্ধ হতে পারে -১৯৯১ সালের মতো জলোচ্ছ্বাস হলে ৮টি ইউনিয়ন ও পৌরসভায় প্রায় ১৪০০০ একর জমির প্রায় ১৫০০০০০ আড়ি ধান নষ্ট হয়ে প্রায় ৫০০০০০০টাকার ক্ষতি হতে পারে। প্রায় ৬৬০০০ একর জমির প্রায় ১০০০০০০০ মন লবণ নষ্ট হয়ে প্রায় ৬৮ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে। প্রায় ২৭০০০ একর জমিতে প্রায় ২৭০টি চিংড়ী ঘের নষ্ট হয়ে প্রায় ৪০০ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে।	- মৌসুমী বায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট নিম্নচাপ । - দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের উদ্যোগ গ্রহণে অনীহা - দুর্যোগের পূর্ব প্রস্তুতি কম। - সচেতনতার অভাব।	- বেড়ী বাধ ভেঙ্গে যাওয়া - পপ্যারাবন না থাকা। - বেড়ী বাধ ও বসতি থেকে আশ্রয় কেন্দ্রে সংযোগ না থাকা - বেড়ী বাধের গাছ না থাকা। - আশ্রয় কেন্দ্রে নারীদের আলাদা ব্যবস্থা না থাকা। - আশ্রয় কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা না থাকা ।	- বেড়ী বাধ সংস্কারের পরিকল্পনা না থাকা।

ঝুঁকির বর্ণনা	কারণ		
	তাৎক্ষনিক	মধ্যবর্তী	চুড়ান্ত
ছোটমহেশখালী, শাপলাপুর, হোয়ানক, কালারমারছড়া ও বড় মহেশখালীর প্রায় ৭০০০ একর জমির পান নষ্ট হয়ে প্রায় ১৩৫কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে । -১৯৯১ সালের মতো জলোচ্ছ্বাস হলে মহেশখালী উপজেলার প্রায় ৩৮কোটি গাছ পালা ভেঙ্গে বা আংশিক নষ্ট হয়ে প্রায় ২৫০কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে । –১৯৯১ সালের মতো জলোচ্ছ্বাস হলে ধলঘাটা, মাতারবাড়ি, কুতুবজুম, শাপলাপুর ও পৌরসভার ৫৫০০০ জন মানুষের পানিয় জলের অভাবে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রায় ৫ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে । -১৯৯১ সালের মতো জলোচ্ছ্বাস হলে উপজেলার ২৫০০টি ছোট বড় বোট, ৭০০০টি জাল নষ্ট হয়ে প্রায় ১৪০ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে এবং প্রায় ৬৫০ টি বড় ছোট পুকুরের মাছ নষ্ট হয়ে প্রায় ২কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে			
জলাবদ্ধতা – বিগত ৭/ ৮ বছরের ন্যায় জলাবদ্ধতা থাকলে প্রায় ৩০০০০ জন মানুষের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রায় ৩০লক্ষ টাকার ক্ষতি হতে পারে । – বিগত ৫/৬ বছরের ন্যায় জলাবদ্ধতা থাকলে হোয়ানক, কতুবজুম, ছোট মহেশখালীর শিপাহী পাড়ার পশ্চিম উত্তর পাশ, কালামারছড়া, মাতার বাড়ি, ধলঘাটা ইউনিয়নের আংশিক যোগাযোগ ব্যহত হয়ে বছরে ৫ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে । – শিশু ও নারী পুষ্টি হীনতায় ভুগতে পারে এবং জলাবদ্ধতার কারণে শিশুদের প্রাণ হানি হতে পারে । – বিগত পাঁচ বছরের ন্যায় জলাবদ্ধতা থাকলে পৌরসভা, মাতারবাড়ি, কুতুবজুম ও ধলঘাটা ইউনিয়নের ৮০০০ জন ছাত্র/ ছাত্রীর সাময়িক ভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাওয়া ও পড়া লেখা বন্ধ হয়ে যেতে পারে – বিগত পাঁচ বছরের ন্যায় জলাবদ্ধতা থাকলে শাপলাপুর, ধলঘাটা ও মাতারবাড়ির ২৫০০টি নলকুপ নষ্ট হয়ে প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার ক্ষতি হতে পারে । – বিগত পাঁচ বছরের ন্যায় জলাবদ্ধতা থাকলে প্রায় ৪০০টি পুকুরের মিঠা পানির মাছ চাষ এর উৎপাদন কমে যেতে পারে ।	- অতিবৃষ্টি । - জোয়ারের পানি ।	- গ্রামের মধ্যের সংযোগ রাস্তা নির্মাণের সময় পানি সরানোর ব্যবস্থা না রাখা । - বসতি এলাকায় চিংড়ী ঘেরের জন্য পানি জমা রাখা ।	- অপরিকল্পিত রাস্তাঘাট নির্মাণ - বেড়ী বাঁধের সাথে স্লুইচ গেট না থাকা
লবণাক্ততা -লবনাক্ততার কারণে প্রায় ১৫০০০ নারী ও শিশু পুষ্টিহীনতায় ভুগতে পারে -বিগত ২/৩ বছরের মতো লবণাক্ততা চলতে থাকলে ধলঘাটা, মাতার বাড়ি, কুতুবজুম, হোয়ানক, শাপলাপুর ও কালারার ছড়ার প্রায় ৮৫০০ পরিবারের ঘরবাড়ী নষ্ট হয়ে যেতে পারে –বিগত ২/৩ বছরের মতো লবণাক্ততা চলতে থাকলে প্রতি বছর প্রায় ৫০০০০টি গবাদি পশুর খাদ্যের অভাব দেখা দিতে পারে ।	- চিংড়ি উৎপাদনের জন্য লবণের পানি জমা করে রাখা । - লবণাক্তার ক্ষতি সম্পর্কে অসচেতনতা	- বেড়ী বাধ ভেঙ্গে যাওয়া - প্যারাবন না থাকা । - বেড়ী বাঁধ এলাকায় পর্যাপ্ত গাছ না থাকা	- অপরিকল্পিত ও অবৈধভাবে লবণ ও চিংড়ী চাষ করা - অবৈধভাবে লবণ ও চিংড়ী চাষ নিয়ন্ত্রণ করার কঠিন আইন গ্রহণ ও প্রয়োগ নাই ।

ঝুঁকির বর্ণনা	কারণ		
	তাৎক্ষনিক	মধ্যবর্তী	চুড়ান্ত
– মাতার বাড়ি, ধলঘাটা, কুতুবজুম , কালামছড়া ও হোয়ানকের প্রায় ৪০০০০ মানুষের খাদ্যের অভাব দেখা দিতে পারে এবং যোগাযোগ সাময়িকভাবে বন্ধ হতে পারে এবং শিশুদের স্বাস্থগত সমস্যা দেখা দিতে পারে । –বিগত ২/৩ বছরের মতো লবণাক্ততা চলতে থাকলে প্রতি বছর বিশেষভাবে ধলঘাটা, মাতারবাড়ি, কুতুবজুম ইউনিয়ন ও অন্যান্য ইউনিয়নে প্রায় ১৫একর জমির জমির ফসল/ ধান উৎপাদন কমে গিয়ে প্রায় ২০০কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে । –বিগত ২/৩ বছরের মতো লবণাক্ততা চলতে থাকলে মাতারবাড়ি, ধলঘাটা, কুতুবজুম, শাপলাপুর, ছোট মহেশখালী ও হোয়ানক এলাকায় প্রতি বছর ফলজ গাছে ফলন কমে গিয়ে এবং বিভিন্ন প্রজাতির গাছ বিলুপ্ত হয়ে প্রায় ৫০ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে । -চলতি সময়ের মতো লবনাক্ততা থাকলে ধলঘাটা, মাতারবাড়ি ও কুতুবজুমের ২০০০টি নলকুপ নষ্ট/ পানি লবণাক্ত হয়ে প্রায় ২ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে ।			
জোয়ারের পানি –২০০৭ সালের মতো জোয়ারের পানি হলে বিশেষ করে কুতুবজুম, মাতারবাড়ি ও ধলঘাটার প্রায় ১৫০০০ গবাদি পশূর খাদ্যের অভাব দেখা দিয়ে প্রায় ১০ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে । –২০০৭ সালের মতো জোয়ারের পানি হলে প্রায় ৮০০০জন মানুষ বিভিন্ন রোগে ও পুষ্টি হীনতায় ভুগতে পারে –২০০৭ সালের মতো জোয়ারের পানি হলে ছোট মহেশখালী, ধলঘাটা, মাতারবাড়ি ও কুতুবজুম ইউনিয়নের প্রায় ৯০০০জন শিশুর পড়ালেখা সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যেতে পারে । –২০০৫ ও ২০০৭ সালের মতো জোয়ারের পানি হলে ৮টি ইউনিয়ন ও পৌরসভার প্রায় ২৫০০ একর জমির ধান নষ্ট হয়ে প্রায় ৫ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে । হোয়ানক, শাপলাপুর, কালারমারছড়া মাতারবাড়ি, কুতুবজুম, ধলঘাটা ও পৌরসভার প্রায় ৭০০০০ একর জমির লবণ আংশিক/ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে প্রায় কোটি ৩০ লক্ষ টাকার ক্ষতি হতে পারে । এবং প্রায় ২৬০০০ একর জমির প্রায় ৩৫টি চিংড়ি ঘেরের উৎপাদন ব্যাহত হয়ে প্রায় ৪২০ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে । –২০০৭ সালের মতো জোয়ারের পানি হলে প্রায় ১৫০০০০টি গাছপালা মরে গিয়ে প্রায় প্রায় ৩ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে । –২০০৭ সালের মতো জোয়ারের পানি হলে কুতুবজুম, ধলঘাটা ও মাতার বাড়িসহ বিভিন্ন ইউনিয়নের প্রায় ৩০০০ নলকুপ নষ্ট হয়ে প্রায় ২ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে ।	- নদী ভাঙ্গন - প্যারাবন ও গাছ কাটা	- বেড়ী বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়া । - বেড়ি বাঁধ সংস্কারের ব্যবস্থা না থাকা - পানি নিস্কাশনের সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা না থাকা - অসচেতনতা	- প্যারাবন ও গাছ নিধন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইনের বাস্তবায়ন না থাকা ।
নদী ভাঙ্গন	- নদীর স্রোতের	- চিংড়ী ঘেরের জন্য	- প্যারাবন নষ্ট

ঝুঁকির বর্ণনা	কারণ		
	তাৎক্ষনিক	মধ্যবর্তী	চুড়ান্ত
– ২০০৭ সালের মতো নদী ভাঙ্গনের ফলে শাপলাপুর, মাতারবাড়ি ও ধলঘাটার ৬০০ টির মত ঘরবাড়ি ধ্বসে গিয়ে প্রায় ৭ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে। – মাতারবাড়ির উত্তর পূর্ব পাশ, ধলঘাটার পূর্ব পাশ, শাপলাপুরের পূর্ব পাশ ও ছোট মহেশখালীর মুদিরছড়া এলাকায় রাস্তা, বেড়িবাধ, বাজার, ২টি জেটি ও সংযোগ ব্রীজ ভেঙ্গে গিয়ে প্রায় ২০ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে – নদী ভাঙ্গনের ফলে মাতারবাড়ি, শাপলাপুর ও ধলঘাটা এলাকার ৬০০০ গাছ ভেঙ্গে গিয়ে আনুমানিক প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার ক্ষতি হতে পারে। ২০০৭ সালের মতো নদী ভাঙ্গন হলে পরিবেশের ভারসাম্য হারিয়ে ও মাটির ক্ষয় বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে প্রায় ২ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে।	পরিবর্তন। - নদী ভরাট। - বেড়ী বাঁধের পাশে বোট/ নৌযান রাখা।	বাঁধ কেটে পানি ঢুকানো। - বিহিন্ধি জাল বসানোর ফলে নদীর স্রোত কুলের দিকে এসে কুল ভাঙ্গা।	করা। - নদী খনন না করা - প্যারাবন ও গাছ নিধন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইনের বাস্ত বায়ন না থাকা।
ভূমিকম্প – ১৯৯৯ সালের মতো ভূমিকম্প হলে অনেক মানুষ মারা যেতে পারে। প্রায় ১৫০০০ ঘর বাড়ি নষ্ট প্রায় ১২ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে। –১৯৯৯ সালের মতো ভূমিকম্প হলে বাজার, জেটিসহ এবং বেড়ি বাধ, কালভার্ট, সংযোগ সেতু, আশ্রয়কেন্দ্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে প্রায় ১৫০০ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে।	- জলবায়ু, ভু-প্রকৃতি ও ভু-গর্ভের পরিবর্তন। - সচেতনতার অভাব - ভূমিকম্পের সংকেত না থাকা ও না জানা।	- অপরিকল্পিত বাড়িঘর ও রাস্তা ঘাট ও বাজার তৈরী। - দুর্বল অবকাঠামো	- নতুনভাবে পাকা বাড়ি বানাতে বিল্ডিং কোর্ড মেনে না চলা।
ঘুর্ণিঝড়/ কাল বৈশাখী ঝড় – ২০০৪ সালের মতো ঘুর্ণিঝড়/ কাল বৈশাখী হলে অনেক লোকের প্রাণ হানি হতে পারে। - প্রায় ২০০০০টি ঘর বাড়ি আংশিক বা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে প্রায় ১০ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে। – প্রায় ১৩০০০ একর জমির ধান, প্রায় ৬৬০০০ একর জমির লবণ, প্রায় ২৬০০০ একর জমির চিংড়ি ঘের অংশিক/ সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে প্রায় ১২০ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে। – ২০০৪ সালের মতো কাল বৈশাখী হলে উপজেলার ২ লক্ষ গাছের ডাল পালা ভেঙ্গে/ উপড়ে প্রায় ১১ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে। – ২০০৪ সালের মতো কাল বৈশাখী হলে ছোট মহেশখালী, পৌরসভা ও মাতারবাড়ির প্রায় ৪০০ টি বোর্ড জাল সহডুবে গিয়ে প্রায় ৪ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে।	- মৌসুমী বায়ুর পরিবর্তন। - গাছের ডাল-পালা নিয়মিত ছাটাই না করা। - দৈনন্দিন কাজে ব্যবহারের জন্য গাট কেটে ফেলা।	- বাড়ি আশে পাশে পর্যাপ্ত শক্ত কাঠের গাছ না থাকা। - প্যারাবন নিধন। - মজবুত করে বাড়ি নির্মাণ না করা।	- প্যারাবন ও গাছ নিধন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইনের বাস্তবায়ন না থাকা।
পাহাড়ী ঢল - প্রতি বছরের ন্যায় পাহাড়ী ঢল বা পাহাড় ধ্বস হলে অনেক মানুষ মারা যেতে পারে। - ছোট মহেশখালী, শাপলাপুর, হোয়ানক, বড়মহেশখালী ও কালারমারছড়া ইউনিয়নের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর লেখাপড়া সাময়িক ভাবে বন্ধ থাকতে পারে। - প্রতিবছরের ন্যায় পাহাড়ধ্বস বা পাহাড়ীঢল হলে শাপলাপুর, কালারমারছড়া, হোয়ানক, ছোটমহেশখালী ও	- অতিবৃষ্টি	- পাহাড় কাটা - ছড়া ভরাট - গাছ কাটা - অপরিকল্পিত বাড়িঘর নির্মাণ - সচেতনতার অভাব	- পাহাড় কাটা ও গাছ নিধন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইনের বাস্তবায়ন না থাকা।

ঝুঁকির বর্ণনা	কারণ		
	তাৎক্ষনিক	মধ্যবর্তী	চুড়ান্ত
বড়মহেশখালী ইউনিয়নের বিভিন্ন প্রজাতির গাছপালা বিলুপ্ত হয়ে প্রায় ২০০ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে । -প্রতিবছরের ন্যায় পাহাড়ধ্বস বা পাহাড়ী ঢল হলে শাপলাপুর, কালারমারছড়া, হোয়ানক, ছোটমহেশখালী ও বড়মহেশখালী ইউনিয়নের প্রায় ১০০০ একর জমির ধান ও প্রায় ১৪০০ একর জমির পান নষ্ট হয়ে প্রায় ১৫০ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে ।			

৩.২ ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিতকরণ

মহেশখালী উপজেলাকে নানাবিধ আপদের ঝুঁকি থেকে মুক্ত করার জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে অনেক উপায় । এসব উপায়ের মধ্যে কিছু উপায় হচ্ছে তাৎক্ষণিক, কিছু মধ্যবর্তী আর কিছু হচ্ছে চুড়ান্ত । নিম্নে ঝুঁকি থেকে মুক্ত করার উপায়সমূহ তুলে ধরা হলো:

ঝুকির বর্ণনা	উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী
সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ১৯৯১ সালের মত জলোচ্ছ্বাস হলে - - প্রায় ২০০০০ জন মানুষ জীবন হারাতে পারে, প্রায় ৪০হাজার পরিবারে আবাসন হারায়ে প্রায় ৩৫ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে । - ২৫০০০টি গরু, ৭০০০০টি ছাগল, ১৭০০০টি মহিষ ৪০০০০০০টি হাঁস মুরগী মারা গিয়ে প্রায় ৪৫০ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে । – ৮০ কি:মি: বেড়িবাধ, ৮৫কি:মি: রাস্তা নষ্ট হয়ে ২ হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে । - প্রায় ২৫০টি মসজিদ, ৫০টি মন্দির, ১০টি বৌদ্ধ মন্দির, ৯০টি স্কুল/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ২২৫টি মাদ্রাসা, ৩০টি কবরস্থান, ৫টি শ্মশান, ২০টি হাট-বাজার, ১৮টি আশ্রয়কেন্দ্র ক্ষতি হয়ে প্রায় ২৫হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে । - প্রায় ৭৫০০০ জন মানুষ আহত হয়ে প্রায় ১০ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে । - প্রায় ৪০০০০ জন ছাত্র ছাত্রীর পড়ালেখা সাময়িক বন্ধ হতে পারে - প্রায় ১৪০০০ একর জমির প্রায় ১৫০০০০০ আড়ি ধান নষ্ট হয়ে প্রায় ৫০০০০০০টাকার ক্ষতি হতে পারে । প্রায় ৬৬০০০ একর জমির প্রায় ১০০০০০০০ মন লবণ নষ্ট হয়ে প্রায় ৬৮ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে । প্রায় ২৭০০০ একর জমিতে প্রায় ২৭০টি চিংড়ী	- ব্যাখ্যাসহ বিপদ সংকেত প্রচার । - আশ্রয় কেন্দ্র মেরামত করা - দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের জন্য ব্যক্তিগত ও সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ করা - দুর্যোগের পূর্ব প্রস্তুতি নেয়ার জন্য এলাকাবাসীকে উৎসাহিত করা । - সচেতনমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা ।	- প্যারাবন/ ঝাউ বন সৃষ্টি । - বেড়ী বাঁধ সংস্কার । - অআশ্রয় কেন্দ্রের সংযোগ রাস্তা সংস্কার - আশ্রয় কেন্দ্রে মহিলাদের আলাদা ব্যবস্থা করা ও পানীয় জল ও পয়:নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা করা । - বেড়ীবাধের উপর শক্ত কাঠের বনায়ন করা ।	- নতুন আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ করা - আশ্রয় কেন্দ্রসমুহ একতলাসহ দ্বিতল বিশিষ্ট করা । - বেড়ী বাঁধ সংস্কারের মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা থাকা - প্রশাসনিক মনিটরিয় জোড়দার করা । - BWDB, UP ও স্থানীয় জনগণের সমন্বয়ে বাঁধ সংরক্ষণ কমিটি করা এবং এর মাধ্যমে নিয়মিত তদারকি করা ।

ঝুকির বর্ণনা	উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী
ঘের নষ্ট হয়ে প্রায় ৪০০ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে । ছোটমহেশখালী, শাপলাপুর, হোয়ানক, কালারমারছড়া ও বড় মহেশখালীর প্রায় ৭০০০ একর জমির পান নষ্ট হয়ে প্রায় ১৩৫কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে । - প্রায় ৩৮কোটি গাছ পালা ভেঙ্গে বা আংশিক নষ্ট হয়ে প্রায় ২৫০কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে । – ৫৫০০০ জন মানুষের পানিয় জলের অভাবে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রায় ৫ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে । - ২৫০০টি ছোট বড় বোট, ৭০০০টি জাল নষ্ট হয়ে প্রায় ১৪০ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে এবং প্রায় ৬৫০ টি বড় ছোট পুকুরের মাছ নষ্ট হয়ে প্রায় ২কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে			
জলাবদ্ধতা – বিগত ৭/ ৮ বছরের ন্যায় জলাবদ্ধতা থাকলে প্রায় ৩০০০০ জন মানুষের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রায় ৩০লক্ষ টাকার ক্ষতি হতে পারে । – বিগত ৫/৬ বছরের ন্যায় জলাবদ্ধতা থাকলে হোয়ানক, কতুবজুম, ছোট মহেশখালীর শিপাহী পাড়ার পশ্চিম উত্তর পাশ, কালামারছড়া, মাতার বাড়ি, ধলঘাটা ইউনিয়নের আংশিক যোগাযোগ ব্যহত হয়ে বছরে ৫ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে । – শিশু ও নারী পুষ্টি হীনতায় ভুগতে পারে এবং জলাবদ্ধতার কারণে শিশুদের প্রাণ হানি হতে পারে । – বিগত পাঁচ বছরের ন্যায় জলাবদ্ধতা থাকলে পৌরসভা, মাতারবাড়ি, কুতুবজুম ও ধলঘাটা ইউনিয়নের ৮০০০ জন ছাত্র/ ছাত্রীর সাময়িক ভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাওয়া ও পড়া লেখা বন্ধ হয়ে যেতে পারে – বিগত পাঁচ বছরের ন্যায় জলাবদ্ধতা থাকলে শাপলাপুর, ধলঘাটা ও মাতারবাড়ির ২৫০০টি নলকুপ নষ্ট হয়ে প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার ক্ষতি হতে পারে । – বিগত পাঁচ বছরের ন্যায় জলাবদ্ধতা থাকলে প্রায় ৪০০টি পুকুরের মিঠা পানির মাছ চাষ এর উৎপাদন কমে যেতে পারে ।	- আরসিসি পাইপ দিয়ে পানি সরানোর ব্যবস্থা করা	- পানি নি:ষ্কাশনের জন্য স্লুইচ গেট সঠিকভাবে ব্যবহার করা । - স্লুইচ গেটের সাথে খাল বা নালা দেয়া । - খাল পুন: খনন করা । - গ্রামের মধ্যে সংযোগ রাস্তা নির্মাণের সময় পানি সরানোর ব্যবস্থা না রাখা । - বসতি এলাকায় চিংড়ী ঘের না করা ।	- বসতি এলাকায় চিংড়ী চাষ বন্ধ করা ও চাষের জন্য জমির লিজ বন্ধ করার কঠিন আইন গ্রহণ ও প্রয়োগ করা । - পরিকল্পিত রাস্তা ঘাট তৈরি করা । - বেড়ী বাঁধের সাথে স্লুইচ গেট দেয়া ।
লবণাক্ততা -লবনাক্ততার কারণে প্রায় ১৫০০০ নারী ও শিশু পুষ্টিহীনতায় ভুগতে পারে -বিগত ২/৩ বছরের মতো লবণাক্ততা চলতে	- বসতি এলাকায় চিংড়ী চাষ উৎপাদন নিষিদ্ধ করার জন্য সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ ।	- বেড়ী বাধ দ্রুত সংস্কার করা - বেড়ী বাঁধের দুই পাশে ব্যাপক গাছ লাগানো ।	- লবণ সহনীয় ধান ও ফসল উৎপাদনে বীজ ও প্রযুক্তি গত সহায়তা প্রদান ।

ঝুকির বর্ণনা	উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী
থাকলে ধলঘাটা, মাতার বাড়ি, কুতুবজুম, হোয়ানক, শাপলাপুর ও কালারার ছড়ার প্রায় ৮৫০০ পরিবারের ঘরবাড়ী নষ্ট হয়ে যেতে পারে –বিগত ২/৩ বছরের মতো লবণাক্ততা চলতে থাকলে প্রতি বছর প্রায় ৫০০০০টি গবাদি পশুর খাদ্যের অভাব দেখা দিতে পারে । –মাতার বাড়ি, ধলঘাটা, কুতুবজুম , কালামছড়া ও হোয়ানকের প্রায় ৪০০০০ মানুষের খাদ্যের অভাব দেখা দিতে পারে এবং যোগাযোগ সাময়িকভাবে বন্ধ হতে পারে এবং শিশুদের স্বাস্থগত সমস্যা দেখা দিতে পারে । –বিগত ২/৩ বছরের মতো লবণাক্ততা চলতে থাকলে প্রতি বছর বিশেষভাবে ধলঘাটা, মাতারবাড়ি, কুতুবজুম ইউনিয়ন ও অন্যান্য ইউনিয়নে প্রায় ১৫একর জমির জমির ফসল/ ধান উৎপাদন কমে গিয়ে প্রায় ২০০কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে । –বিগত ২/৩ বছরের মতো লবণাক্ততা চলতে থাকলে মাতারবাড়ি, ধলঘাটা, কুতুবজুম, শাপলাপুর, ছোট মহেশখালী ও হোয়ানক এলাকায় প্রতি বছর ফলজ গাছে ফলন কমে গিয়ে এবং বিভিন্ন প্রজাতির গাছ বিলুপ্ত হয়ে প্রায় ৫০ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে । -চলতি সময়ের মতো লবনাক্ততা থাকলে ধলঘাটা, মাতারবাড়ি ও কুতুবজুমের ২০০০টি নলকুপ নষ্ট/ পানি লবণাক্ত হয়ে প্রায় ২ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে ।	- লবণাক্ততায় কিভাবে বসতি ও জন জীবনের ক্ষতি হচ্ছে সে সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা ।	- প্যারাবন সৃষ্টি করা ।	- অপরিকল্পিত ও অবৈধভাবে লবণ ও চিংড়ী চাষ করা - অবৈধভাবে লবণ ও চিংড়ী চাষ নিয়ন্ত্রণ করার কঠিন আইন গ্রহণ ও প্রয়োগ নাই ।
জোয়ারের পানি –২০০৭ সালের মতো জোয়ারের পানি হলে বিশেষ করে কুতুবজুম, মাতারবাড়ি ও ধলঘাটার প্রায় ১৫০০০ গবাদি পশূর খাদ্যের অভাব দেখা দিয়ে প্রায় ১০ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে । –২০০৭ সালের মতো জোয়ারের পানি হলে প্রায় ৮০০০জন মানুষ বিভিন্ন রোগে ও পুষ্টি হীনতায় ভুগতে পারে –২০০৭ সালের মতো জোয়ারের পানি হলে ছোট মহেশখালী, ধলঘাটা, মাতারবাড়ি ও কুতুবজুম ইউনিয়নের প্রায় ৯০০০জন শিশুর পড়ালেখা সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যেতে পারে । –২০০৫ ও ২০০৭ সালের মতো জোয়ারের পানি হলে ৮টি ইউনিয়ন ও পৌরসভার প্রায় ২৫০০ একর জমির ধান নষ্ট হয়ে প্রায় ৫ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে । হোয়ানক, শাপলাপুর, কালারমারছড়া মাতারবাড়ি, কুতুবজুম, ধলঘাটা ও পৌরসভার প্রায় ৭০০০০ একর জমির লবণ	- প্যারাবন ও গাছ না কাটার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ করা । - সচেতনতা বৃদ্ধি	- বেড়ী বাঁধ সংস্কার করা । - বেড়ী বাঁধের দুই পাশে পর্যাপ্ত গাছ লাগানো । - প্যারাবন সৃষ্টি করা । - সুপরিকল্পিত ভাবে পানি নিস্কাশনের জন্য স্লুইচ গেট নির্মাণ ও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা - সচেতনতা বৃদ্ধি	- প্যারাবন ও গাছ নিধন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইনের প্রয়োগ করা । - বেড়ীবাধ সংস্কারের জন্য প্রকল্প হাতে নেয়া ও বাস্তবায়ন করা । - BWDB, UP ও স্থানীয় জনগণের সমন্বয়ে বাঁধ সংরক্ষণ কমিটি করা এবং এর মাধ্যমে নিয়মিত তদারকি করা ।

ঝুকির বর্ণনা	উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী
আংশিক/ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে প্রায় কোটি ৩০ লক্ষ টাকার ক্ষতি হতে পারে। এবং প্রায় ২৬০০০ একর জমির প্রায় ৩৫টি চিংড়ি ঘেরের উৎপাদন ব্যাহত হয়ে প্রায় ৪২০ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে। –২০০৭ সালের মতো জোয়ারের পানি হলে প্রায় ১৫০০০০টি গাছপালা মরে গিয়ে প্রায় প্রায় ৩ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে। –২০০৭ সালের মতো জোয়ারের পানি হলে কুতুবজুম, ধলঘাটা ও মাতার বাড়িসহ বিভিন্ন ইউনিয়নের প্রায় ৩০০০ নলকুপ নষ্ট হয়ে প্রায় ২ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে।			
নদী ভাঙ্গন – ২০০৭ সালের মতো নদী ভাঙ্গনের ফলে শাপলাপুর, মাতারবাড়ি ও ধলঘাটার ৬০০ টির মত ঘরবাড়ি ধ্বসে গিয়ে প্রায় ৭ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে। – মাতারবাড়ির উত্তর পূর্ব পাশ, ধলঘাটার পূর্ব পাশ, শাপলাপুরের পূর্ব পাশ ও ছোট মহেশখালীর মুদিরছড়া এলাকায় রাস্তা, বেড়িবাধ, বাজার, ২টি জেটি ও সংযোগ ব্রীজ ভেঙ্গে গিয়ে প্রায় ২০ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে – নদী ভাঙ্গনের ফলে মাতারবাড়ি, শাপলাপুর ও ধলঘাটা এলাকার ৬০০০ গাছ ভেঙ্গে গিয়ে আনুমানিক প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার ক্ষতি হতে পারে। ২০০৭ সালের মতো নদী ভাঙ্গন হলে পরিবেশের ভারসাম্য হারিয়ে ও মাটির ক্ষয় বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে প্রায় ২ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে।	- বেড়ী বাধের পাশে নৌকা রাখা বন্ধ করা। - নির্দিষ্ট স্থানে পরিকল্পিত ঘাট তৈরী করে নৌকা/ নৌযান রাখা।	- চিংড়ী ঘেরে পানি নিষ্কাশনের জন্য খালের মাধ্যমে স্লুইচ গেট দিয়ে পানি নিষ্কাশন করা। - বিহিন্ধি জাল না পাতানোর জন্য জেলেদের সচেতন করা। - ভাংগন স্থলে পাথর ঢালাই করা। - সিমেন্টের ব্লক দেয়া - সিমেন্ট অথবা বালুর বস্তা দেয়া।	- নদীর চরে প্যারাবন/ ঝাউ বন সৃষ্টি করা। - প্যারাবন ধ্বংস ও বিহিন্ধি জাল পেতে মাছ ধরা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইনের বাস্তবায়ন না থাকা। - BWDB, UP ও স্থানীয় জনগণের সমন্বয়ে বাঁধ সংরক্ষণ কমিটি করা এবং এর মাধ্যমে নিয়মিত তদারকি করা।
ভূমিকম্প – ১৯৯৯ সালের মতো ভূমিকম্প হলে অনেক মানুষ মারা যেতে পারে। প্রায় ১৫০০০ ঘর বাড়ি নষ্ট প্রায় ১২ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে। –১৯৯৯ সালের মতো ভূমিকম্প হলে বাজার, জেটিসহ এবং বেড়ি বাধ, কালভার্ট, সংযোগ সেতু, আশ্রয়কেন্দ্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে প্রায় ১৫০০ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে।	- পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।	- ভুমিকম্প সহনীয় বাড়ি ঘর তৈরীর নকশা ও নির্মাণ কৌশল সাধারণ জনগণকে জানানোর জন্য ব্যবস্থা করা।	- বিল্ডিং কোর্ড মেনে বাড়ি বানানো
ঘুর্ণিঝড়/ কাল বৈশাখী ঝড় – ২০০৪ সালের মতো ঘুর্ণিঝড়/ কাল বৈশাখী হলে অনেক লোকের প্রাণ হানি হতে পারে। - প্রায় ২০০০০টি ঘর বাড়ি আংশিক বা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে প্রায় ১০ কোটি টাকার ক্ষতি হতে	- বছরে কমপক্ষে ১বার গাছের ডালপালা ছাটাই করা।	- বাড়ি আশে পাশে শক্ত কাঠের গাছ লাগানো। - বাড়ি ঘর শক্ত করে তৈরী করা।	- স্থায়ীভাবে শক্ত কাঠের নার্সারী করা - দুই স্তর বিশিষ্ট বন সৃষ্টি করা (বেড়ী বাধের বাইরে সমুদ্র

ঝুকির বর্ণনা	উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী
পারে । – প্রায় ১৩০০০ একর জমির ধান, প্রায় ৬৬০০০ একর জমির লবণ, প্রায় ২৬০০০ একর জমির চিংড়ি ঘের অংশিক/ সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে প্রায় ১২০ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে । – ২০০৪ সালের মতো কাল বৈশাখী হলে উপজেলার ২ লক্ষ গাছের ডাল পালা ভেঙ্গে/ উপড়ে প্রায় ১১ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে । – ২০০৪ সালের মতো কাল বৈশাখী হলে ছোট মহেশখালী, পৌরসভা ও মাতারবাড়ির প্রায় ৪০০ টি বোর্ড জাল সহডুবে গিয়ে প্রায় ৪ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে ।			চরে) । - গাছ ও প্যারাবন নিধন নিয়ন্ত্রণ আইন গ্রহণ ও প্রয়োগ করা ।
পাহাড়ী ঢল - প্রতি বছরের ন্যায় পাহাড়ী ঢল বা পাহাড় ধ্বস হলে অনেক মানুষ মারা যেতে পারে । - ছোট মহেশখালী, শাপলাপুর, হোয়ানক, বড়মহেশখালী ও কালারমারছড়া ইউনিয়নের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর লেখাপড়া সাময়িক ভাবে বন্ধ থাকতে পারে । - প্রতিবছরের ন্যায় পাহাড়ধ্বস বা পাহাড়ীঢল হলে শাপলাপুর, কালারমারছড়া, হোয়ানক, ছোটমহেশখালী ও বড়মহেশখালী ইউনিয়নের বিভিন্ন প্রজাতির গাছপালা বিলুপ্ত হয়ে প্রায় ২০০ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে । - প্রতিবছরের ন্যায় পাহাড়ধ্বস বা পাহাড়ী ঢল হলে শাপলাপুর, কালারমারছড়া, হোয়ানক, ছোটমহেশখালী ও বড়মহেশখালী ইউনিয়নের প্রায় ১০০০ একর জমির ধান ও প্রায় ১৪০০ একর জমির পান নষ্ট হয়ে প্রায় ১৫০ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে ।	- ব্যক্তি উদ্যোগে ছড়া পূন: খনন ও পাহাড়ে বৃক্ষ রোপণ করতে জনগণকে উৎসাহিত করা । - সচেতন করা	- পাহাড় ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা - পাহাড় কাটা ও পাহাড়ের গাছ কাটা রোধ করে গাছ লাগানো ।	- পাহাড় কাটা ও গাছ নিধন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইনের প্রয়োগ করা । - জনগণকে পরিবেশ এর উপর সচেতন করার জন্য কার্যক্রম/ প্রকল্প পরিচালনা করা ।

৩.৩ এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা

ক্রমিক নং	এনজিও	দুর্যোগ বিষয়ে কাজ	উপকার ভোগীর সংখ্যা	পরিমান/ সংখ্যা	প্রকল্প গুলোর মেয়াদকাল
১.	রিক	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন	উপজেলার সকল জনগণ	৮টি ইউনিয়ন, ১টি পৌরসভা ও উপজেলা	জুলাই - ২০১৪
২	পউস	প্যারাবন সৃজন, কেয়া বনায়ন	১ নং ও ২ নং ওয়ার্ডের সকল জনগণ	ধলঘাটা ও কুতুবজুম ইউনিয়ন	২০০৭ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত
৩.	সুখী বাংলাদেশ	প্যারাবন সৃজন, কেয়া বনায়ন ও কাছিমের	১ নং ও ২ নং ওয়ার্ডের সকল	কুতুবজুম ইউনিয়ন	২০১০ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত

		ডিম সংরক্ষণ	জনগণ		

সারা বছর বিভিন্ন দুর্যোগে পতিত হলেও বিগত সময়ে দুর্যোগ প্রতিরোধ বা দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করা এবং মানুষের জীবন ও সহায় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য উপজেলা পর্যায়ে কোন সুদুরপ্রসারী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। সেদিক বিবেচনা করে সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে উপজেলার সকল ইউনিয়নের আর্থ- সামাজিক ও দুর্যোগ সংক্রান্ত তথ্য, জলবায়ুর প্রভাব, দুর্যোগ বিপদাপন্নতা, ঝুঁকি এবং ঝুঁকি হ্রাস করার কৌশল ও কার্যক্রম নিয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক কাজটি **রিক** বাস্তবায়ন করছে।

৩.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা

৩.৪.১ দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্প-নার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %	
১	ওয়ার্ড বা গ্রাম পর্যায়ে দল গঠন	২৭টি	৪৫০০	ইউপি, পৌরসভা	মার্চ	৩৫%	১৫%	৩০%	২০%	কার্যক্রমগুলো এলাকার জনগণকে তাৎক্ষণিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষ্যে পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণে সচেতন ও উদ্যোগী করবে। ফলে মানুষের জীবন ও সহায় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমবে। কার্যক্রমগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে সার্বিক আর্থ-সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখবে।
২	স্থানীয় পর্যায়ে বার্তা প্রচারে স্থানসমূহ চিহ্নিতকরণ	৪৫টি	-	ইউপি, ওয়ার্ড ও গ্রাম, পৌরসভা	মার্চ	সবাই সমন্বয় করে কাজ করবে	সবাই সমন্বয় করে কাজ করবে			
৩	বন্যা/ ঘটিত আপদের আগাম বার্তা প্রচারে পতাকা ব্যবস্থা উন্নয়ন	৬০টি	১৮০০০	ইউপি, ওয়ার্ড ও গ্রাম, পৌরসভা	মার্চ	৩৫%	১০%	৪০%	১৫%	
৪	স্থানীয় পর্যায়ে বন্যা/ ঘটিত আপদের আগাম সংবাদ প্রচারে লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন	১টি পৌরসভা ও ৮টি ১টি করে	-	ইউপি, পৌরসভা	মার্চ		সবাই সমন্বয় করে কাজ করবে			
৫	স্থানীয় বিপদ সীমা নির্ধারণ	১টি পৌরসভা ও ৮টি	-	ইউপি, পৌরসভ	মার্চ		সবাই সমন্বয় করে কাজ করবে			
৬	পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টি	১টি পৌরসভা ও ৮টি ওয়ার্ডে ১০টি করে	-	ইউপি, ওয়ার্ড ও গ্রাম, পৌরসভা	মার্চ		সবাই সমন্বয় করে কাজ করবে			
৭	মহড়ার আয়োজন	২৭টি	৩০০০০	ইউপি, পৌরসভা	মার্চ	৪০%	৫%	৪০%	১৫%	
৮	দুযোর্গ ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৮ব্যাচ	৯০০০০	ইউপি, পৌরসভা	মার্চ	৫০%	০০%	১০%	৪০%	
৯	শুকনা খাবার,	প্রায়	-	ইউপি,	মার্চ		সবাই			

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্প-নার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %	
	জীবন রক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা	৬০,০০০ পরিবার		ওয়ার্ড ও গ্রাম, পৌরসভা			সমন্বয় করে কাজ করবে			
১০	দুর্যোগ বিষয়ে স্কুল ছাত্র ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	১টি পৌরসভা ও ৮টি ইউনিয়নের সকল স্কুলে			মার্চ		সবাই সমন্বয় করে কাজ করবে			
১১	সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের ফোন নং সংরক্ষণ করা	১টি পৌরসভা ও ৮টি ইউনিয়নে	-	ইউপি, পৌরসভা	মার্চ		সবাই সমন্বয় করে কাজ করবে			

৩.৪.২ দুর্যোগ কালীন

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %	
১	উপজেলা প্রশাসন ও ইউনিয়ন পরিষদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ	৮টি ইউপিও ১টি পৌরসভা	-	উপজেলা ও ইউপি, পৌরসভ	এপ্রিল, মে, অক্টোবর, নভেম্বর		সবাই সমন্বয় করে কাজ করবে			কার্যক্রমগুলো এলাকার দুর্যোগ কালীন সময়ে মানুষের জীবন ও সহায় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে সহায়তা করবে।
২	প্রতিদিন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ	৮টি ইউপিও ১টি পৌরসভা	-	ইউপি, পৌরসভ	এপ্রিল, মে, অক্টোবর, নভেম্বর		সবাই সমন্বয় করে কাজ করবে			
৩	উজানে নিকটস্থ নদীর পানি বিপদ সীমা অতিক্রম করার সম্ভাবনা থাকলে অথবা ঝড়ের পূর্বাভাস আসার সাথে সাথেই জরুরী সভা আয়োজন এবং বার্তা প্রচারের জন্য সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ	৮টি ইউপিও ১টি পৌরসভা	২০০০০	ইউপি, পৌরসভ	এপ্রিল, মে, অক্টোবর, নভেম্বর	৪০%	৫%	৩৫%	২০%	কার্যক্রমগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে সার্বিক আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ও জাতীয় অর্থনীতি ইতিবাচক অবদান রাখবে।
৪	বিপদ সীমা অতিক্রম করলেই	৮টি ইউপিও ১টি	-	ইউপি, পৌরসভ	এপ্রিল, মে, অক্টোবর,		সবাই সমন্বয় করে কাজ			

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %	
	পরিকল্পনা অনুযায়ী বার্তা প্রচার	পৌরসভা			নভেম্বর		করবে			
৫	নারী, শিশু, বৃদ্ধ, অসুস্থ ও প্রতিবন্ধির জন্য জরুরীভাবে আশ্রয়কেন্দ্রে নেয়ার ব্যবস্থা করা	৮টি ইউপিও ১টি পৌরসভা	-	ইউপি, পৌরসভ	এপ্রিল, মে, অক্টোবর, নভেম্বর		সবাই সমন্বয় করে কাজ করবে			

৩.৪.৩ দুর্যোগ পরবর্তী

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %	
১.	দ্রুত উদ্ধার কাযক্রর্ম শুরু করা	৮টি ইউপিও ১টি পৌরসভা	-	ইউপি, পৌরসভা	এপ্রিল,মে-অক্টো,নভে		সবাই সমন্বয় করে কাজ করবে			দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়ন হলে মানুষের জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে সহায়তা করবে । দ্রুত পুণর্বাসন জীবিকায় সহায়তা করা হলে ক্ষয় ক্ষতি কাটিয়ে উঠবে এবং আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ও জাতীয় অর্থনীতি ইতিবাচক অবদান রাখবে ।
২.	আহত মানুষ উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করা	৮টি ইউপিও ১টি পৌরসভা	৫০০০০	ইউপি, পৌরসভা	এপ্রিল,মে-অক্টো,নভে	৬০%	০৫%	২০%	১৫%	
৩.	মৃত মানুষ দাফন ও গবাদি পশু অপসারণর ব্যবস্থা গ্রহণ করা	৮টি ইউপিও ১টি পৌরসভা	-	ইউপি, পৌরসভা	এপ্রিল,মে-অক্টো,নভে		সবাই সমন্বয় করে কাজ করবে			
৪.	৭২ ঘন্টার মধ্যে ক্ষয়-ক্ষতি নিরূপন ও চাহিদা পুরণ এবং চাহিদা পত্র দাখিল করা	৮টি ইউপিও ১টি পৌরসভা	-	ইউপি, পৌরসভা	এপ্রিল,মে-অক্টো,নভে		সবাই সমন্বয় করে কাজ করবে			
৫.	যোগাযোগ পুন:প্রতিষ্ঠা করা	৮টি ইউপিও ১টি পৌরসভা	-	ইউপি, পৌরসভা	এপ্রিল,মে-অক্টো,নভে		সবাই সমন্বয় করে কাজ করবে			
৬.	ধবংসাবশেষ পরিষ্কার করা	৮টি ইউপিও ১টি পৌরসভা	-	ইউপি, পৌরসভা	এপ্রিল,মে-অক্টো,নভে		সবাই সমন্বয় করে কাজ করবে			

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য	কোথায়	বাস্তবায়নের	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন
৭.	প্রশাসনিক পুন:প্রতিষ্ঠা	৮টি ইউপিও ১টি পৌরসভা	১০০%	ইউপি, পৌরসভা	এপ্রিল,মে-অক্টো,নভে	৪০%	০৫%	৩৫%	২০%	
৮.	জরুরী পূণর্বাসন ও জীবিকা সহায়তা করা	৮টি ইউপিও ১টি পৌরসভা	-	ইউপি, পৌরসভা	এপ্রিল,মে-অক্টো,নভে		সবাই সমন্বয় করে কাজ করবে			

৩.৪.৪ স্বাভাবিক সময়ে/ ঝুঁকিহ্রাস সময়ে

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %	
১.	উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে যোগাযোগ	৮টি ইউপিও ১টি পৌরসভা	-	উপজেলাও পৌরসভা	মার্চ	সবাই সমন্বয় করে কাজ করবে				কার্যক্রমগুলো এলাকার জনগণকে স্থায়ী দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষ্যে পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণে সচেতন ও উদ্যোগী করবে। মানুষের জীবন ও সহায় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে সহায়তা করবে। কার্যক্রমগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে সার্বিক আর্থ-সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখবে।
২.	সরকার কর্তৃক নির্ধারিত দিনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দুর্যোগ দিবস পালন করা	৮টি ইউপিও ১টি পৌরসভা	-	উপজেলা ও ইউপি, পৌরসভা	মার্চ	সবাই সমন্বয় করে কাজ করবে				
৩.	স্থানীয় জনগণের দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসকরণ ও দুর্যোগ মোকাবেলা পদ্ধতি উদ্ভাবনের স্ব স্ব এলাকার স্বেচ্ছাসেবক দলের মাধমে সব ধরণের কার্যক্রমকে উৎসাহিত করা	৮টি ইউপিও ১টি পৌরসভা	-	ইউপি, পৌরসভা	মার্চ	সবাই সমন্বয় করে কাজ করবে				
৪.	প্রতি দু'মাসে একবার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা ব্যবস্থা করা	৮টি ইউপিও ১টি পৌরসভা	-	উপজেলা ও ইউপি, পৌরসভা	মার্চ	সবাই সমন্বয় করে কাজ করবে				
৫.	স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন বা পূণ:র্গঠন	৮টি ইউপিও ১টি পৌরসভা	-	ইউপি, পৌরসভা	মার্চ	সবাই সমন্বয় করে কাজ করবে				
৬.	দুর্যোগ সর্ম্পকিত কর্ম পরিকল্পনা হালনাগাদ করণ ও পরিক্ষণ	৮টি ইউপিও ১টি পৌরসভা	-	ইউপি, পৌরসভা	মার্চ	সবাই সমন্বয় করে কাজ করবে				

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %	
৭.	ঝুঁকি মানচিত্র তৈরী করা	৮টি ইউপিও ১টি পৌরসভা	১০০০০	ইউপি, পৌরসভা	মার্চ	৪৫%	০৫%	৩০ %	২০ %	
৮.	স্থানীয় দুর্যোগ কালীন 'জরুরী সাড়া দল' গঠন	৮টি ইউপিও ১টি পৌরসভা	-	ইউপি, পৌরসভা	মার্চ	সবাই সমন্বয় করে কাজ করবে				
৯.	বাড়িঘরসহ বিভিন্ন স্থাপনা উঁচু ও মজবুত করা ।	৮টি ইউপিও ১টি পৌরসভা	-	ইউপি, ওয়ার্ড ও গ্রাম, পৌরসভা	মার্চ	সবাই সমন্বয় করে কাজ করবে				

চতুর্থ অধ্যায়

জরুরী সাড়া প্রদান

৪.১ জরুরী অপারেশন সেন্টার (EOC):

দুর্যোগকালে মহেশখালী উপজেলায় একটি জরুরী অপারেশন সেন্টার গঠিত হয়। উক্ত সেন্টার দুর্যোগকালে জরুরী সাড়া প্রদানের লক্ষ্যে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে থাকে। পাশাপাশি সকল কাজের সমন্বয় করে থাকে। উল্লেখ্য যে, জনসাধারণের সুবিধার্থে দুর্যোগকালীন সময়ে জরুরী অপারেশন সেন্টার ২৪ ঘন্টা খোলা থাকে। উক্ত সময়ে ঐ সেন্টার তথ্য, উপাত্ত সংগ্রহ, পরিবীক্ষণ ও পরিদর্শন এবং সম্পদর ব্যবস্থাপনা করে থাকে। জরুরী অপারেশন সেন্টারটি উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার এর তত্বাবধানে খোলা হয়। মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন তথ্য জানানোর সুবিধার্থে ঐ সেন্টারে একটি টেলিফোন ব্যবহার করা হয়। অপারেশন সেন্টারে একটি কন্ট্রোল রুম ও ১টি যোগাযোগ সেল থাকে। নিম্নে জরুরী অপারেশন সেন্টারের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম,পদবী ও মোবাইল নম্বর প্রদান করা হলো:

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১.	**মো: হোসাইন ইব্রাহিম**	উপজেলা চেয়ারম্যান	০১৮১৯১৭১২৯০
২.	**মৌলভী জহির**	উপজেলা পুরুষ ভাইস চেয়ারম্যান	
৩.	**জাহানারা জাহাঙ্গীর**	উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান	
৪.	**মো:আনোয়ারুল নাসের**	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	০১৭৩২৫৯২৩২১
৫.	**মো:শফিউল আলম**	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	০১৮৩৪৩৭৯২৭৭
৬.	**হাফিজ আহমদ**	সহ:পরিচালক সিপিপি মহেশখালী	০১৭১২০২৬৩০৪
৭.	**মো:ছিদ্দিক আহমদ**	উপজেলা টিম লিডার সিপিপি	০১৮১৫৬৮১৮৮৬
৮.	**মফিজুর রহমান মাসুদ**	ই জি পি পি	

৪.১.১ জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা

- দুর্যোগ হওয়ার সাথে সাথেই ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে জরুরী কন্ট্রোল রুম স্থাপন করা।
- জরুরী কন্ট্রোল রুমে পালাক্রমে একসংগে কমপক্ষে ৩/৪ জন স্বেচ্ছাসেবক ও চৌকিদারদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা।
- উপজেলার সকল ইউনিয়নের সাথে আর ইউনিয়নগুলোর উপজেলা কার্যালয়ের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা।
- কন্ট্রোল রুমে একটি রেজিস্টার খাতা থাকবে, সেখানে কোন সময় কে দায়িত্ব পালন করবে এবং দায়িত্বকালীন সময়ে কি সংবাদ পাওয়া গেল তা লিপিবদ্ধ করা।

- দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে কোন এলাকা, কোন রাস্তা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তা চিহ্নিত করে প্রতিবেদন তৈরি করা ।
- কন্ট্রোল রুমে দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে রেডিও, টর্চ লাইট, চার্জার লাইট, লাইফ জ্যাকেট, ব্যাটারী, রেইন কোর্ট প্রভৃতি চাহিদা অনুযায়ী মজুদ রাখা ।

৪.২ আপদ কালীন পরিকল্পনা

ক্রঃ নং	কাজ	লক্ষ মাত্রা	কখন করবে	কে করবে	কারা সাহায্যে করবে	কিভাবে করবে	যোগাযোগ
১.	স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা	৮টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভায় প্রায় ৩৫০ জন	ফেব্রুয়ারী -মার্চ মাসে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, পৌরসভা ও ইউনিয়ন কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি	সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা এবং কমিউনিটির জনগণ	প্রশিক্ষণ,ওরিয়েন্টেশন ও মিটিং	ইউনিয়ন ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ
২.	সতর্ক বার্তা প্রচার	৮টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভায়	আপদ আসলে	দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক	ঐ	প্রশিক্ষণ	ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ
৩.	জনগণকে আশ্রয়কেন্দ্রে পাঠানোর ব্যবস্থা	৮টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভায়	মহা বিপদ সংকেত প্রচারের সাথে সাথে	দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক	ঐ	সচেনতার মাধ্যমে	ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ
৪.	নৌকা, গাড়ী, ভ্যান প্রস্তুত রাখা	৮টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভায়	মার্চ ও সেপ্টেম্বর মাসে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, পৌরসভা ও ইউনিয়ন কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি	ঐ	নৌকা, গাড়ী ও ভ্যান চালকের সাথে আলোচনা করে তাদের ফোন নং সংরক্ষণ করা	ঐ
৫.	উদ্ধার কাজ ব্যবস্থাপনা	৮টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভায়	মার্চ ও সেপ্টেম্বর মাসে	ঐ	ঐ	উদ্ধার কাজ করতে পারে এমন কিছু স্বেচ্ছাসেবক নির্ধারণ করে ওরিয়েন্টেশন প্রদান	ইউনিয়ন ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ
৬.	প্রাথমিক চিকিৎসা/ স্বাস্থ্য সেবা	৮টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভায়	মার্চ ও সেপ্টেম্বর মাসে	ঐ	ঐ	কাছাকাছি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের যোগাযোগ ও ফোন নং সংরক্ষণ করা	উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ
৭.	মৃত প্রাণীর ব্যবস্থাপনা	৮টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভায়	মার্চ ও সেপ্টেম্বর মাসে	ঐ	ঐ	ওরিয়েন্টেশন	ইউনিয়ন ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ

ক্রঃ নং	কাজ	লক্ষ মাত্রা	কখন করবে	কে করবে	কারা সাহায্যে করবে	কিভাবে করবে	যোগাযোগ
৮.	শুকনা খাবার, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা	৮টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভায়	মার্চ ও সেপ্টেম্বর মাসে	ঐ	ঐ	কমিউনিটি ও সংস্থা যারা খাবার ও ঔষধ দিতে পারে তাদের সাথে সরাসরি আলোচনা ও ফোন নং সংরক্ষণ করা	ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ
৯.	গবাদী পশু চিকিৎসা, টিকার ব্যবস্থা	৮টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভায়	মার্চ ও সেপ্টেম্বর মাসে	ঐ	ঐ	ইউনিয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীর সাথে আলোচনা	ইউনিয়ন ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি এবং উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা সাথে যোগাযোগ
১০.	আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ	৮টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভায়	মার্চ ও সেপ্টেম্বর মাসে	ঐ	ঐ	সরাসরি আশ্রয়কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে প্রয়োজনীয় সংস্কার করা	ইউনিয়ন ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ
১১.	ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয় করা	৮টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভায়	মার্চ ও সেপ্টেম্বর মাসে	ঐ	ঐ	যারা এবং যে সব প্রতিষ্ঠান ত্রাণ দিবে তাদের সাথে যোগাযোগ করা	ইউনিয়ন ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ
১২	দুর্যোগ মহড়ার আয়োজন করা	৮টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভায়	মার্চ মাসে	ঐ	ঐ	বাস্তবতার ভিত্তিতে সরাসরি স্বেচ্ছাসেবক ও কমিউনিটির জনগণকে সাথে নিয়ে একটি নির্দিষ্ট স্থানে বিভিন্ন আপদের উপর মহড়া করা	ইউনিয়ন ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ
১৩	দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি, চাহিদা নিরূপণ ও প্রতিবেদন প্রস্তুত করা	৮টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভায়	দুর্যোগ পরবর্তী সময়	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	ঐ	দুর্যোগ হওয়ার পরপরই সরেজমিনে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করে ।	ইউনিয়ন ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ
১৪	জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা	৮টি ইউনিয়ন ও ১টি	মার্চ ও সেপ্টেম্বর	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, পৌরসভা ও ইউনিয়ন কার্যালয়ের	ঐ	কন্ট্রোল রুমের প্রয়োজনীয় সব উপকরণ ও তথ্য	উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত

ক্রঃ নং	কাজ	লক্ষ মাত্রা	কখন করবে	কে করবে	কারা সাহায্যে করবে	কিভাবে করবে	যোগাযোগ
		পৌরসভায়	মাসে	দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি		সংরক্ষণ করা	প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ

আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নির্দেশনা:

৪.২.১ স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা

- ৮টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভার সদস্যদের নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে ওয়ার্ড পর্যায়ে ছোট ছোট দল তৈরী করা ।
- স্বেচ্ছাসেবকদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উপর ইউনিয়নভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা ।
- প্রত্যেক দলের সদস্যদের জন্য সতর্ক বার্তা প্রচার, উদ্ধার কার্যক্রম, অপসারণ প্রক্রিয়া, আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনাসহ প্রয়োজনীয় ও জরুরী সকল কাজের উপর ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা ।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত সকলের মোবাইল নম্বর সংরক্ষণ করা ।

৪.২.২ সতর্ক বার্তা প্রচার করা

- স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে গ্রামের বিভিন্ন এলাকায় আবহাওয়ার তথ্য ও সতর্ক বার্তা প্রচার করা ।
- প্রত্যেক ইউপি ও পৌরসভার সদস্য নিজ দায়িত্বে তার এলাকার প্রত্যেক বাড়িতে সতর্ক বার্তা ও সংকেত প্রচারের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন ।
- এলাকার জনগণকে দুর্যোগের সতর্ক বার্তা প্রচারে সচেতন করা ।
- মহা বিপদ সংকেত রেডিও ও টেলিভিশনে প্রচারের সাথে মসজিদ থেকে মাইকের মাধ্যমে এবং স্কুল মাদ্রাসায় একটানা ঘন্টা বাজিয়ে এলাকার জনগণকে জানানো ।

৪.২.৩ জনগণকে আশ্রয়কেন্দ্রে পাঠানোর ব্যবস্থা

- রেডিও ও টেলিভিশনে মহা বিপদ সংকেত প্রচারের সাথে যাতে করে জনগণ নিকটস্থ আশ্রয়কেন্দ্রে যায় সে বিষয়ে তাদেরকে সচেতন ও উদ্যোগী করা ।
- প্রতি পরিবার বা বাড়ির প্রধান বা দায়িত্বশীল কাউকে এ বিষয়ে দায়িত্ব প্রদান করা ।
- মসজিদ ও স্কুল মাদ্রাসায় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার জন্য সংশ্লিষ্টদের দায়িত্ব প্রদান করা ।
- কোন এলাকার মানুয় কোথায় আশ্রয় নিবে তার একটি পরিকল্পনা করে রাখা ।

৪.২.৪ নৌকা, গাড়ী, ভ্যান প্রস্তুত রাখা

- রেডিও ও টেলিভিশনে মহা বিপদ সংকেত প্রচারের সাথে সাথে অথবা দুর্যোগ ঘটে গেলে যাতে করে অসুস্থ ব্যক্তি, প্রবীণ ব্যক্তি, গর্ভবতী নারী, শিশুসহ সকলকে যথসময়ে নিরপদে আশ্রয়কেন্দ্রে পৌঁছানার জন্য সঠিক স্থানে নৌকা, গাড়ী, ভ্যান প্রস্তুত রাখার ব্যবস্থা করা ।
- কোন এলাকার জন্য কারা দায়িত্ব পালন করবে তার একটি পূর্ব পরিকল্পনা প্রস্তুত রাখা ।
- চালক ও মাঝিদের ফোন নংগুলো জরুরী কন্ট্রোল রুমে সংরক্ষিত রাখা ।
- পাশাপাশি সকলের ফোন নং দায়িত্বপ্রাপ্তদের কাছে রাখার বিষয়ে নিশ্চিত করা ।

৪.২.৫ উদ্ধার কাজ ব্যবস্থাপনা

- উদ্ধার কাজ করতে পারবে এমন কিছু স্বেচ্ছাসেবক নির্ধারণ করে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা ।

- কে কোন এলাকার উদ্ধার কাঝে অংশ নিবে তার একটি পরিকল্পনা করে রাখা ।
- উদ্ধার কর্মীদের ফোন নংগুলো সকরের কাছে সংরক্ষিত রাখা ।

৪.২.৬ প্রাথমিক চিকিৎসা/ স্বাস্থ্য সেবা

- বিপদাপন্ন/ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় উদ্ধার কাজ পরিচালনার জন্য একটি তহবিল গঠন করা ।
- অস্থায়ী স্বাস্থ্য ক্যাম্প স্থাপনের একটি পরিকল্পনা করা ।
- সম্ভাব্য চিকিৎসা প্রদানকারীদের সাথে যোগাযোগ করা এবং তাদের ফোন নং সংরক্ষণ রাখার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কয়েক জনকে দায়িত্ব প্রদান করা ।
- দুর্যোগকালীন ও পরবর্তী সময়ে প্রবীণ ব্যক্তি, গর্ভবতী নারী, শিশুসহ অসুস্থ ব্যক্তিদের জরুরী ভিত্তিতে হাসপাতালে প্রেরণ করার জন্য স্বেচ্ছাসেবক নির্ধারণ করা এবং তাদের দায়িত্ব পালন সম্পর্কে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা ।

৪.২.৭ মৃত প্রাণীর (মানুষ ও গবাদী পশু পাখি) ব্যবস্থাপনা

- স্বেচ্ছসেবকদের মধ্যে এই যারা কাজে অভিজ্ঞ তাদের নির্বাচন করে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা ।
- কে কোন এলাকার কী দায়িত্ব পালন করবে তার উপর একটি পূর্ব পরিকল্পনা করা ।
- মৃত ব্যক্তি সৎকার ও গবাদি পশু পাখি মাটি চাপা দেয়ার কাজে দায়িত্ব পালনকারী স্বেচ্ছাসেবকদের ইউপি সদস্যরা কিভাবে সহায়তা করবেন সেটিও নিশ্চিত করবেন । ।

৪.২.৮ শুকনা খাবার, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা

- এলাকার ধনী ব্যক্তিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যারা খাবার ও ঔষধ দিতে পারে তাদের সাথে যোগাযোগ করে ফোন নং সংরক্ষণ করা ।
- বাজারের বিভিন্ন দোকানে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় মালামাল (চিড়া, মুড়ি, চাল, ডাল, আলু, তেল, শিশু কাদ্য, টিন, পলিথিন, দিয়াশলাই প্রভৃতি) সংরক্ষণে রাখার ব্যবস্থা করা ।
- কারা কি সরবরাহ করবে, কোন এলাকায় সরবরাহ করবে তার একটি তালিকাসহ পূর্ব´পরিকল্পনা প্রস্তুত করা ।
- ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মীদের সাথে বসে প্রয়োজনীয় ঔষধের তালিকা প্রস্তুত করা এবং স্থানীয় বাজার ও কোম্পানীর কাছ থেকে সংগ্রহ করে রাখা ।
- মালামাল বহন করার জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহনের ব্যবস্থা রাখা ।
- ওয়ার্ড পর্যায় থেকে ইউপি সদস্যসহ কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবককে এই দায়িত্ব প্রদান করা ।

৪.২.৯ গবাদী পশু পাখির চিকিৎসা ও টিকার ব্যবস্থা

- ইউপি সদস্য ও ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবকদের গবাদী পশু পাখির চিকিৎসা ও টিকার উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা
- এই বিষয়ে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞদেও সাথে যোগাযোগ করে তাদেরকে দুর্যোগ মোকাবেলার কাজে সম্পৃক্ত করা ।
- উপজেলা প্রানী সম্পদ বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে অবস্থা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ সংরক্ষণ করা ।
- প্রানী সম্পদ বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মীদের ফোন নং সংরক্ষণে রাখা ।

৪.২.১০ আশ্রয় কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ

- ওয়ার্ডভিত্তিক আশ্রয় কেন্দ্রের তালিকা সংরক্ষণ করা ।

- বন্যায় ডুবেনা অথবা নদী ভাঙ্গন এলাকা থেকে দুরে এবং কাঠামোগতভাবে মজবুতও উঁচু, এমন রাস্তা, বেড়ীবাধঁ চিহ্নিত করে তালিকা করে রাখা ।
- নির্ধারিত আশ্রয় কেন্দ্র ছাড়া স্থানীয় স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত পাওে তার তালিকা তৈরি করা ।
- দুর্যোগের মৌসুম শুরু হওয়ার পূর্বেই আশ্রয় কেন্দগুলোর প্রযোজনীয় মেরামত ও সংস্কার করে ব্যবহার উপযোগী করে রাখা ।
- আশ্রয় কেন্দ্রগুলো নিরাপদ পানি ও পয়; নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা ।
- কোন্ এলাকার মানুষ কোন্ আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় নিবে তার তালিকা করে রাখা ।
- দুর্যোগকালীন সময়ে প্রবীণ, শিশু, অসুস্থ ও গর্ভবতী নারী বিবেচনা করে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করা ।
- গবাদি পশু পাখি, জরুরী খাদ্য, মূল্যবাণ ও প্রয়োজনীয় সম্পদ নিরাপদ স্থানে রাখতে সহায়তা করা ।
- কোন্ এলকার মানুষ কোন্ আশ্রয় কেন্দ্রে যাবে, তার তালিকা ও পরিকল্পনা কওে রাখা ।

৪.২.১১ ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয় করা

- উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী কমকর্তা এবং ইউনিয়নে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজে সহায়তাকারী দল ও সংস্থার কাজ সমন্বয় করবেন ।
- বাইরের কোন ব্যক্তি সংস্থা ত্রাণ কার্যক্রম করতে আসলে তাদের নাম ও ঠিকানা, ত্রাণ সামগ্রীর নাম ও পরিমাণ কন্ট্রোল রুমের রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করা ।
- কারা কোন্ এলাকায় ত্রাণ দিবে তার তালিকা সংগ্রহ করতে হবে এবং বিতরণে সহায়তা ও সমন্বয় করা ।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি দুর্যোগের ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির সংখ্যার উপর ভিত্তি করে ক্রাণ সামগ্রীর বরাদ্দের পরিমাণ ঠিক করা ।
- কমিটি বরাদ্দকৃত ত্রাণ সামগ্রীর পরিমাণ ও সংখ্যা জনগণের মাঝে প্রচারের ব্যবস্থা করা ।

৪.২.১২ দুর্যোগ মহড়ার আয়োজন করা

- দুর্যোগকালীন ও পরবর্তী সময়ে কিভাবে দায়িত্ব পালন করবে তার উপর আপদভিত্তিক সতর্ক বার্তা ও পূর্বাভাস প্রচার, উদ্ধার/ অপসারণ ও প্রাথমিক ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা বিষয়ে বেশ কয়েকটি মহড়া ওয়ার্ড পর্যায়ে আয়োজন করা ।
- সাইক্লোন ও বন্যাপ্রবণ এলাকাসমূহে বেশী বেশী মহড়ার আয়োজন করা ।
- প্রতি বছর মার্চ/ এপ্রিল ও সেপ্টেম্বর/ অক্টোবর মাসে প্রয়োজনীয় মহড়ার মাধ্যমে নিজেদেও প্রস্তুতির অবস্থা পরীক্ষা করা ।
- মহড়া অনুষ্ঠান সরাসরি ঝুঁকি প্রবণ এলাকায় পরিচালনা করা ।
- মহড়া অনুষ্ঠানে অসুস্থ, প্রবীণ, শিশু, প্রতিবন্ধী ও গর্ভবতী নারীদের কিভাবে নিরাপদ স্থানে নেয়া যাবে, সে বিষয়ে বেশী গুরুত্ব দেয়া ।

৪.২.১৩ দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি, চাহিদা নিরূপণ ও প্রতিবেদন প্রস্তুত করা

- দুর্যোগ ঘটার পর সকল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ২৪ ঘন্টার মধ্যে ‘এস ও এস’ ফরম ও ৭ দিনের মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের কাছে পাঠাবেন ।
- ইউনিয়নের চেয়ারম্যানগণ স্ব স্ব ওয়ার্ডের প্রাপ্ত তথ্য ইউনিয়ন সচিব কমিটির সদস্যদের সহায়তায় একত্রিত করে ১২ ঘন্টার মধ্যে প্রতিবেদন আকারে উপজেলায় পাঠাবেন ।

৪.২.১৪ জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা

- উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগ ঘটার সাথে সাথে উপযুক্ত স্থানে জরুরী কন্ট্রোল রুম চালু করা ।
- দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গকে জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনার জন্য সার্বিক দায়িত্ব প্রদান করা ।
- কন্ট্রোল রুমের কাজে সহায়তা করার জন্য স্থানীয় পর্যায়ের সরকারী বেসরকারী সংস্থার কর্মী, ইউপি'র চৌকিদার নিয়োগ করে তাদের তালিকা তৈরি করা ।
- জরুরী কন্ট্রোল রুমে কোন্ সময় কে দায়িত্ব পালন করবে তার তালিকা করা (ব্যবস্থাপনা পর্যায় ও কাজ বাস্তবায়ন পর্যায়) ।
- রুমে দায়িত্ব পালনকালীন যত তথ্য ও সংবাদ পাওয়া যাবে, সাথে সাথে তা লিপিবদ্ধ করা ।
- দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে কোন এলাকা, কোন রাস্তা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তা চিহ্নিত করে প্রতিবেদন প্রস্তুত করা ।
- ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার জন্য সরকারী, বেসরকারী ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিতরণকৃত ত্রাণ সামগ্রীর তথ্য সংরক্ষণ করা ।

৪.৩ জেলা/ উপজেলার নিরাপদ স্থানসমুহের তালিকা ও বর্ননা

মহেশখালী উপজেলায় ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র এবং স্কুল কাম শেল্টার আছে ৮৪টি । এগুলো ১৯৮৬, ১৯৯৩ - ১৯৯৫ সালের মধ্যে সিসিডিবি, রেড ক্রিসেন্ট কর্তৃক নির্মাণ করা হয়েছিল । এছাড়াও দুর্যোগের সময় জরুরী মহুর্তে ইউপি ও পৌরসভা ভবনগুলো ব্যবহৃত হয়ে থাকে । ইউনিয়নভিত্তিক নিরাপদ স্থানসমূহের তালিকাসহ বর্ণনা তুলে ধরা হলো:

আশ্রয়কেন্দ্র	নাম	ইউনিয়নের নাম	ধারন ক্ষমতা	মন্তব্য
মাটির কিল্লা	-	-	-	এখানে কোন মাটির কিল্লা নেই
ঘুর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র ১৯৮৬, ১৯৯৩ - ১৯৯৫ সালের মধ্যে সিসিডিবি, রেড ক্রিসেন্ট কর্তৃক ২তলা বিশিষ্ট শেল্টার নির্মাণ করা হয়	পশ্চিম ফকিরা ঘোনা হাজী আবু ছৈয়দ কোং বাড়ি সংলগ্ন, ফকিরা ঘোনা, পশ্চিম ফকিরা কাটা মসজিদ সংলগ্ন, নতুন বাজার আশ্রয়কেন্দ্র	বড় মহেশখালী (৪টি) ৯ ও ১নং ওয়ার্ড	১৬০০	প্রতিটি ব্যবহার অনুপোযোগী । সংস্কার করা প্রয়োজন ।
	তেলী পাড়া, ঠাকুর তলা ও উম্বনিয়া পাড়া আশ্রয়কেন্দ্র	ছোট মহেশখালী (৩টি) ৮নং ওয়ার্ড	৮৫০	প্রতিটি ব্যবহার অনুপোযোগী । সংস্কার করা প্রয়োজন ।
	নাছির মো: ডেইল, মহুরী ঘেনা, বানজামিরা ঘেনা, সরইতলী, উত্তর সুতরিয়া পাড়া, সিকদার পাড়া, সুতরিয়ার ডেইল, খাতুর বাপের পাড়া, পন্ডিতের ডেইল, সাপমারার ডেইল আশ্রয়কেন্দ্র	ধলঘাটা (৯টি) ১, ৪, ৫, ৮ ও ৯নং ওয়ার্ড	৩০০০	প্রতিটি ব্যবহার অনুপোযোগী । সংস্কার করা প্রয়োজন ।
	কালগাজীর পাড়া, হরিয়ার ছড়া, হোয়ানক কমিউনিটি সেন্টার, কেরুণ তলী আশ্রয়কেন্দ্র	হোয়ানক (৪টি) ২ ও ৭ নং ওয়ার্ড	২৫০০	প্রতিটি ব্যবহার অনুপোযোগী । সংস্কার করা প্রয়োজন ।
	দ: ঝাপুয়া সিসিডিবি আশ্রয় কেন্দ্র	কালামারছড়া (১টি) ৫নং ওয়ার্ড	২৫০	ল্যাট্রিন, টিউবওয়েলসহ সংস্কার করা প্রয়োজন ।

আশ্রয়কেন্দ্র	নাম	ইউনিয়নের নাম	ধারন ক্ষমতা	মন্তব্য
	ঘটিভাঙ্গা মধ্যম পাড়া, চাঁন্দা কাট, লাল মো: সিকদার পাড়া ও বটতলী	কুতুবজুম (৪টি) ১, ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ড	২৫০০	প্রতিটি ব্যবহার অনুপোযোগী। ল্যাট্রিন, টিউবওয়েলসহ সংস্কার করা প্রয়োজন।
	দক্ষিণ রাজঘাট, উত্তর রাজঘাট, বান্ডি সিকদার পাড়া, উত্তর সিকদার পাড়া, উত্তর মিয়াজী পাড়া, ফুলজান মুড়া, পূর্ব মাইজ পাড়া, সরদার পাড়া, মধ্যম সাইরার ডেইল, মগডেইল বাজার সংলগ্ন ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	মাতারবাড়ি (১০টি) ১, ২, ৩, ৫,৭, ৮ ও ৯নং ওয়ার্ড	৩৩০০	প্রতিটি ল্যাট্রিন, টিউবওয়েলসহ মেরামত ও সংস্কার করা প্রয়োজন।
	জে এম ঘাট, ষাইট মারা ও দিনেশপুর ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	শাপলাপুর (৩টি) ১ ও ৯নং ওয়ার্ড	২০০০	প্রতিটি ব্যবহার অনুপোযোগী। ল্যাট্রিন, টিউবওয়েলসহ সংস্কার করা প্রয়োজন।
	গোরকঘাটা দ: রাখাইন পাড়া, ঘোনাপাড়া, গোরকঘাটা হিন্দু পাড়া গোরকঘাটা সিকদার পাড়া, চর পাড়া (১৯৮৬) ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	মহেশখালী পৌরসভা (৫টি) ৪, ৫, ৬, ৮ ও ৯নং ওয়ার্ড	৪৫০০	প্রতিটি ব্যবহার অনুপোযোগী। ল্যাট্রিন, টিউবওয়েলসহ সংস্কার করা প্রয়োজন।
স্কুল কাম শেল্টার ১৯৯৩ -১৯৯৫ সালের মধ্যে সরকারের ফ্যাসিলিটিজ বিভাগ ও সিসিডিবি কর্তৃক ২তলা বিশিষ্ট শেল্টার নির্মাণ করা হয়।	পশ্চিম ফকিরা ঘোনা স: প্রা: বি:, মুন্সির ডেইল সা: প্রা: বি:, মধুয়ার ডেইল স: প্রা: বি:, মধুয়ার ডেইল সা: প্রা: বি:, নতুন বাজার স: প্রা: বি:, জাগিরা ঘেনা আলমগীর ফরিদ টেকনিক্যাল কলেজ (৭নং ওয়ার্ড)	বড় মহেশখালী (৬টি) ১, ২, ৩, ৪, ৫ ৬ ও ৭নং ওয়ার্ড	৪৫০০	প্রতিটি ব্যবহার অনুপোযোগী। ল্যাট্রিন, টিউবওয়েলসহ সংস্কার করা প্রয়োজন।
	ছোট মহেশখালী সরকারী প্রা:বিদ্যালয়, সিপাহীর পাড়া সরকারী প্রা:বিদ্যালয়	ছোট মহেশখালী (২টি) ২ ও ৪ নং ওয়ার্ড	৮০০	প্রতিটি ব্যবহার অনুপোযোগী। সংস্কার করা প্রয়োজন।
	মহুরী ঘোনা স: প্র: বি:, সরইতলী স: প্রা: বি:, সুতরিয়ার ডেইল স: প্রা: বি:, সাপমারার ডেইল স: প্রা:বি:, ধলঘাটা হাই স্কুল (৫নং ওয়ার্ড)	ধলঘাটা (৫টি) ২, ৪, ৫, ৬ ও ৯নং ওয়ার্ড	১৩০০	প্রতিটি ব্যবহার অনুপোযোগী। ল্যাট্রিন, টিউবওয়েলসহ সংস্কার করা প্রয়োজন।
	টাইমবাজার স: প্রা: বি:, বানিয়া কাটা উচ্চ বিদ্যালয়, হোয়নক স: প্রা: বি:, কালালিয়া কাটা স: প্রা: বি:, পানির ছড়া স: প্রা: বিদ্যালয়, হোয়ানক ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	হোয়ানক (৫টি) ২, ৩, ৪, ৫, ও ৭নং ওয়ার্ড	৩৬০০	প্রতিটি ব্যবহার অনুপোযোগী। ল্যাট্রিন, টিউবওয়েলসহ সংস্কার করা প্রয়োজন।
	উত্তর নলবিলা স:প্রা:বি:, ইনুছখালী স:প্রা:বি:, উত্তর সরদার ঘোনা স: প্রা: বি:, চিকনী পাড়া স:প্রা:বি:, কালারমারছড়া স: প্রা: বি:, নুনাছড়ি এল জি ডি স: প্রা:বি:,	কালামারছড়া (৮টি) ১, ৩, ৪, ৫, ৭, ৮ ও ৯নং	৫৭৫০	প্রতিটি ব্যবহার অনুপোযোগী। ল্যাট্রিন, টিউবওয়েলসহ সংস্কার করা প্রয়োজন।

আশ্রয়কেন্দ্র	নাম	ইউনিয়নের নাম	ধারন ক্ষমতা	মন্তব্য
	আধারঘোনা স:প্রা:বি:, নুনাছড়ি মইনুল ইসলাম সিনিয়র মাদ্রাসা	ওয়ার্ড		
	ঘটিভাঙ্গা পশ্চিম পাড়া সরকারী প্রা:বি: সোনাদিয়া স: প্রা:বি:, নয়াপাড়া স: প্রা:বি: মেহেরিয়া পাড়া: স: প্রা: বি:, তাজিয়াকাটা স: প্রা:বি:, খন্দকার পাড়া স: প্রা: বি:	কুতুবজুম (৬টি) ১, ২, ৬, ৭, ৮ ও ৯নং ওয়ার্ড	৪৫০০	প্রতিটি ব্যবহার অনুপোযোগী। ল্যাট্রিন, টিউবওয়েলসহ সংস্কার করা প্রয়োজন।
	মাতারবাড়ী স:প্রা:বি:, মাতারবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়, দক্ষিন রাজঘাট স:প্রা:বি:, পুরান বাজার স:প্রা:বি:, উ: সিকদার পাড়া স:প্রা:বি:	মাতারবাড়ি (৫টি) ১, ৩, ৫ও ৬নং ওয়ার্ড	১৯০০	প্রতিটি ল্যাট্রিন, টিউবওয়েলসহ সংস্কার করা প্রয়োজন।
	শাপলাপুর উচ্চ বিদ্যালয় কয়েদাবাদ সরকারী প্রা: বিদ্যালয়	শাপলাপুর (২টি) ৬ ও ৮ নং ওয়ার্ড	১০০০	প্রতিটি সংস্কার করা প্রয়োজন।
	মহেশখালী মডেল স: প্রা: বিদ্যালয়, বড় বার্মিজ সরকারী প্রা:বি:	মহেশখালী পৌরসভা (২টি) ৩ ও ৪ নং ওয়ার্ড	২০০০	প্রতিটি ব্যবহার অনুপোযোগী। ল্যাট্রিন, টিউবওয়েলসহ সংস্কার করা প্রয়োজন।
সরকারী/ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান	-	-	-	-
ইউপি ভবন	৮টি ইউপি ভবন ও ১টি পৌরসভা ভবন	-	-	দুর্যোগকালীন সময়ে চাহিদার ভিত্তিতে ব্যবহার করা হয়।
উঁচু রাস্তা	-	-	-	-

এই সব আশ্রয়কেন্দ্রগুলো অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে আছে। আশ্রয়কেন্দ্রে স্বেচ্ছাসেবকদের উপকরণ ও যন্ত্রপাতি মধ্যে কিছু সিপিপি ইউনিট টিম এর তত্বাবধানে আছে আর কিছু আছে উপজেলা সিপিপি অফিসে এর তত্তাবধানে। আশ্রয়কেন্দ্রগুলি ব্যবহার উপযোগী করার জন্য সংস্কার/ মেরামতের প্রয়োজন। সবগুলো আশ্রয়কেন্দ্রের সাথে বসতির সংযোগ রাস্তা ব্যবহার অনুপোযোগী। বিধায় রাস্তাগুলো পুণ:সংস্কার ও উঁচু করার প্রয়োজন।

৪.৪ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠনঃ

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দুর্যোগের সময় মানুষের জীবন ও সম্পদ বাঁচানো, গবাদী পশু পাখির জীবন রক্ষা এবং আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি খুবই জরুরী। এই কমিটিতে ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার, নারী মেম্বার, সমাজসেবক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধি, শিক্ষক থাকবে। এই কমিটি এলাকাবাসীর সহায়তায় আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার সার্বিক দায়িত্ব পালন করবে।

আশ্রয়কেন্দ্র	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	পদবী	মোবাইল

আশ্রয়কেন্দ্র	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	পদবী	মোবাইল
স্কুল কাম শেল্টার ও ঘুর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র	৮টি ইউনিয়ন ১টি পৌরসভার সকল আশ্রয়কেন্দ্র	মো: হোসাইন ইব্রাহিম	উপজেলা চেয়ারম্যান	০১৮১৯১৭১২৯০
		মৌলভী জহির	উপজেলা পুরুষ ভাইস চেয়ারম্যান	
		জাহানারা জাহাঙ্গীর	উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান	
		মো:আনোয়ারুল নাসের	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	০১৭৩২৫৯২৩২১
		মো:শফিউল আলম	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	০১৮৩৪৩৭৯২৭৭
		হাফিজ আহমদ	সহ:পরিচালক সিপিপি মহেশখালী	০১৭১২০২৬৩০৪
		মো:ছিদ্দিক আহমদ	উপজেলা টিম লিডার সিপিপি	০১৮১৫৬৮১৮৮৬
		সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের ইউ পি চেয়ারম্যান	ইউ পি চেয়ারম্যান	
		সংশ্লিষ্ট স্কুল আশ্রয়কেন্দ্রের প্রধান শিক্ষক	প্রধান শিক্ষক	

৪.৫ উপজেলারসম্পদের তালিকা (যা দুর্যোগকালে ব্যবহৃত হতে পারে)

অবকাঠামো/ সম্পদ	সংখ্যা	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	সংক্ষিপ্ত বর্ননা
আশ্রয় কেন্দ্র	৯০টি	স্ব স্ব ওয়ার্ডের ইউপি ও গন্যমান্য ব্যাক্তি	আশ্রয় কেন্দ্রগুলোর প্রতিটি ব্যবহার অনুপোযোগী হয়ে পড়েছে এবং অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে আছে। টিউবওয়েল, ল্যাট্রিনসহ সংস্কার করা প্রয়োজন।
বড় মেগাফোন	১৭টি		
ছোট মেগাফোন	৭৬টি	ঐ	
ওয়ারলেস	২টি	ঐ	
লাইফ জ্যাকট	৫২৭টি	ঐ	অধিকাংশ ইউনিয়নে লাইফ জ্যাকেট, গামবুট, রেইন কোর্ট, রেডিওসহ প্রায় সব জিনিষই নষ্ট হয়ে গেছে।
গামবুট	৪৯৭জোড়া	ঐ	
সাইরেন	৭৯টি	ঐ	
হেলমেট	২৯৭টি	ঐ	
	৪৫৫টি	ঐ	
বাই সাইকেল	৪৩টি	ঐ	
টর্চ লাইট	৫৮টি	ঐ	
এপ্রোন	১৭০টি	ঐ	
ফ্ল্যাগ স্ট্যান্ড (পতাকাসহ)	৫৯সেট	ঐ	
ইঞ্জিন চালিত নৌকা	৫টি	বোট মালিক	দীর্ঘ দিন বড় কোন দুর্যোগ না হওয়া কিছু সম্পদ ইউনিয়ন সিপিপি অফিসে আছে আর কিছু ইউনিট টিম লিডার, ইফনিট সদস্যদেও কাছে রয়েছে।
উদ্ধার টুল বক্স	২০টি	সিপিপি ইউনিয়ন টিম লিডার	
ওয়ারল্যাস সেট	১সেট	সিপিপি ইফনিট টিম লিডার ও সেচ্ছসেবকদেও দায়িত্বে আছে	
স্ট্রেচার	১৯টি	ঐ	
মাইক	২টি	ঐ	
রেডিও (নষ্ট)	৮৮টি	ঐ	
ফাস্ট এইড বক্স	৭৬টি	ঐ	
টেবিল	৫টি	সিপিপি ইউনিয়ন অফিস	
চেয়ার	২১টি	ঐ	
আলমিরা	৫টি	ঐ	

৪.৬ অর্থায়ন:

মহেশখালী উপজেলার ৮টি ইউনিয়ন পরিষদ ও ১টি পৌরসভা থেকে অর্থায়ন সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলো:

(ক) নিজস্ব উৎস (ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস)

বসত বাড়ির বৎসরিক মুল্যেও উপর ট্যাক্স: **৩১৫৯০৯**/-, ব্যবসা পেশা ও জীবিকার উপর কর (ট্রেড লইসেন্স): **২৯৩০২০**/-, ইজারা বাবদ প্রাপ্তি (হাট-বাজার, ঘাট, লবণ গদি, খোয়াড় প্রভৃতি: **৬২৫০০০**/-, ইস্যূ কৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস: ৬০০০০/- মটর যান ও অন্যান্য যান বাহনের উপর কর: ১০০৭৭৭৭/-, ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার সাধারণ তহবিল: ১৮২৬২৫৫/- এবং অন্যান্য: ১০৮৬৩৮/- ।

নীচে ইউনিয়নভিত্তিক প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরা হলো:

উৎস্য / ধরণ	বাৎসরিক আয়								
	বড় মহেশখালী	ছোট মহেশখালী	ধলঘাটা	হোয়ানক	কালামারছড়া	কুতুবজুম	মাতারবাড়ি	শাপলাপুর	পৌরসভা
বসত বাড়ীর বাৎসরিক ট্যাক্স	১৩৮৬৮০	২৫০০	২৫০০	৯২৩১৪	৩০০০	১৪০০০	৬০০০০	২৯১৫	৩১৫৯০৯
ব্যবসা পেশা ও জীবিকার উপর কর (ট্রেড লইসেন্স)	৭৭৭৫০	৩৮২০	৪০০০	৪৮৫৫০	৭০০০	১৭১৫০	১২৪৮০০	৯৯৫০	২৯৩০২০
ইজারা বাবদ (হাট, ঘাট, বাজার, পুকুর, খোয়াড় ইত্যাদি)	৮৭৫০০	৮০০০০	১০০০০০	৪৬০০০	১০০০০০	৯৫০০০	৯৮০০০	১৮৫০০	৬২৫০০০

(খ) সরকারী সূত্রে অনুদান

- রাস্তা র্নিমাণ ও মেরামত: ৫০০০০০/- (পাঁচ লক্ষ টাকা)
- গৃহ নির্মাণ ও মেরামত: ২৮০০০০০/- (আঠাশ লক্ষ টাকা)
- উন্নয়ন সহায়তা তহবিল (এল জি এস পি): ২৫৬৩৩১১৭/-
- দক্ষতা ভিত্তিক: ৫৩২০০০/-
- **সংস্থাপন:**

পৌর সভা

মেয়র- ১৫০০০/-, কাউন্সিলর প্রতি- ৪০০০/-, সচিব- ১৫০০০/- , উপ সহ: প্রকৌশলী (সিভিল)- ৮৯০০, হিসাব রক্ষক- ৮৯৪০, বাজার পরিদর্শক- ৭১২০লাইসেন্স পরিদর্শক- ৬৬৪০. কব্ধারভেন্সি ইন্সপেক্টও ৬২৯০/ -এবং স্বাস্থ্য সহকারী টিকাদানকারী সুপারভাইজার সহ: কর আদায়কারীসহ অন্যান্যদের- ১০৭৫৪০/- ।

ইউনিয়ন পরিষদ

চেয়ারম্যান ও সদস্যদেও সম্মানী ভাতা:

চেয়ারম্যান (৮জন) প্রতি জন: সরকারী: ১৪৭৫ এবং পরিষদ থেকে: ১৫২৫/-

এম ইউ পি (৯৬জন) প্রতি জন: সরকারী: ৯৫০/-,পরিষদ থেকে: ১২০০/-

সচিব (স্কেল) ৮জন: ৭২০৬২/-
দফাদার (৮টি ইউনিয়ন) প্রতি জন: ২১০০/-
গ্রাম পুলিশ(৮টি ইউনিয়ন) প্রতি জন: ১৯০০/-

- **অনান্য:**

খাতের ধরণ	বাৎসরিক অনুদান								
	বড় মহেশখালী	ছোট মহেশখালী	ধলঘাটা	হোয়ানক	কালামারছড়া	কুতুবজুম	মাতারবাড়ি	শাপলাপুর	পৌরসভা
উন্নয়ন সহায়তা তহবিল (এল.জি.এস.পি)	১৭৮৫০০০	১১৪৬৮৩৫	৯০০০০০	১৭৭৬২১১	৭২১৩৬৫	১৭৫০৭৫২	১৮২৮৪১৫	৭১০৪৫৩৯	১৭০১৩১১৭
ভূমি হস্তান্তর কর ১%	১৫০০০০	২৩৬০০০	৮৯০০০	৩৭১৮৩৪	৩৬০০০০	২৫৮০৯৫	১৬০০০০	২৯৯৯২০	১৯২৪৮৪৯

(গ) স্থানীয় সরকার সূত্রে

উপজেলা পরিষদ কতৃক প্রদত্ত টাকা: ৪২২৪৩৩২/-

খাতের ধরণ	বাৎসরিক অনুদান								
	বড় মহেশখালী	ছোট মহেশখালী	ধলঘাটা	হোয়ানক	কালামারছড়া	কুতুবজুম	মাতারবাড়ি	শাপলাপুর	পৌরসভা
উপজেলা পরিষদ কতৃক প্রদত্ত টাকা	৭৯৯০০০	৫৯৯০০০	১০০০০০	৮৪৯২৩২	৪৫০০০	৫৯৯০০০	১৮৮০০০	১০৪৫১০০	৪২২৪৩৩২

(ঘ) বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা

- **এডিপি: ১৮৫০০০০/-**

৪.৭ কর্ম পরিকল্পনা হালনাগাদ করণ ও পরীক্ষা করণ

১. পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটি

২. পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি

১. পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটি

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১.	**মো: হোসাইন ইব্রাহিম**	উপজেলা চেয়ারম্যান	০১৮১৯১৭১২৯০
২.	**মৌলভী জহির**	উপজেলা পুরুষ ভাইস চেয়ারম্যান	
৩.	**জাহানারা জাহাঙ্গীর**	উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান	
৪.	**মো:আনোয়ারুল নাসের**	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	০১৭৩২৫৯২৩২১
৫.	**মোহাম্মদ শফিউল আলম**	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	০১৮৩৪৩৭৯২৭৭
৬.	**রাশেদুল আনোয়ার**	এরিয়া ম্যানেজার (রিক)	০১৭১৬৭৩৬৬৭৮
৭.	**আমিরুল বাহরাইন**	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	০১৭১৫২৩২২৯০
৮.	**শামশুল আলম কুতুবী**	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা	০১৮১৪৮১৪৮৫৪
৯.		উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা	

কমিটির কাজ

- ✓ কমিটির সদস্যরা নিজেদেও মধ্যে যোগাযোগ ও মতবিনিময় অব্যাহত রাখবে ।
- ✓ কমিটির কাজের সুবিধার্থে নিজেদের দায়িত্ব লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে ।
- ✓ প্রতি বৎসর এপ্রিল/ মে মাসে বর্তমান পরিকল্পনা পুংখানুপুংখভাবে পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন ও বিয়োজনের মাধ্যমে হালনাগাদ পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হবে । কমিটির সদস্য সচিব এ বিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করবেন ।
- ✓ প্রত্যক্ষ দুর্যোগের অব্যবহিত পরে ব্যবস্থাপনা ত্রুটিসমূহ পর্যালোচনার করে পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে হবে ।
- ✓ প্রতি বৎসর এপ্রিল/ মে মাসে জাতীয় দুর্যোগ দিবসে ব্যবস্থাপনা ব্যুরো নির্দেশনা মত কমপক্ষে একবার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উপর মহড়া অনুষ্ঠান করতে হবে ।
- ✓ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি জেলা দুযোর্গ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট হতে অনুমোদন করতে হবে ।
- ✓ পরিকল্পনা মাফিক কাজ বাস্তবায়ন তদারকি করতে হবে এবং ফিডব্যাক প্রদান করতে হবে ।

২. **পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও** রক্ষণাবেক্ষণ **কমিটি**

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১.	**মো: হোসাইন ইব্রাহিম**	উপজেলা চেয়ারম্যান	০১৮১৯১৭১২৯০
২.	**মৌলভী জহির**	উপজেলা পুরুষ ভাইস চেয়ারম্যান	মৌলভী জহির
৩.	**জাহানারা জাহাঙ্গীর**	মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান	
৪.	**মো:আনোয়ারুল নাসের**	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	০১৭৩২৫৯২৩২১
৫.	**মো:শফিউল আলম**	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	০১৮৩৪৩৭৯২৭৭
৬.	**আনোয়ার হোসেন**	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	০১৭১০৩৯৫০৬১
৭.	**রাশেদুল আনোয়ার**	এরিয়া ম্যানেজার (রিক)	০১৭১৬৭৩৬৬৭৮
৮.	**মো: ছিদ্দিক আহমদ**	উপজেলা টিম লিডার সিপিপি	০১৮১৫৬৮১৮৮৬
৯.	**মো: ছালেহ আহমদ**	(কমান্ডার) মুক্তিযোদ্ধা সংসদ	

কমিটির কাজ

- ✓ পরিকল্পনা মাফিক কাজ বাস্তবায়ন করতে হবে ।
- ✓ স্বেচ্ছাসেবকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে ।

- ✓ উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে ।
- ✓ পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ বাস্তবায়নে কোন সমস্যা হলে সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে ।
- ✓ পরিকল্পনা মাফিক কাজের অগ্রগতি যাচাই ও ফিডব্যাক প্রদান করতে হবে ।

পঞ্চম অধ্যায়

উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা

৫.১ ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়ণ

খাতসমূহ	বর্ননা
কৃষি	২০০-২২০ কি:মি: বেগে ঘূর্ণিঝড় হলে জমির প্রায় ৬০% ফসল সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে । ২০০৭ সালের মতো জোয়ারের পানি হলে জমির প্রায় ৪০% ফসল বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে । ৭৮৪০৮ একর আবাদী জমির মধ্যে ৩১৩৬৩ একর জমির ফসল, লবণ, চিংড়ী ও পানের ক্ষতি হতে পারে । বর্ষা মৌসুমে অতি বৃষ্টি ও পাহাড়ী ঢলের কারণে কৃষি জমির প্রায় ১২৫০০ একর) ফসল বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে । উৎপাদিত পাকা ধানের প্রায় ৭০% ফসল সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে । প্রতিবছর পোকার আক্রমণে জমির প্রায় ৫০% ধান নষ্ট হয়ে কৃষকরা আর্থিক ক্ষতির হতে পারে । সামুদ্রিক জলোচ্ছাসের কারণে জমির প্রায় ৪০% ফসল নষ্ট হতে পারে
অবকাঠামো	২০০-২২০ কি:মি: বেগে ঘূর্ণিঝড় হলে ৪০% মাটির ও ২০% টিনের বাড়ির ক্ষতি হতে পারে । বর্ষা মৌসুমে অতি বৃষ্টি ও পাহাড়ী ঢলের কারণে নীচু এলাকার প্রায় ৬০% ঘরবাড়ী নষ্ট হতে পারে । পাহাড়ের পাদদেশে ঝুকিপূর্ণ গ্রামগুলোতে পাহাড় ধ্বস হলে ৬০% ঘর বাড়ী সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে । কালবৈশাখী হলে উপজেলার ৪০% মাটির বাড়ি ও ২০% টিনের বাড়ী ক্ষতি হতে পারে
যোগাযোগ	১৯৯১ সালের মত ঘুর্ণিঝড় হলে চলাচল উপযোগী রাস্তার যোগাযোগ বিছিন্ন ও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যেতে পারে । অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ী ঢলের কারণে উপজেলার কাঁচা রাস্তার যোগাযোগ বিছিন্ন হয়ে যেতে পারে ।
মানব সম্পদ	বর্ষা মৌসুমে পাহাড় ধ্বস এ পাহাড়ী এলাকার ঝুঁকিপূর্ণ পাহাড়ী বসতিগুলো ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে ১৯৯১ সালের মত ঘুর্নিঝড় হলে উপজেলার পাহাড়ী এলাকার ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার ৫০% লোক আহত ও প্রায় ৩০০০ পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে পারে । কাল বৈশাখী হলে ৫% লোকের প্রাণ হানি ঘটতে পারে ।
পরিবেশ ও গাছ পালা	প্যারাবন নিধন ও বৃক্ষ নিধনের কারণে ৮০% বনজ সম্পদ নষ্ট ও পরিবেশ বিপর্যয় হতে পারে

খাতসমূহ	বর্ননা
মৎস্য / চিংড়ী	প্যারাবন নিধনের কারণে মাছের প্রজনন ও আবাসস্থল মারাত্নকভাবে ক্ষতির সম্মূখীন হতে পারে । জলোচ্ছ্বাসের কারণে উপকুলীয় এলাকাগুলোর প্রায় ৩৫০টি চিংড়ী ঘেরের এর মধ্যে প্রায় ২০০টি সম্পূর্ণরূপে ক্ষতির সম্মূখীন হতে পারে জোয়ারের পানির কারণে সমুদ্র উপকুলীয় এলাকাগুলোর প্রায় প্রায় ১০০ টি চিংড়ী ঘের সম্পূর্ণরূপে ক্ষতির সম্মূখীন হতে পারে অতি বৃষ্টি ও পাহাড়ী ঢলের কারণে খালের পাড়ে সাথে লাগানো প্রায় প্রায় ২০০টি চিংড়ী ঘের ক্ষতির সম্মূখীন হতে পারে ।
পান	২০০-২২০ কিলোমিটার বেগে ঘূর্ণিঝড় হলে পাহাড়ী জমির ৬০% পান ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে বর্ষা মৌসুমে অতিবৃষ্টির ও পাহাড়ী ঢলের কারণে প্রায় ৫০% পানের ক্ষতি হতে পারে । কালবৈশাখী হলে জমির ৩০% পান সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে । প্রতিবছর পোকার আক্রমণে জমির ৫০% পান নষ্ট হয়ে প্রায় ২০০কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে ।
লবণ	২০০-২২০ কিলোমিটার বেগে ঘূর্ণিঝড় হলে ২০০ একর লবণ মাঠ ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে । পাহাড়ী ঢলের কারণে প্রায় ২০০ একর লবণ মাঠ ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে । জোয়ারের পানির কারণে মহেশখালী চ্যানেল এর উপকুলবর্তী গ্রামগুলোর প্রায় ১৫০ একর লবণ মাঠ ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে ।

৫.২ দ্রুত /আগাম পুনরুদ্ধার

৫.২.১ প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১.	মো: হোসাইন ইব্রাহিম	উপজেলা চেয়ারম্যান	০১৮১৯১৭১২৯০
২.	মো: আনোয়ারুল নাসের	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	০১৭৩২৫৯২৩২১
৩.	মো:শফিউল আলম	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	০১৮৩৪৩৭৯২৭৭
৪.	আমিরুল বাহরাইন	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	০১৭১৫২৩২২৯০
৫.	মো: মোশাররেফ হোসেন	উপজেলা প্রকৌশলী	০১৮১৯৯৬৪৩১০
৬.	মো: শহিদুল্লাহ	উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	০১৭১৭১৪৯২৬২

৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১.	মৌলভী জহির	উপজেলা পুরুষ ভাইস চেয়ারম্যান	

২.	মো: কামাল হোসেন	উপ সহ:প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	০১৭১১৭৪৯১৭৩
৩.	আনোয়ার হোসেন	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	০১৭১০৩৯৫০৬১
৪.	ডা: জুলহাস আহমদ	উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা মহেশখালী (অতি:)	০১৭১১৯৬৭৮৫৫
৫.	মো: ছিদ্দিক আহমদ	উপজেলা টিম লিডার সিপিপি	০১৮১৫৬৮১৮৮৬

৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১.	মো: হোসাইন ইব্রাহিম	উপজেলা চেয়ারম্যান	০১৮১৯১৭১২৯০
২.	জাহানারা জাহাঙ্গীর	উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান	-
৩.	মো: আনোয়ারুল নাসের	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	০১৭৩২৫৯২৩২১
৪.	মো: শফিউল আলম	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	০১৮৩৪৩৭৯২৭৭
৫.	আমিরুল বাহরাইন	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	০১৭১৫২৩২২৯০
৬.	মো: মোশাররেফ হোসেন	উপজেলা প্রকৌশলী	০১৮১৯৯৬৪৩১০

৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১.	মো: হোসাইন ইব্রাহিম	উপজেলা চেয়ারম্যান	০১৮১৯১৭১২৯০
২.	মৌলভী জহির	উপজেলা পুরুষ ভাইস চেয়ারম্যান	
৩.	মো:আনোয়ারুল নাসের	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	০১৭৩২৫৯২৩২১
৪.	মো: শফিউল আলম	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	০১৮৩৪৩৭৯২৭৭
৫.	আনোয়ার হোসেন	উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা	০১৭১০৩৯৫০৬১
	রাশেদুল আনোয়ার	এরিয়া ম্যানেজার (রিক)	০১৭১৬৭৩৬৬৭৮

সংযুক্তি ১

আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেক লিষ্ট

চেক লিষ্ট

রেডিও ও টিভি মারফত আপদ/ দুর্যোগের বিপদ সংকেত প্রচারের সংগে সংগে নিম্নলিখিত ছক অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ।

ক্রঃ নং-	বিষয়	হ্যাঁ/না
১.	উপজেলায় উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং ইউনিয়ন পরিষদে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির জরুরী সভা আহ্বান করা এবং করণীয় নির্ধারণ করা ।	
২.	সতর্ক বার্তা প্রচারে নির্বাচিত স্বেচ্ছাসেবকদলের সদস্যদের ডেকে আসন্ন বিপদ সম্পর্কে প্রচার কাজ শুরু করতে বলা ।	
৩.	ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোকজনকে উদ্ধার করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা দল ঠিক কওে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়া ।	
৪.	২/৩ দিনের জন্য শুকনো খাবার ও নিরাপদ পানীয় জল নিরাপত্তা মোড়কে মাটির নিচে পুতে রাখার জন্য প্রচার করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা ।	
৫.	স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের নিরাপত্তার জন্য লাইফ জ্যাকেটসহ প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা ।	
৬.	ইউনিয়ন জরুরী নিয়ন্ত্রণ কক্ষ (কন্টোল রুম) সার্বক্ষণিক চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের ব্যবস্থা করা এবং রোস্টার ডিউটি বন্টন করা ।	
৭.	ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ের খাদ্যগুদাম/ ত্রাণ গুদাম এর প্রয়োজনীয় নিরপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা ।	
৮.	প্রয়োজনীয় সংখ্যক নৌকা, ভ্যানসহ যানবাহনের উপস্থিতি নিশ্চিত করা ।	
৯.	প্রয়োজনীয় ঔষধ পত্রাদিও মজুদ নিশ্চিত করা ।	
১০.	অন্যান্য	

চেক লিষ্ট

প্রতি বছর এপ্রিল মে মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় আলাপ আলোচনা করে নিম্নলিখিত ছক পুরণ করে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জেলা প্রশাসনে পাঠানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ।

ক্রমিক নং	বিষয়	উপযুক্ত স্থানে টিক চিহ্ন
১.	প্রতিটি ইউনিয়নের খাদ্য গুদামে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য মজুদ আছে	
২.	ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার শিশুদের টিকা/ ভ্যাকসিক দেয়া হয়েছে	
৩.	১ - ৬ বছরের শিশু ও মায়েদের ভিটামিন খাওয়ানো হয়েছে	
৪.	স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদেরকে বাৎসরিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে	
৫.	স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদেরকে নির্ধারিত দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে	
৬.	ইউপি ক্লিনিক হাসপাতালে প্রয়োজনীয় ঔষধ ও ওরস্যালাইন মজুদ আছে	
৭.	প্রতিটি আশয়কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জামাদি ও ঔষধ আছে	
৮.	প্রতিটি আশয়কেন্দ্রের জন্য নির্বাচিত পল্লী চিকিৎসক এলাকায় উপস্থিত আছেন	
৯.	প্রতিটি আশয়কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় ব্যবহার উপযোগী নলকুপ আছে	
১০.	প্রতিটি আশয়কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবহার উপযোগী ল্যাট্রিন আছে	
১১.	প্রতিটি আশয়কেন্দ্রের দরজা জানালা ঠিক আছে	
১২.	প্রতিটি আশয়কেন্দ্রে মহিলাদের জন্য আলাদা নিরাপদ ব্যবস্থা আছে	
১৩.	প্রতিটি আশয়কেন্দ্রে নির্বাচিত বিকল্প কেয়ার টেকার উপস্থিত আছে	
১৪.	প্রতিটি আশয়কেন্দ্রে গর্ভবতী মায়েদেও দেখা শুনা করার জন্য নির্বাচিত ধাত্রী আছে	
১৫.	গরু-ছাগল হাস মুরগী রাখার জন্য উঁচু স্থান কিংবা কিল্লা নির্ধারণ করা হয়েছে	
১৬.	আবহাওয়া ও বিপদ সংকেত প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় মাইক্রোফোন চালু আছে	
১৭.	কমপক্ষে ২/ ৩ দিনের জন্য শুকনো খাবার, পানীয় জল সংরক্ষণ করার জন্য জনগণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে	
১৮.	অন্যান্য	

সংযুক্তি ২

উপজেলা/ জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি (উপজেলা নির্বাচন ২০১৪ জন্য নতুন কমিটি গঠন করা হয়নি) ।

ক্র:নং	নাম	পদবী	সদস্য	মোবাইল
১.			সভাপতি	
২.			সদস্য সচিব	
৩.			সদস্য	
৪.			সদস্য	
৫.			সদস্য	
৬.			সদস্য	
৭.			সদস্য	
৮.			সদস্য	
৯.			সদস্য	
১০.			সদস্য	
১১.			সদস্য	
১২.			সদস্য	
১৩.			সদস্য	
১৪.			সদস্য	
১৫.			সদস্য	
১৬.			সদস্য	
১৭.			সদস্য	
১৮.			সদস্য	
১৯.			সদস্য	
২০.			সদস্য	
২১.			সদস্য	
২২.			সদস্য	
২৩.			সদস্য	
২৪.			সদস্য	
২৫.			সদস্য	
২৬.			সদস্য	
২৭.			সদস্য	
২৮.			সদস্য	
২৯.			সদস্য	
৩০.			সদস্য	
৩১.			সদস্য	

ক্র:নং	নাম	পদবী	সদস্য	মোবাইল
৩২.			সদস্য	
৩৩.			সদস্য	

সংযুক্তি ৩

সেচ্ছাসেবকদের তালিকা

৩.১. উপজেলা সেচ্ছাসেবকদের তালিকা

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল
০১	সাইদুল আলম	পিতা:মৃত:হাজী মো: ইউনুস	ধলঘাটা	সংকেত	০১৮১৫৬৭৪৩১৭
০২	মো:ইসমাইল	পিতা:মৃত: হাজী ফজল আক্তার	ধলঘাটা	উদ্ধার	০১৮১৩৩১৯১৩২
০৩	জাফর আলম	পিতা: হাজী সিরাজুল হক	ধলঘাটা	আশ্রয়	০১৮২০৬২৫৪৬৭
০৪	জাবের আহমদ	পিতা: গুরা মিয়া	ধলঘাটা	এাণ	
০৫	মনোয়ারা বেগম	স্বামি:আবদু শুক্কুর	ধলঘাটা	প্রাথমিক চিকিৎসা	
০৬	এস.এম সরওয়ার কামাল	পিতা: আবদুল মালেক	কালারমারছড়া	সংকেত	০১৮১১৬২২৩৫৬
০৭	মো: রবিউল		কালারমারছড়া	সহ: আশ্রয়	০১৮২৪৮০৯৫৯৬
০৮	আবু তাহের	পিতা: মৃত নজির আহমদ	কালারমারছড়া	উদ্ধার	০১৭১৩৬২৫৪১৮
০৯	ডা: ছাবের আহমদ	পিতা: মুছা আলী	কালারমারছড়া	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮১১২০১০৮৬
১০	কফিল উদ্দিন	পিতা: জাকের আহমদ	কালারমারছড়া	এাণ	
১১	এম.ওসমান সরওয়ার	হাজী রশিদ আহমদ	শাপলাপুর	সংকেত	০১৯৩৭৭৪৪৮৪৪
১২	ছৈয়দ মিয়া	পিতা: মৃত মো: কালু	শাপলাপুর	আশ্রয়	
১৩	জহিরুল আলম	পিতা: মৃত আবদুল জব্বার	শাপলাপুর	উদ্ধার	
১৪	হাসমত আরা বেগম	স্বামী: নুরুল কবির	শাপলাপুর	সহ:প্রাথমিক চিকিৎসা	
১৫	ফাহমিনা হাসান নাইমা	স্বামী: আবদু রশিদ	শাপলাপুর	সহ: এাণ	
১৬	মাহবুব আলম	পিতা:হারুনর রশিদ	ছোট মহেশখালী	সংকেত	০১৮১৯৬৯৬৮৯৯
১৭	নাসির উদ্দিন	পিতা: মো: ইলিয়াছ	ছোট মহেশখালী	আশ্রয়	
১৮	মো: সোবহান	পিতা: মৃত হাজী আজিজুর রহমান	ছোট মহেশখালী	উদ্ধার	০১৮১৭৭৯০৪৩২
১৯	নাসির উদ্দিন	পিতা: আবু সৈয়দ	ছোট মহেশখালী	প্রাথমিক চিকিৎসা	
২০	বশির আলম	পিতা: আবদুল হাকিম	ছোট মহেশখালী	সহ:এান	০১৭২২৮৫৮৫৮৪
২১	মো:শওকতুল ইসলাম	পিতা: মৃত হাজী আবু সৈয়দ	কুতুবজুম	সংকেত	০১৭১৮২৭৪১২৫
২২	আজিজুল হক	পিতা: মো: আমিন	কুতুবজুম	আশ্রয়	
২৩	ফজল করিম	পিতা: বদিউর রহমান	কুতুবজুম	উদ্ধার	
২৪	আবদুল করিম	পিতা: বজলুল করিম	কুতুবজুম	প্রাথমিক চিকিৎসা	
২৫	জাবেদুল ইসলাম	পিতা: মোজাফফর আহমদ	কুতুবজুম	এাণ	
২৬	এাহবুবুর রহমান ফারুকী	পিতা: মোখলেছুর রহমান	মাতারবাড়ী	সংকেত	০১৭৪০৮০২৬৬৮
২৭	বদিউল আলম	পিতা: গোলাম কাদের	মাতারবাড়ী	সহ:আশ্রয়	
২৮	আকতার হোসেন	পিতা: কবির আহমদ	মাতারবাড়ী	উদ্ধার	
২৯	আনোয়ার হোছাইন পারভেজ	পিতা: আমির হোছাইন	মাতারবাড়ী	প্রাথমিক চিকিৎসা	

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল
৩০	আক্কাস উদ্দিন	পিতা: পুতুন আলী	মাতারবাড়ী	এাণ	
৩১	জাফর আলম	পিতা: হাকিম আলী	হোয়ানক	সংকেত	০১৮১৩৯৯৬৭০১
৩২	এনামুল হক	পিতা: আকতার কামাল	হোয়ানক	উদ্ধার	০১৮২৩০৩৪১৪৫
৩৩	আবদুল খালেক	পিতা: আকতার আলী	হোয়ানক	উদ্ধার	
৩৪	মো:আলী	পিতা: ফজলুল হক	হোয়ানক	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮১৪২১৬০০৬
৩৫	আশিক মোহাম্মদ	পিতা: মৃত আবুল ফজল	হোয়ানক	এাণ	০১৮১৭৬১৯৩৬০
৩৬	এম আকতার কামাল চৌধুরী	পিতা: মৃত নুর আহমদ	বড় মহেশখালী	সংকেত	০১৭১১৫৭১২৬০
৩৭	ডা:পরিমল কান্তি	পিতা: অশ্বিরি কুমার	বড় মহেশখালী	আশ্রয়	০১৭১২০৬৮২২৫
৩৮	শওকত ওসমান	পিতা: আবদুল করিম	বড় মহেশখালী	উদ্ধার	০১৮২১৫৭০৭৯৪
৩৯	গোলাম শরিফ	পিতা: আবদু সত্তার	বড় মহেশখালী	প্রাথমিক চিকিৎসা	
৪০	হাফেজ আবুল বশর	পিতা: মৃত হাকিম আলী	বড় মহেশখালী	এাণ	
৪১	মাহমুদুল হক	পিতা: মৃত মোজাহের মিয়া	পৌরসভা	সংকেত	০১৮৪৯৫১৩২৮৮
৪২	ইদুল কান্তি দে	পিতা: প্রনব দে	পৌরসভা	সহ: আশ্রয়	০১৮১২৯০০৭১৬
৪৩	সাহাবউদ্দিন	পিতা: কবির আহমদ	পৌরসভা	উদ্ধার	০১৮২০৫৩৮৯৪২
৪৪	দিলিপ কুমার দাশ	পিতা: সুবল কুমার দাশ	পৌরসভা	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮১৮১৪০০৭৪
৪৫	দলিলুর রহমান	পিতা: মৃত মফজল আহমদ	পৌরসভা	এাণ	

৩.২ ইউনিয়নের সেচ্ছাসেবকদের তালিকা

বড় মহেশখালী ইউনিয়ন

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল
০১	আবুল কালাম	মৃত মিয়া হোছন	১	সহকারী সংকেত	-
০২	মো: আলম পাশা	দৌলত মিয়া	১	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	০১৮১১৩৬৩৬৩৩
০৩	হাফেজ আমানুল হক	হাজী সোলাইমান	১	উদ্ধার কাজ	০১৭২১৭৭১১৪০
০৪	গোলাম শরীফ	আবদুস সাত্তার	১	প্রাথমিক চিকিৎসা	-
০৫	মোস্তাক আহম্মদ	মৃত: রোওশন আলী	২	সংকেত	-
০৬	শওকত ওছমান	আব্দুল করিম	২	উদ্ধার কাজ	০১৮২১৫৭০৭৯৪
০৭	ইছরাতুল জন্নাত	স্বামী মোস্তাক আহম্মদ	২	স: প্রাথমিক চিকিৎসা	-
০৮	হাফেজ জাফর অলম	আলহাজ্ব আসাদ আলী	৩	সহকারী সংকেত	-
০৯	মো: সাবের	মো: আব্দুস সমদ	৩	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	০১১৯৮০৯৮৩৮১
১০	মোজাম্মেল হক	হাজী জমির উদ্দীন	৩	উদ্ধার কাজ	-
১১	সুলতান আহম্মদ	মৃত: সেলিম মিয়া	৩	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮২৩৯১১৭১২
১২	শাহাদাত কবির	মৃত: মাজাহারুল হক	৪	সংকেত	০১৯২০৫৪২৬০২
১৩	রুহুল কাদের	ডা: আব্দুল আজীজ	৪	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	-
১৪	শাহাব উদ্দীন	মৃত: ওমর আলী	৪	রিলিফ বিতরন	-

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল
১৫	মো: শাহ আলম	হাজী নসরত আলী	৫	সংকেত	০১৭২৭৪১০৯৩৯
১৬	ডা: পরিমল কান্তি	অশীনি কুমার	৫	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	০১৭১২০৬৮২২৫
১৭	হাফেজ আবুল বসর	মৃত : হাকীম আলী	৫	রিলিফ বিতরন	–
১৮	বেবী প্রভা দে	ডা: পরিমল কান্তি	৫	স: প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৭২১৬৮৩৩১৪
১৯	মফিজুর রহমান	আবু ছৈয়দ	৬	সংকেত	০১৭১৪৬৫৪৪৬৩
২০	নাজিম উদ্দিন	মো: বকসু	৬	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	০১৮১৩৭৯৪৪৭৭
২১	সিদুল কান্তি দে	ব্রজেন্দ্র লাল দে	৬	উদ্ধার কাজ	০১৮১৬৩৫৭৯৮১
২২	রোজিনা আক্তার	মাছুদ হাছান	৬	ম : সন্ধান ও উদ্ধার	০১১৯৫১২৬৪০১
২৩	মো: আনোয়ার হোছেন	আলতাফ হোছেন	৭	সংকেত	০১৭২৬৬২১৫৯৯
২৪	মর্জিনা আক্তার	স্বামী গফুর আলম	৭	ম : সন্ধান ও উদ্ধার	০১৭১৯৩৮৯৬৬০
২৫	রহমত উলাহ্	উজির আলী	৭	রিলিফ বিতরন	-
২৬	তছলিমা বেগম	স্বামী মো: জালাল	৭	মহিলা আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	-
২৭	আবুল ফজল	মৃত: নছরত আলী	৮	সংকেত	০১৮১৮৭৬৬৭৫১
২৮	সরোওয়ার কামাল	পিতা মোস্তফা কামাল	৮	উদ্ধার কাজ	-
২৯	সাকের আলম	এৃত : হাজী দুদু মিয়া	৮	প্রাথমিক চিকিৎসা	-
৩০	হাজেরা বেগম	স্বামী হোছেন আহম্মদ	৮	ম: স: রিলিফ বিতরণ	-
৩১	সেলিম উল্লাহ খাঁন	মৃত : হাজী আলী মিয়া	৯	সংকেত	০১৭১২৯৩৭৯১৬
৩২	আবুল কাশেম	হাফেজ আব্দুল জব্বার	৯	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	০১৮১৩১৬৪৭০৫
৩৩	নুরুল কবির	আব্দুর শুক্কুর	৯	স: প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮১৩২৭৩৪৪৬
৩৪	রুবি আক্তার	স্বামী আবুল কাশেম	৯	ম: স: রিলিফ বিতরন	-

ছোট মহেশখালী ইউনিয়ন

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল
০১	আনছারুল হক	মৃত: হাজী বাঁচা মিয়া	১	সংকেত প্রচার	
০২	মো: বদরুদ্দোজা	মো: হাবিবুর রহমান	১	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	০১১৯৬১৪৬৮৮৬
০৩	মো: লোকমান	মৃত : ফজল করিম	১	স: উদ্ধার কাজ	০১৮১৩২৬০৫৬২
০৪	ডাক্তার মো: ফিরোজ আহমদ	গোলাম সুলতান	১	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮২২৫৪৬১৪৬
০৫	আব্দুস সামাদ	গোলাম সুলতান	১	স : ত্রান	
০৬	বুলবুল আক্তার	স্বামী কবির আহমদ	২	স:সংকেত প্রচার	
০৭	নুরুল কবির	মৃত : হাজী হাবিবুর রহমান	২	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	
০৮	আজিজুর রহমান	মো: সিকান্দার	২	স: উদ্ধার কাজ	
০৯	কবির আহম্মদ	আমির আলী	২	প্রাথমিক চিকিৎসা	
১০	নুরুল হোছেইন	ফকির মোহম্মদ	২	ত্রাণ বিতরণ	০১১৯৮২০২৯৯৮
১১	মাহাবুব আলম	মৃত : হারুনুর রশিদ	৩	সংকেত প্রচার	০১৮১৯৬৯৬৮৯৯

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল
১২	নাছির উদ্দিন	মোহম্মদ ইলিয়াছ	৩	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	-
১৩	মোহম্মদ সোবাহান	মৃত : হাজী আজিজুর রহমান	৩	উদ্ধার কাজ	০১৮১৭৭৯০৪৩২
১৪	নাছির উদ্দিন	আবু ছৈয়দ	৩	প্রাথমিক চিকিৎসা	-
১৫	বশির আলম	আব্দুল হাকিম	৩	স : ত্রান	০১৭২২৮৫৮৫৮৪
১৬	মো: সিরাজ	হাজী আজগর আলী	৫	সংকেত প্রচার	-
১৭	জাকির হোছেন	আবুল কালাম	৫	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	-
১৮	মো: গাজী মিয়া	মো:ইদ্রস	৫	উদ্ধার কাজ	০১৮২৩৯১০৭৭১
১৯	আবুল সামা	মৃত : কাছিম আলী	৫	স: প্রাথমিক চিকিৎসা	-
২০	মো: ইছমাইল	হাজী সাহাব মিয়া	৫	স : ত্রাণ	০১৮২০২৯৯০৬৮
২১	ইমাম আলী	মো: সিরাজুল ইছলাম	৬	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	-
২২	মোছলেম মিয়া	কবির আহমদ	৬	উদ্ধার কাজ	-
২৩	আজিজুল হক	মৃত : জান মিয়া	৬	প্রাথমিক চিকিৎসা	-
২৪	আব্দুর রশিদ	মৃত : নাজু মিয়া	৭	সংকেত প্রচার	-
২৫	মো: ইছলাম	হাজী ফারু মিয়া	৭	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	০১১৯০৪৭৭২৮৫
২৬	নুরুল আমিন	আব্দুল জলিল	৭	উদ্ধার কাজ	-
২৭	কালা বুড়ি	স্বামী মিয়া জান	৭	স: প্রাথমিক চিকিৎসা	-
২৮	নুরুল আলম	মৃত : আব্দুর রহমান	৭	স : ত্রান	-
২৯	কালিকুমার দে	বর্জ মোহন দে	৯	সংকেত প্রচার	-
৩০	মির কাশেম	মোহম্মদ আলী	৯	স: আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	-
৩১	সুজিত কুমার দে	ধীরেনদ্র লাল দে	৯	সন্ধান ও উদ্ধার	০১৮১১৯৭৫২৯৯
৩২	ডাক্তার সুবল কৃষ্ণ দে	ানরেন্দ্র লাল দে	৯	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৭১৩৬২৯৯৪৬
৩৩	মিলন দত্ত	প্রেম হরি দত্ত	৯	ত্রাণ	-

ধলঘাটা ইউনিয়ন

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল
০১	জয়নাল অবেদীন	আমির হামজা	১	সংকেত প্রচার	০১৮১৪৪৭৬৩০৯
০২	নুরুল আবছার	আলী হোছেন	১	প্রাথমিক চিকিৎসা	-
০৩	জহিরুল ইছলাম	মৃত: আলী আহম্মদ	১	ত্রাণ বিতরণ	-
০৪	কামাল উদ্দিন চৌধুরী	আবুল হোছেন চৌধুরী	১	উদ্ধার কাজ	-
০৫	দেলোয়ার হোছেন	রমজান আলী	১	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	-
০৬	সালাউদ্দিন	আমির হোছেন	২	সংকেত প্রচার	০১৮১৭২২৪৫০৩
০৭	মো: মানিক উদ্দিন	মৃত নুরুল আমিন	২	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	-
০৮	এরানুল হক	নুরুল আমিন	২	উদ্ধার কাজ	-
০৯	আবুল কাশেম	আব্দুর রাজ্জাক	৩	সংকেত প্রচার	-
১০	মিজান আরা	পিতা মৌ: কবির আহম্মদ	৩	প্রাথমিক চিকিৎসা	-

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল
১১	আব্দুল মালেক	মৃত : কবির আহম্মদ	৩	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	-
১২	জাহাঙ্গীর আলম	কাহাদাত উল্লাহ	৫	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	০১৮১১৩৬২১০৩
১৩	মিজানুর রহমান	মাহাবুব আলম	৫	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮১৫৮৫১৮৪৪
১৪	হামিদা বেগম	স্বামী আলী আজগর	৫	উদ্ধার কাজ	-
১৫	মো: জকরিয়া আহম্মদ	আহম্মদ উল্লাহ	৪	সংকেত প্রচার	-
১৬	মো: দিদাদরুল ইছলাম	দৌলত মিয়া	৪	স:সংকেত প্রচার	-
১৭	আবুল কালাম	আব্দুল করিম	৪	উদ্ধার কাজ	-
১৮	সাইদুল আলম	মো: ইউনুছ	৬	সংকেত প্রচার	০১৮১৫৬৭৪৩১৭
১৯	সালামত উলাহ্	হাবিবুর রহমান	৬	উদ্ধার কাজ	-
২০	নুরুল ইছলাম	নজু মিয়া	৬	স: সংকেত প্রচার	-
২১	ফরিদুল আলম	হাজী মো: ইউনুছ	৬	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮৪০০৭৩৫৩৯
২২	ফরিদুল আলম	আমিন উল্লাহ	৭	সংকেত প্রচার	-
২৩	মোহোছেন আলী	আব্দু সমদ	৭	স:সংকেত প্রচার	-
২৪	আনচারুল করিম	শের উল্লাহ	৭	উদ্ধার কাজ	-
২৫	আবু তাহের	বদর আমনি	৭	প্রাথমিক চিকিৎসা	-
২৬	জাফর আলম	সিরাজুল হক	৮	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	-
২৭	নুর হাশেম	সালামত উল্লাহ	৮	প্রাথমিক চিকিৎসা	-
২৮	বশির আহম্মদ	করিম দাঁদ	৮	উদ্ধার কাজ	-
২৯	রমজান আলী	লাল মিয়া	৮	সংকেত প্রচার	-
৩০	হাফেজ ফরিদুল আলম	হাফেজ বজলুল হক	৯	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮১২৫৬৯১৯৫
৩১	আনারকলি চুমকী	স্বামী ওমর ফারুক	৯	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	-
৩২	মোবাচ্ছেরিন	স্বামী আমান উল্লাহ	৯	উদ্ধার কাজ	-
৩৩	ইছমাইল	মৃত : ফজল করিম	৯	ত্রাণ বিতরন	০১৮১২৪৩৩৩০৬
৩৪	আমান উল্লাহ	আব্দুল জব্বার	৯	স:সংকেত প্রচার	০১৮১৫৬৭৪৩১৬

হোয়ানক ইউনিয়ন

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল
০১	সাজেদা আক্তার	স্বামী সৈকত আলী	১	সহকারী সংকেত	-
০২	ফরিদুল আলম	আমীর হামজা	১	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	০১৮২৩৮২২৩২১
০৩	মো: আলী	ফজলুল হক	১	সহ: ত্রাণ	০১৮১৪২১৬০০৬
০৪	জাকির আলম	নুরুল হক	১	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮১৪৭৭০৪৮৭
০৫	মো: হোছেন	আবুল কাশেম	২	সংকেত	০১৮২০০২৯০৩১
০৬	মোব্বাসেরা বেগম	স্বামী মো: হোছেন	২	সহ: আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	-
০৭	ফরিদুল আলম	মৌং আহমদ কবির	২	প্রাথমিক চিকিৎসা	-
০৮	আবু বক্কর	মো: জাকারিয়া	২	ত্রাণ	-
০৯	জাফর আলম	হাকিম আলী	৩	সংকেত	০১৮১৩৯৯৬৭০১
১০	স্বপন হিরু	গোপাল ভট্টাচার্য	৩	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	০১৮২৪৪০২৯১৭
১১	ফিরোজা পারভিন	স্বামী জাফর আলম	৩	সহ : প্রাথমিক চিকিৎসা	-

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল
১২	মো: আলী	হাজী আব্দুল হাকিম	৩	ত্রান	-
১৩	রতন কুমার দে	চিন্তা হরন দে	৪	সংকেত	০১৮১৩৫৫১৪৭১
১৪	মো: জুবায়ের	মৃত: পেটান আলী	৪	সহ: আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	-
১৫	রতন কুমার ঘোষ	মৃত: রনধিষ ঘোষ	৪	উদ্ধার কাজ	০১৮১২৯৩২৯০৩
১৬	মো: কাশেম	আবুল হাশেম	৪	স: প্রাথমিক চিকিৎসা	-
১৭	আমান উল্লাহ	মৃত: সাহাব মিয়া	৪	সহ: ত্রাণ	০১৮২০১২০৩৭৪
১৮	মো: আলম	মো: এসতেফাজ	৪	সংকেত	০১৮১৫০৭৮০১০
১৯	এনামুল হক	আক্তার কামাল	৪	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	০১৮২৩০৩৪১৪৫
২০	সিরাজুল মোস্তফা	আব্দুল আলী	৪	উদ্ধার কাজ	০১৮২০০০৩৬০
২১	আব্দুল কবির	নজির আহমদ	৪	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮১৩৫০১২২০
২২	আশিক মাহাম্মুদ	মৃত: আবুল ফজল	৪	ত্রাণ	০১৮১৭৬১৯৩৬০
২৩	সুবোদ কুমার দে	রাম নারায়ন দে	৫	সংকেত	-
২৪	হরিপদ দে	জতিন্দ্র লাল দে	৫	উদ্ধার কাজ	-
২৫	আপন চন্দ্র দে	রবিন্দ্র লাল দে	৫	প্রাথমিক চিকিৎসা	-
২৬	বিমল চন্দ্র	নতুন চন্দ্র	৫	ত্রান	-
২৭	মো: আব্দুল হক	করিম বকসু	৬	সংকেত	-
২৮	নুরুল আমিন	আলী চাঁদ	৬	প্রাথমিক চিকিৎসা	-
২৯	মোক্তার আহমদ	হাকিম আলী	৬	ত্রাণ	-
৩০	আবুল কালাম	সফর মুলুক	৭	সহ :সংকেত	-
৩১	মো: ইছমাইল	আবুল হোছেন	৭	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	-
৩২	আব্দুল খালেক	আক্তার আলী	৭	সহ: উদ্ধার কাজ	-
৩৩	মো: কাশেম	বদিউল আলম	৭	প্রাথমিক চিকিৎসা	-
৩৪	সঞ্জয় দে	মনহরি দে	৭	সহ: ত্রাণ	-
৩৫	লিয়াকত আলী	মফিজুর রহমান	৯	সংকেত	০১৭৪৬৮০৫৬০৩
৩৬	আবুল ফজল	মো: আমিন	৯	সহ: আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	-
৩৭	আজিজুল হক	জেব্বর মুল্লুক	৯	সহ: উদ্ধার কাজ	-
৩৮	ছৈয়দ কবির	মো: ফারু মিয়া	৯	প্রাথমিক চিকিৎসা	-
৩৯	জয়তুন্নাহার	স্বামী ফরিদুল আলম	৯	সহ: ত্রাণ	-

কালামারছড়া ইউনিয়ন

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল
০১	রফিক আহম্মদ	হাজী মো: শফি	১	সংকেত প্রচার	০১৭২১৭৭৯৩৫৪
০২	আনিছুল মোস্তফা	মো: ইছমাইল	১	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	-
০৩	হাফেজ রিদুয়ান এলাহি	মো: ছৈয়দ ফকির	১	উদ্ধার কাজ	০১৮২৪৯৭১৬৫৭
০৪	জয়নাল আবেদিন	সাহাব মিয়া	১	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৭১৩৯৬৭৩৪৭
০৫	স্বপন কুমার	গোপাল কৃষ্ণ	২	সংকেত প্রচার	০১৮১৩৭৮৬৪০১
০৬	সুমন বড়ুয়া	হিরা মোহন বড়ুয়া	২	সহ :আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	০১৮২১৮১৯৯১০
০৭	নুরুল কাদের	জাফর আহম্মদ	২	উদ্ধার কাজ	০১৮২০২৩৯১৩৮

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল
০৮	দিরেশ বড়ুয়া	রসিক বড়ুয়া	২	স: প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৭১৩৯৬৭৩৭৯
০৯	ডা:মাসুক মাহিরু			সংকেত প্রচার	০১৮১১৬৭২৫০৭
১০	আবু আহম্মদ	মৃত : ইয়াকুব আলী	৩	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	০১৭২২১৪৪৯১৩
১১	মুজিবুর রহমান	ইউছুপ আলী	৩	স: উদ্ধার কাজ	-
১২	শিলু রানী শীল	স্বামী অজয় কুমার শীল	৩	স:প্রথমিক চিকিৎসক	-
১৩	হাজী মো: ইছমাইল	মৃত: করিম দাদ	৪	সংকেত প্রচার	০১৮১৬৮২৮৪৩৮
১৪	জমির উদ্দিন	মো: আবু জাফর	৪	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	০১৭২৩৯৬৩০২০
১৫	লোকমান হাকিম	আবুল হোছেইন	৪	উদ্ধার কাজ	০১৮১৫৬৭৪৩২৩
১৬	ডা: মুস্তাক আহম্মদ	মৃত: জামাল আহম্মদ	৪	স: প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮১৭৭৩৮৪৫৪
১৭	তপন কান্তি শীল	শুধাংসু কুমার শীল	৫	সংকেত প্রচার	০১৮২০১০৯৭২৯
১৮	খালেদা বেগম	স্বা: মোক্তার আহমদ	৫	সহ :আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	-
১৯	মোস্তফা কামাল	হাজী তাজু মিয়া	৫	উদ্ধার কাজ	০১৭১৭৭৩৪২৪৪
২০	সবিতা রানী শীল	ডা: তপন কান্তি	৫	স: প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৭৪১৫১৬৫৫৫
২১	মো: আলী	মৃত : শাহব আলী	৬	স:সংকেত প্রচার	০১৮২১৮৪৬৬২৪
২২	দিল মোহাম্মদ	উলা মিয়া চৌকিদার	৬	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	-
২৩	হালিমা সুলতানা	স্বা: মো: আলী	৬	স: উদ্ধার কাজ	-
২৪	আবু হেনা মোস্তফা	আবু তালেব	৬	স:প্রথমিক চিকিৎসক	-
২৫	এস এম সরওয়ার কামাল	আবদুল মালেক	৭	সহ :আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	০১৮১১৬২২৩৫৬
২৬	মুবিনা হক	স্বা: মাহমুদুল হক	৭	স: উদ্ধার কাজ	-
২৭	খালেদ মোরশেদ	শরত আলী	৭	স: প্রাথমিক চিকিৎসা	-
২৮	হাজী রশিদ আহমদ	মৃত: হাজী ফজল আহমদ	৭	সংকেত প্রচার	০১৭৩১৫৯৪৮৫২
২৯	তরীকুল ইছলাম	নুরুল ইছলাম	৭	সংকেত প্রচার	০১৮১৩১৬৪৬৬৪
৩০	বশির আহমদ	সুলতান আহমদ	৮	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	০১৮২৪৪০২৯০০
৩১	নুরুল আমিন	আনজু মিয়া	৮	সন্ধান ও উদ্ধার	-
৩২	মনোয়ারা বেগম	স্বা: আমীন উল্লাহ	৮	সংকেত প্রচার	-
৩৩	সিদ্দিক আহমদ	নজির আহমদ	৯	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	০১৮১৫৬৮১৮৮৬
৩৪	তোফায়েল আজম	নুরুল হক	৯	সন্ধান ও উদ্ধার	০১৮১২৪২৭২৭৩
৩৫	মো: একরাম	মো: কাশেম আলী	৯	সংকেত প্রচার	০১৮১১৬১১১৫৭

কুতুবজুম ইউনিয়ন

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল
০১	আব্দুর শুক্কুর	নুরুল হক	১	সংকেত প্রচার	–
০২	ফোরকান আহম্মদ	শাহাআলম	১	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	–
০৩	কবির আহম্মদ	মোস্তফা আলী	১	স: উদ্ধার কাজ	–
০৪	শামশুল আলম	বাহাদুর মিয়া	১	প্রাথমিক চিকিৎসা	–
০৫	গিয়াস উদ্দিন	ছৈয়দ আহমদ	১	সংকেত প্রচার	০১৭১৪৩৭৪১৩৩
০৬	দিলদার বেগম	জাফর আলম	১	স: উদ্ধার কাজ	–
০৭	নুরুল হোছেন	ওমর ফারুক	১	ত্রাণ বিতরণ	–
০৮	সরোওয়ার কামাল	মো: রওশন আলী	২	সংকেত প্রচার	–
০৯	নুরুল ইছলাম	মৃত: মোজাহের মিয়া	২	উদ্ধার কাজ	-
১০	জামাল উদ্দিন	ডা: নুরুল আমিন	২	প্রাথমিক চিকিৎসা	–
১১	মোক্তার আহমদ	মো: আজম মিয়া	২	ত্রাণ বিতরণ	–
১২	ডাক্তার আমিরুজ্জামান	হাজী মো: শরিফ	২	সংকেত প্রচার	–
১৩	আবুল কালাম	হাজী মকবুল সোবাহান	২	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	–
১৪	আবুল কালাম আজাদ	মৃত : বেলাল আহমদ	২	প্রাথমিক চিকিৎসা	–
১৫	রহমান আলী	মৃত : কালা মিয়া	২	উদ্ধার কাজ	–
১৬	নুরুল হাশেম	আলী হোছেন	৩	সংকেত প্রচার	০১৮১৮৪৩১৫৩০
১৭	মিনুয়ারা বেগম	নুরুল হাশেম	৩	সহ :আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	–
১৮	মো: হোছন আলী	কালা মিয়া	৩	উদ্ধার কাজ	–
১৯	মো: ইছমাইল	মৃত: বাদশা মিয়া	৩	স: প্রাথমিক চিকিৎসা	–
২০	মাহামুদুল করিম আজাদ	মৃত: গোলাম কাদের	৪	সংকেত প্রচার	–
২১	দিলদার বেগম	স্বামী ডা: আবুল কাশেম	৪	সহ :আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	–
২২	মাহামুদুল করিম	শেখ আহমদ	৪	স: উদ্ধার কাজ	–
২৩	হুমায়রা আক্তার	স্বামী মাহামুদুল করিম	৪	স:প্রথমিক চিকিৎসক	–
২৪	মাছুদুল ইছলাম	মুক্তার আহমদ	৫	সংকেত প্রচার	–
২৫	বাহাদুর মিয়া	তুফান আলী	৫	উদ্ধার কাজ	–
২৬	ফরিদ আহমদ	মৃত: সিদ্দিক আহমদ	৫	প্রাথমিক চিকিৎসা	–
২৭	মো: সরওয়ার কামাল	রমিজ আহমদ	৬	সংকেত প্রচার	–
২৮	কামরুন ন্নাহার	স্বামী আনসারুল করিম	৬	সহ :আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	–
২৯	রাশেদুল ইছলাম	আলতাফ হোছেন	৬	স : ত্রাণ বিতরণ	–
৩০	দানু মিয়া	হাজী মো: জালাল	৭	সংকেত প্রচার	–
৩১	নুরুল হক	মোজাহার মিয়া	৭	সন্ধান ও উদ্ধার	–
৩২	আনছারুল হক	মৃত: সিকদার আলী	৭	স: প্রাথমিক চিকিৎসা	–
৩৩	মো: জাকির হোছেন	সোলমান ভুঁইয়া	৮	সংকেত প্রচার	০১৭১৯০০৬৫৬৮
৩৪	নুরুল আলম	জালাল আহমদ	৮	ম: সংকেত প্রচার	–

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল
৩৫	মো: সিদ্দিক	হাজী মোহসন আলী	৮	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	–
৩৬	জাহাঙ্গীর আলম	সিদ্দিক আহমদ	৮	সন্ধান ও উদ্ধার	–
৩৭	মো: শওকতুল ইছলাম	মৃত: হাজী আবু ছৈয়দ	৯	সংকেত প্রচার	০১৭১৮২৭৪১২৫
৩৮	নেছার আহমদ	জহির আহমদ	৯	সহ :আশ্রয়	–

মাতারবাড়ি ইউনিয়ন

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল
০১	মো: রেজাউল করিম	মৃত ফেরদৌস আহম্মদ	১	সংকেত প্রচার	–
০২	নুরুল হুদা লেদু	মৃত হাছানুর রশিদ	১	প্রাথমিক চিকিৎসা	–
০৩	আনোয়ারা বেগম	স্বামী আবুল সামা	১	সংকেত প্রচার	–
০৪	এনামুল হক বাবুল	মৃত হাবিবুর রহমান	২	সংকেত প্রচার	–
০৫	কামাল উদ্দিন	মৃত হাবিবুর রহমান	২	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	–
০৬	আরেফাবেগম	পিতা ছৈয়দ আহম্মদ	২	প্রাথমিক চিকিৎসা	–
০৭	মমতাজুল ইছলাম	মৃত সিরাজ মিয়া	৩	সংকেত প্রচার	–
০৮	মৌ: আজগর হোছেন	মৃত আব্দুর সত্তার	৩	সংকেত প্রচার	–
০৯	বদিউল আলম	গোলাম কাদের	৩	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা সহকারী	-
১০	সাবেকুর ন্নাহার	স্বামী মৃত আব্দুছ ছালাম	৩	প্রাথমিক চিকিৎসা	–
১১	মো: আলম	মৃত রব্বত আলী	৪	সংকেত প্রচার	–
১২	আব্দুর রহিম	মৃত আবু ছৈয়দ	৪	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	–
১৩	শীলু রানী সুশীল	স্বামী মিলন কান্তি সুশীল	৪	সাহায্য কারী	–
১৪	নুরুল ইছলাম	মো: আইয়ুব	৫	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	–
১৫	সালাউদ্দিন	কবির আহম্মদ	৫	স: উদ্ধার কাজ	–
১৬	রোকছানা বেগম	স্বামী মোফাসেল আহম্মদ	৫	মহিলা সাহায্যকারী	–
১৭	নাজেম উদ্দিন	মৃত বদিউল আলম	৬	স: প্রাথমিক চিকিৎসা	–
১৮	মো: ওয়াসিম আকরাম	ইব্রাহিম খলীল	৬	সংকেত প্রচার	–
১৯	শাহীন মোস্তাফা	ছিদ্দিক আহম্মদ	৬	স: প্রাথমিক চিকিৎসা	–
২০	মৌ: নাছির উদ্দিন	মৃত সাহেব মিয়া	৭	স: প্রাথমিক চিকিৎসা	–
২১	ডাক্তার মইন উদ্দিন	আব্দুল মজিদ	৭	স:সংকেত প্রচার	–
২২	ওবায়দুল হোছেন	মৃত আবু ছৈয়দ	৭	সহ :আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	–
২৩	মৌ নুরুল আবছার	মো: ইছহাক সিকদার	৭	সংকেত প্রচার	–
২৪	সাখাওয়াত হোছেন	মৃত: মো: হোছেন সিকদার	৭	স:সংকেত প্রচার	–
২৫	ফাতেমাতুজ্জোহরা মুন্নি	পিতা আবুল বসর	৭	মহিলা আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	–

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল
২৬	আবু সালেহ	বশির আহম্মদ	৮	সংকেত প্রচার	–
২৭	নেছারুল হক	মোস্তাক আহম্মদ	৮	সংকেত প্রচার	–
২৮	কামরুনেছা কাজল	স্বামী সাহাবউদ্দিন	৮	ম:সংকেত প্রচার	–
২৯	আব্দুল ওয়াদুদ	আবুল বসর	৯	সংকেত প্রচার	–
৩০	ফয়েজুল করিম	মফিজ উদ্দিন	৯	স: প্রাথমিক চিকিৎসা	–
৩১	সিব্বির আহম্মদ	সুলতান আহম্মদ	৯	সন্ধান ও উদ্ধার	–
৩২	মনির উদ্দিন	মৃত গোলাম রছুল	২	সংকেত প্রচার	–
৩৩	রোকেয়া বেগম	স্বামী মো: রিদুওয়ান	৯	ম : সন্ধান ও উদ্ধার	–
৩৪	খালেছা খানম	স্বামী সেলিম উল্লাহ	৯	ম: সংকেত প্রচার	–

শাপলাপুর ইউনিয়ন

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল
০১	হুমায়ন কবির	মৃত: আছহাব মিয়া	১	সংকেত প্রচার	-
০২	নাছিমা আক্তার	স্বামী নুরুল হক	১	সহ: আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	-
০৩	গোলাস কুদ্দুছ	মৃত: আহম্মুদুর রহমান	১	প্রাথমিক চিকিৎসা	-
০৪	নাছিমা খাতুন	স্বামী দেলোয়ার হোছেন	১	ম :সহ : ত্রান	-
০৫	এম ওছমান সরোওয়ার	হাজী রশীদ আহমদ	২	সংকেত প্রচার	০১৯৩৭৭৪৪৮৪৪
০৬	জান্নাতুল ফেরদৌস	স্বামী আব্দুর শুক্কুর	২	স:সংকেত প্রচার	-
০৭	শামশু আলম	মৃত: ওলা মিয়া	২	উদ্ধার কাজ	-
০৮	লোকমান সরোওয়ার	মৃত: নুরুল হোছেইন	২	প্রাথমিক চিকিৎসা	-
০৯	শাহনেওয়াজ বাদশা	মৃত: মোজাহার মিয়া	৩	সংকেত প্রচার	-
১০	নুরুল আলম	মৃত: মোস্তাক আহমদ	৩	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	-
১১	ফেরদৌস আক্তার মুন্নি	স্বামী গিয়াছ উদ্দিন	৩	ম: সহ: উদ্ধার কাজ	-
১২	সেলিম মো: ইকবাল	আবুল বশর	৩	প্রাথমিক চিকিৎসা	-
১৩	রশীদ মিয়া	মৃত: ছমদ মিয়া	৪	সহ: আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	০১৭১৯৬৫০৩৯০
১৪	খায়েরুন নেচ্ছা	স্বামী সরোওয়ার আলম	৪	ম: স: উদ্ধার কাজ	-
১৫	দেলোয়ার হোছেইন	দলিলুর রহমান	৪	প্রাথমিক চিকিৎসা	-
১৬	খালেদা বেগম	স্বামী জালাল উদ্দিন	৪	ম: সহ : ত্রাণ	-
১৭	মিরা প্রভা বিহারী	স্বামী হারাধন বিহারী	৫	ম: সহ: সংকেত	-
১৮	মো: রফিক	মৃত: আব্দুর রশীদ	৫	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	-
১৯	ননী গোপাল শীল	নরিন্দ্র চন্দ্র শীল	৫	উদ্ধার কাজ	-
২০	ডা: স্বপন কুমার পাল	মৃত: সুধীর চন্দ্র পাল	৫	প্রাথমিক চিকিৎসা	-
২১	নুরুল কাদের	জাফর আলম	৬	সংকেত প্রচার	-
২২	আব্দুল করিম	আবু জাফর	৬	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	-
২৩	জহিরুল আলম	মৃত: আব্দুল জব্বার	৬	উদ্ধার কাজ	-
২৪	মো: রহমত উল্লাহ	মো: আমিরুজ্জামান	৬	প্রাথমিক চিকিৎসা	-
২৫	ডা: সফিউল আজম	মৃত: অছি মিয়া	৮	সংকেত প্রচার	-
২৬	আবুল কাশেম	মৃত: নুর আহম্মদ	৮	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	-
২৭	মো: কলিমউল্লাহ	মৌ: নুরুল হক	৮	উদ্ধার কাজ	-
২৮	আব্বাস উদ্দিন	মৃত: হা: গোলাম সুলতান	৮	প্রাথমিক চিকিৎসা	-
২৯	নুরুল ইছলাম	মাষ্টার আহম্মুদুর রহমান	৯	সংকেত প্রচার	-

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল
৩০	জহিরুল আলম	হাজী নুর আহমদ	৯	সহ: আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	-
৩১	মো: আলম	মৃত: আব্দু জব্বার	৯	সন্ধান ও উদ্ধার	-
৩২	হাশমতআরা বেগম	স্বামী নুরুল কবির	৯	ম: সহ: প্রাথমিক চিকিৎসা	-
৩৩	আজগড় আলী	মৃত: সুলতান আহমদ	৯	সহ: ত্রাণ	-

মহেশখালী পৌরসভা

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল
০১	মো: সোলাইমান	মৃত: উছিয়ুর রহমান	৫	সহকারী সংকেত	০১৮১৪৮১২৮৫৭
০২	শাহাব উদ্দিন	কবির আহমদ	৫	উদ্ধার কাজ	০১৮২০৫৩৮৯৪২
০৩	রুহুল আমিন	মকবুল হোছেন	৫	স: প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮১৯৯৮৩১০৪
০৪	আজিজুল হক	বদরুদ্দোজা	৫	স: উদ্ধার কাজ	-
০৫	সন্তোষ কুমার দে	মৃত: যাত্রা মোহন দে	৬	সহকারী সংকেত	-
০৬	ইদুল কান্তি দে	প্রনব দে	৬	সহ : আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	০১৮১২৯০০৭১৬
০৭	চিনু রানী দাশ	স্বামী বাদল কান্তি দাশ	৬	স: উদ্ধার কাজ	-
০৮	সমির কান্তি দে	মৃত: জুনু রাম দে	৬	স: প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮১৩১৪২৪৯২
০৯	আব্দুল গফুর	সুলতান আহমদ	৯	সহকারী সংকেত	-
১০	শাহ আলম	মিয়া হোছেন	৯	সহ : আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	০১৯১৮৩৯৬৯৫১
১১	আব্দুল হক	ইউছুপ আলী	৯	উদ্ধার কাজ	-
১২	ছৈয়দুল ইছলাম	হাজী বাচা মিয়া	৯	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮১১৮৩৩৬৪০
১৩	হাছান আলী	আব্দুল হালিম	৯	সহ : ত্রাণ	০১১৯৭০৯৯৩৬২
১৪	গিয়াস উদ্দিন	মো: আলী	৭	সহকারী সংকেত	০১৮১৪১৮২৭২৫
১৫	মো: সুলতান	নুর আহমদ	৭	সহ : আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	-
১৬	আমজাদ হোছেন	মৃত: হাজী লাল মিয়া	৭	উদ্ধার কাজ	-
১৭	আব্দুল করিম	হাফেজ আনোয়ার	৭	প্রাথমিক চিকিৎসা	-
১৮	শফিউল আলম	মৃত: মকবুল আহমদ	৮	সহ: উদ্ধার কাজ	০১৮১২৭৫২২১১
১৯	শাহ ইমরান	শামসুদ্দোহা	৮	প্রাথমিক চিকিৎসা	-
২০	জামাল উদ্দিন	জালাল আহমদ	৮	সহকারী সংকেত	০১৮১৭৪০০০১৮
২১	সুলতানুল ইছলাম	মৃত: গুরা মিয়া	৮	সহ : ত্রাণ	০১৮২০২৯৯১০০
২২	মো: রফিউল্লাহ	হাজী মো: সোলাইমান	৪	সংকেত	-
২৩	আব্দুল গফুর	সাবের আহমদ	৪	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	-
২৪	স্বপন জলদাশ	নকুল জলদাশ	৪	উদ্ধার কাজ	০১৮১৫৩৭৩৩৮৮
২৫	র্নিমল কান্তি দে	অর্শ্বিণি কুমার দে	৪	স: প্রাথমিক চিকিৎসা	-
২৬	আব্দুল গফুর	মৃত: সিকদার আলী	৩	সহকারী সংকেত	০১৮১৯০৩৩৭৩৯
২৭	মো: সিদ্দিক	মৃত: হাবিবুর রহমান	৩	উদ্ধার কাজ	-
২৮	জাফর আলম	দুদু মিয়া	৩	প্রাথমিক চিকিৎসা	-
২৯	সুভাষ চন্দ্র	মৃত: অতুল চন্দ্র	৩	ত্রাণ	-
৩০	ওছমান সরোওয়ার	মৃত: মকবুল আহমদ	২	সহকারী সংকেত	-
৩১	গোলাম মোস্তফা	মীর কাশেম	২	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	-

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল
৩২	জহির উদ্দিন	মোজাহের মিয়া	২	সহ: উদ্ধার কাজ	-
৩৩	আব্দুল করিম	সিদ্দিক আহমদ	২	প্রাথমিক চিকিৎসা	-
৩৪	আবু তাহের	এরশাদ আলী	১	সংকেত	০১৮১৪৮৬৫৪২৫
৩৫	বদিউল আলম	জালাল আহমদ	১	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	-
৩৬	গোলাম মোস্তফা	মো: রশিদ	১	উদ্ধার কাজ	-
৩৭	শামসুন্নাহার	স্বামী আবদুস সামাদ	১	ম: স: প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮১৬৪৬৪৬৩৩

সংযুক্তি ৪

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা

মাটির কিল্লা: নাই

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
নাই	-	-	-

স্কুল কাম শেল্টার

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	পদবী	মোবাইল
উপজেলার সকল ইউনিয়নের সকল স্কুল কাম শেল্টার	মো: হোসাইন ইব্রাহিম	উপজেলা চেয়ারম্যান	০১৮১৯১৭১২৯০
	মো:আনোয়ারুল নাসের	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	০১৭৩২৫৯২৩২১
	জাহানারা জাহাঙ্গীর	মহিলা উপজেলা ভাইসচেয়ারম্যান	
	মো: শফিউল আলম	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	০১৮৩৪৩৭৯২৭৭
	ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও পৌরসভার মেয়রদের প্রতিনিধি		
	স্কুল ও কলেজ শিক্ষদের প্রতিনিধি		

সরকারী/ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	পদবী	মোবাইল
উপজেলার সকল ইউনিয়নের সকল ঘুর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র	মো: হোসাইন ইব্রাহিম	উপজেলা চেয়ারম্যান	০১৮১৯১৭১২৯০
	মো:আনোয়ারুল নাসের	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	০১৭৩২৫৯২৩২১
	মৌলভী জহির	উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান	
	মো: শফিউল আলম	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	০১৮৩৪৩৭৯২৭৭
	ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও পৌরসভার মেয়র		
	হাফিজ আহমদ	সহ:পরিচালক সিপিপি মহেশখালী	০১৭১২০২৬৩০৪
	মো:ছিদ্দিক আহমদ	উপজেলা টিম লিডার সিপিপি	০১৮১৫৬৮১৮৮৬

উঁচু রাস্তা বা বাঁধ

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
উপজেলার সকল ইউনিয়নের সকল উঁচু রাস্তা বা বাঁধ	মো: হোসাইন ইব্রাহিম	উপজেলা চেয়ারম্যান	০১৮১৯১৭১২৯০
	মৌলভী জহির	উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান	
	মো:আনোয়ারুল নাসের	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	০১৭৩২৫৯২৩২১
	মো:মোশাররেফ হোসেন	উপজেলা প্রকৌশলী	০১৮১৯৯৬৪৩১০
	মো:	সহকারী নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ	
	মো: শফিউল আলম	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	০১৮৩৪৩৭৯২৭৭

স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কমিটি

স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র	ডা: সুচিন্ত চৌধুরী উপজেলা স্বাস্থ্য ও প:প: কর্মকর্তা)	০১৭১১৩২৭৮৩৩	
	ডা: মো: মাহফুজুল হক (আবা: মেডি: অফিসার)	০১৭১২১২৪৭০৬	
	ডা: নিজাম উদ্দিন (মেডি: অফিসার রোগ নিয়ন্ত্রণ	০১৮১৯৬৭৬৬৯৮	
	আবু জাফর (স্বাস্থ্য পরিদর্শক, ইনচার্জ)	০১৮১৪৩০৫২৫৮	
	বজলুল করিম (পরিসংখ্যানবিদ)	০১৮১৩৩৮৬৭৬১	

অগ্নি নিরাপত্তা কমিটি

ফায়ার স্টেশনের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি		মোবাইল
মহেশখালী ফায়ার স্টেশন	মো: হোসাইন ইব্রাহিম	উপজেলা চেয়ারম্যান	০১৮১৯১৭১২৯০
	মো:আনোয়ারুল নাসের	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	০১৭৩২৫৯২৩২১
	সুভ কান্তি বড়ুয়া	ষ্টেশন অফিসার,ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ষ্টেশন,মহেশখালী (অতি:)	০১৮১২৩৪৩১০২
	মো: শফিউল আলম	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	০১৮৩৪৩৭৯২৭৭
	মো:মোশাররেফ হোসেন	উপজেলা প্রকৌশলী	০১৮১৯৯৬৪৩১০

ইঞ্জিন চালিত নৌকা

ইউনিয়ন/ ওয়ার্ডেরনাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
পৌরসভা, ওয়ার্ড নং – ০৮	মো: সালাহ উদ্দিন	০১৮১৮৫৫৫৩০৪	
ছোট মহেশখালি ওয়ার্ড নং – ০৩	হামিদুল হক	০১৮২৯৭৭৬৯০৩	
পৌরসভা, ওয়ার্ড নং – ০৮	মো:আরিফ উল্লাহ	০১৮২০৪২৪৫৩৩	
পৌরসভা, ওয়ার্ড নং – ০৩	আবু ছিদ্দিক	০১৮১৮৩০১২৩৫	
পৌরসভা, ওয়ার্ড নং – ০৮	মো: অলি উল্লাহ	০১৮১৯০৯৯৩৮১	

স্থানীয় ব্যবসায়ী

ইউনিয়ন/ ওয়ার্ডের নাম	স্থানীয় ব্যবসায়ীর নাম	মোবাইল	মন্তব্য
পৌরসভা, ওয়ার্ড নং –০৭	মৌ: মো: আবু ছালেহ (সওদাগর)	০১৮১৫৩৩৫০৮১	
পৌরসভা, ওয়ার্ড নং – ০৩	হাজী বদিউল আলম (সওদাগর)	০১৮১৯১০৮৮২৬	
ছোট মহেশখালী, ওয়ার্ড নং – ০৩	মো: ইউনুস (সওদাগর)	০১৮১৬৯০৬৯৫৩	
পৌরসভা, ওয়ার্ড নং – ০৬	মো: রওশন আলী	০১৮২৯৩২২৩২২	
পৌরসভা, ওয়ার্ড নং – ০৭	গৌতম চক্রবর্তি	০১৭৩৪০৮৬৪৬১	

সংযুক্তি ৫

ইউনিয়নভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ও শিক্ষার্থী-শিক্ষকের সংখ্যা দেয়া হলো:

ইউনিয়ন	বিদ্যালয়/ মাদ্রাসা/কলেজ	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষকা	ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
বড় মহেশখালী	সরকারী	ফকিরা কাটা সরকারী প্রা:বি:	৭৭৩	৬	১	না
		মুন্সির ডেইল সরকারী প্রা:বি:	৫০০	৪	২	হ্যাঁ
		বড় মহেশখালী সরকারী প্রা:বি:	৬৬৭	৮	৪	হ্যাঁ
		মধুয়ার ডেইল সরকারী প্রা:বি:	৫১৪	৮	৫	হ্যাঁ
		নতুন বাজার সরকারী প্রা:বি:	৬০০	৭	৬	হ্যাঁ
		জাগিরা ঘোনা সরকারী প্রা:বি:	৪৬৮	৭	৭	হ্যাঁ
		ফকিরা ঘেনা সরকারী প্রা:বি:	৭২৩	৬	৯	হ্যাঁ
		পশ্চিম ফকিরা ঘেনা সরকারী প্রা:বি:	৪৮৬	৬	৯	হ্যাঁ
		মগরিয়া কাটা সরকারী প্রা:বি	৪০৭	৪	১	না
		জোরা পুকুর পাড়া সরকারী প্রা: বি:	১৫৬	৪	৫	না
	কেজি স্কুল	বড় মহেশকালী কেজি স্কুল	২৪৫	৫	৩	না
	বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়	বড় মহেশখলী উচ্চ বিদ্যালয়	৫২৫	১৮	৬	না
		বড় মহেখালী বালিকা উচ্চ বি:	৫৭৫	১৭	৩	না
	মাদ্রাসা	বড় মহেশখালী দারুস সুন্নীয়া দাখিল	৪০০	১৪	১	না
		বড় মহেশখালী মহিলা দাখিল	৩৮২	১৭	৩	না
		লাতুয়ারডেইল দারুছসুন্না মাদ্রাসা	২৯০	১৩	৫	না
		নতুন বাজার মাদ্রাসা	৩২০	১৫	৮	না
		নুরুল উলম মাদ্রাসা	৩৬০	১৩	৯	না
	বেসরকারী প্রা:	মগরিয়া কাট আক্তার কামাল চৌধুরী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮৫	৪	১	না
	কলেজ	বঙ্গবন্ধু মহিলা কলেজ	২৫২	১৬	৩	না
		আলমগীর ফরিদ ট্যাকনিক্যাল কলেজ	১৩৪	১১	৭	হ্যাঁ
ছোট মহেশখালী	সরকারী	সিপাহীর পাড়া স: প্রা: বিদ্যালয়	৭৩৫	৭	২	হ্যাঁ
		ছোট মহেশখালী স: প্রা: বিদ্যালয়	৭০৫	৮	৪	হ্যাঁ
		মুদির ছড়া স: প্রা: বিদ্যালয়	৫৪০	৫	৬	না
		আদিনাথ স: প্রা: বিদ্যালয়	৭৮৪	৯	৮	না
	বেসরকারী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ছোট মহেশখালী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৫২০	৮	৫	না
	মাদ্রাসা	আহম্মদিয়া সুন্নিয়া দাখিল মাদ্রাসা	১৪৬০	১৮	৭	না
ধলঘাটা	সরকারী	মহুরী ঘোনা সরকারী প্রা:বি:	৩৫৭	৫	২	হ্যাঁ
		সরাইতলা সরকারী প্রা:বি: (সরাইতলা অশ্রয়কেন্দ্র টি ঝুকিপূর্ণ ও ব্যবহারে অযোগ্য হয়ে যাওয়ায় এটি স্থানান্তর করে স্কুলটি ধলঘাটা বেড়ী বাঁধের পশ্চিম দিকে একটি বেড়ার ঘর তৈরী করে পরিচালনা করা হচ্ছে) ।	১৬০	২	৪	না

ইউনিয়ন	বিদ্যালয়/ মাদ্রাসা/কলেজ	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষকা	ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
		সুতরিয়া সরকারী প্রা:বি:	৪৩৬	৪	৬	হ্যাঁ
		সাপমারার ডেইল সরকারী প্রা:বি:	৪৫৭	২	৯	হ্যাঁ
	বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়	ধলঘাটা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়	৫৪০	১২	৫	হ্যাঁ
	মাদ্রাসা	মহুরী ঘোনা ইছলামিয়া আলিম সিনিয়ার মাদ্রাসা	৪৮৫	২১	১	না
		ধলঘাটা হুসেনইনিয়া বদরুল উলুম দা: মাদ্রাসা	২৭৫	১৪	৯	না
		এমদাদিয়া আনোয়রুল উলুম মাদ্রাসা	৪১০	১০	৬	না
		আসমা বিনতে আবু বক্কর বালিকা দা: মাদ্রাসা	৩০০	৮	৬	না
হোয়ানক	সরকারী	হরিয়ার ছড়া সরকারী প্রা:বি:	৬৮৪	৭	২	না
		টাইম বাজার সরকারী প্রা:বি:	১০০৯	৭	৩	হ্যাঁ
		বানিয়া কাটা সরকারী প্রা:বি:	৭৩৩	৭	৪	হ্যাঁ
		হোয়ানকসরকারী প্রা:বি:	১০০৯	৮	৫	হ্যাঁ
		কেরুন তলী সরকারী প্রা:বি:	৩৪৪	৬	৭	হ্যাঁ
		কালালিয়া কাটা সরকারী প্রা:বি:	৬৪৪	৭	৮	হ্যাঁ
		পানির ছড়া সরকারী প্রা:বি:	৯৭২	৮	৯	হ্যাঁ
		ধলঘাট সরকারী প্রা:বি:	৬৫৭	৪	৮	হ্যাঁ
		পশ্চিম কালাগাজীর সরকারী প্রা:বি	৬৫১	৪	২	হ্যাঁ
	কেজি স্কুল	পানির ছড়া আদর্শ কেজি স্কুল	১৮০	৬	৯	না
		বানিয়া কাট অনুসন্ধান আদর্শ কেজি স্কুল	১৬০	৮	৪	না
	বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়	হোয়ানক বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়	৭৯০	১১	৪	হ্যাঁ
		পানিরছাড়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়	৫৫০	১২	৯	হ্যাঁ
		হাজী আব্দুল মাবুদ চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়	৩০০	৭	৭ নং ওয়ার্ড	না
	বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	হোয়ানক বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	২৭৬	১২	৪ নং ওয়ার্ড	না
	মাদ্রাসা	পানিরছড়া ইছলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	৬০০	১৪	৯	না
		রশিদিয়া ইছলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	৫৫০	২০	৯	না
		রাজুয়ার ঘোন মইনুল ইছলাম মাদ্রাসা	৪০০	১৬	৬	না
		হোয়ানক ইছলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	৫৬০	১৭	৩	হ্যাঁ
		নুরীইয়া মোজাহারুল উলম মাদ্রাসা	৯০০	২০	২	না
		কালায়িা কাটা জিন্নুরাইন দাখিল মাদ্রাসা	৪০০	১৮	৮	না
	বেসরকারী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ছনখোলা পাড়া নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১২০	৫	৯	না
		হড়িয়ার ছড়া নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৫০	৪	২	না
	কলেজ	হোয়ানক কলেজ	১৯৮	১৬	৪	হ্যাঁ
কালামারছড়া	সরকারী	উত্তর নলবিলা সরকারী প্রা:বি:	৫২২	৭	১	হ্যাঁ
		ইউনুস খালী সরকারী প্রা:বি:	৭০১	৭	৩	হ্যাঁ
		সরদার ঘোনা সরকারী প্রা:বি:	৭৪০	৪	৪	হ্যাঁ

ইউনিয়ন	বিদ্যালয়/ মাদ্রাসা/কলেজ	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষকা	ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
		চিকনি পাড়া সরকারী প্রা:বি:	৮১৬	৫	৫	হ্যাঁ
		কালারমারছড়া সরকারী প্রা:বি:	৭৭২	৭	৭	হ্যাঁ
		নোনাছড়ি সরকারী প্রা:বি:	৬৩৯	৬	৮	হ্যাঁ
		আঁধার ঘেনা সরকারী প্রা:বি:	৬৬৭	৪	৯	হ্যাঁ
		মিজ্জির পাড়া সরকারী প্রা:বি:	৭৭৯	৫	৯	হ্যাঁ
		চালিয়াতলী সরকারী প্রা:বি:	৩৮২	৪	১	হ্যাঁ
	কেজি স্কুল	উত্তর নলবিলা মডেল স্কুল	১৯০	৪	২	না
		কালারমারছড়া আদর্শ বিদ্যানিকেতন	১৬০	৫	৮	না
		আধার ঘোনা আদর্শ আল একাডমি	৭০০	৬	৯	না
	বেসরকারী প্রা: বিদ্যালয়	কালরমারছড়া বেসরকারী প্রা: বি:	৩২৪	৪	৬	হ্যাঁ
		কালরমারছড়া পাহাড়তলী প্রা: বি:	২৮৫	৪	৪	না
	বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়	কালারমারছড়া উচ্চ বি:	৬০০	১০	৭	হ্যাঁ
		ইউনুছখালী নাছির উদ্দিন উচ্চ বি:	৫৯৯	১৩	৩	না
		উত্তর নলবিলা মাধ্যমিক বি:	৩০১	১০	১	না
	মাদ্রাসা	কালারমারছড়া আদর্শ দাখিল মাদ্রাসা	৭৫০	১২	৭	না
		শাহ মজিদিয়া বালিকা দা: মাদ্রাসা	৫৫০	১৪	৯	না
		ঝাপুয়া আল ইমাম দা: মাদ্রাসা	৪৯০	১৩	৮	হ্যাঁ
		আঁধার ঘোনা বালিকা মাদ্রাসা	৫৪০	১৪	৯	না
		মঈনুল ইছলাম আদর্শ মাদ্রাসা	৫৫০	১৫	৮	না
কুতুবজুম	সরকারী	ঘটি ভাঁঙ্গা সরকারী প্রা:বি:	৬৯৯	৫	১	হ্যাঁ
		কুতুবজুম সরকারী প্রা:বি:	৬২৮	৬	৭	হ্যাঁ
		লাল মো: সিকদার পাড়া স: প্রা:বি:	৬৫৭	৯	৬	হ্যাঁ
		খোন্দকার পাড়া সরকারী প্রা:বি:	৬৮৯	৬	৯	হ্যাঁ
		তাজিয়াকাটা সরকারী প্রা:বি:	৩৮৬	৫	৩	হ্যাঁ
		মেহেরীয়া সরকারী প্রা:বি:	৮২৯	৪	৮	হ্যাঁ
		সোনাদিয়া সরকারী প্রা:বি:	১৫৬	৪	২	হ্যাঁ
	বেস: নিম্ন মা: বি:	ঘটিভাঁঙ্গা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৬০	৮	১	না
	বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়	অপসুর উচ্চ বিদ্যালয়	৫৮০	১০	৬	না
		কুতুবজুম আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়	৮০০	১২	৬	না
	মাদ্রাসা	কুতুবজোম জামেয়ুসুন্নাহ দারুল উলুম দাখিল মাদ্রাসা	৮৪০	১৭	৫	না
		তাজিয়া কাটা সুমাইয়া বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	৭০০	১৬	৩	না
মাতারবাড়ী	সরকারী	মাতারবাড়ী সরকারী প্রা:বি:	১১৮৮	১২	১	হ্যাঁ
		রাজঘাট সরকারী প্রা:বি:	৬০০	৭	৩	হ্যাঁ
		পুরান বাজার সরকারী প্রা:বি:	৭৭৩	৮	৬	হ্যাঁ
		সা্ইরার ডেইল সরকারী প্রা:বি:	৭০৪	৫	৯	হ্যাঁ
		উ: সিকদার পাড়া সরকারী প্রা:বি:	৩৩৩	৪	১	হ্যাঁ
		উ: রাজঘাট সরকারী প্রা:বি:	২৪১	৪	৩	না
		দ: সাইরার ডেইল সরকারী প্রা:বি:	২৭৭	৪	৯	না
		দ: মগ ডেইল সরকারী প্রা:বি:	৩৬৫	৪	৮	না
		মাতারবাড়ী নয়াপাড়া সরকারী প্রা:বি:	৩২৬	৪	৭	হ্যাঁ
	কেজি স্কুল	মাতারবাড়ী আইডিয়াল স্কুল	২১০	৯	১	না
		মাতারবাড়ী কেজি স্কুল	১৮০	৮	১	না

ইউনিয়ন	বিদ্যালয়/ মাদ্রাসা/কলেজ	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষকা	ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
		সৃজনী কেজি স্কুল	১৩৯	৭	৮	হ্যাঁ
	বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়	মাতারবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়	১৩৯০	১৮	১	না
		মাতারবাড়ী আদর্শ জুনিয়ার হাই স্কুল	২৯০	৮	৬	না
	মাদ্রাসা	মাতারবাড়ী মজিদিয়া সুন্নিয়া সিনিয়ার মাদ্রাসা	৮৫১	২২	৫	হ্যাঁ
		আজেজীয় কাশেমউল উলুম মাদ্রাসা	৫১০	১০	১	না
		উমেহানী বালিকা মাদ্রাসা	৩৫০	৮	৯	না
		সা্ইরার ডেইল দারুছসুন্না মাদ্রাসা	৩১০	৮	৯	না
		রাজঘাট রশীদিয়া হশমতিয়া দাখিল মাদ্রাসা	৫৮০	১৪	৩	না
		তৈয়বিয়া তাহেরিয়া সুন্নিয়া বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	৪১৫	১২	৬	না
শাপলাপুর	সরকারী প্রাঃ বিঃ	সাইট মারা সঃ প্রাঃ বিঃ	৪২৫	৫	১	হ্যাঁ
		শাকের মোঃ কাটা সঃ প্রাঃ বিঃ	৮৪৮	৪	২	না
		শাপলাপুর সঃ প্রাঃ বিঃ	৮৮৬	৭	৬	হ্যাঁ
		মুকবেকী সঃ প্রাঃ বিঃ	৮২৭	৫	৭	না
		কায়দাবাদ সঃ প্রাঃ বিঃ	৪৬২	৪	৮	হ্যাঁ
		মিঠাকাটা সঃ প্রাঃ বিঃ	৫৪০	৪	৩	হ্যাঁ
	বেসরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়	দ্বিনেশপুর বেসঃ কমিউনিটি প্রাঃ বিঃ	২৯০	৩	৯	না
		ঘোনাপাড়া বেসঃ প্রাঃ বিঃ	৩৮০	৪	৪	না
	বেসরকারী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	জে এম ঘাট নিম্ন মাধ্যঃ বিঃ	১৯০	৫	২	না
		মুকবেকী নিম্ন মাধ্যঃ বালিকা বিঃ	১৮০	৪	৭	না
		সাইটমারা রেসিডেন্সিয়াল মডেল নিম্ন মাধ্যঃ বিঃ	৭০	৫	১	না
	উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	শাপলাপুর উচ্চ বিদ্যালয়	৬০০	১১	৬	হ্যাঁ
	কেজি স্কুল	শাপলাপুর আদর্শ শিক্ষা নিকেতন	২৯০	৬	৬	না
	মাদ্রাসা	শাপলাপুর ইছলামিয়া আলিম মাদ্রাসা	১৭৮০	২২	৫	হ্যাঁ
		কায়দাবাদ ফকিরাকাটা ইসলামিয়া দাঃ মাদ্রাসা	৫৪০	১১	৯	না
		সাইট মারা দাঃ মাদ্রাসা	৬২০	১২	১	না
মহেশখালী পৌরসভা	সরকারী	মহেশখালী মডেল সরকারী প্রাঃবিঃ	৭৫১	১২	২	হ্যাঁ
		গোরকঘাটা সরকারী প্রাঃবিঃ	৮৭৬	৯	৫	হ্যাঁ
		বার্মিজ সরকারী প্রাঃবিঃ	৫৩৭	৭	৪	হ্যাঁ
		চর পাড়া সরকারী প্রাঃবিঃ	২৬৬	৪	৯	হ্যাঁ
		পুটি বিলা সরকারী প্রাঃবিঃ	৩৩০	৪	৩	হ্যাঁ
	সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়	মহেশকালী সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	৭০০	২০	৩	হ্যাঁ
	কেজি স্কুল	মহেশখালী কেজি এন্ড প্রি কেডেট স্কুল	৩৫০	১৪	৭	না
		টিউলিপ ন্যাশেনাল একাডেমি	১৩০	৭	৪	না
	বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়	মহেশখালী আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়	১৯০০	২৬	৩	হ্যাঁ
		গোরকঘাটা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়	২২০	৭	৯	হ্যাঁ

ইউনিয়ন	বিদ্যালয়/ মাদ্রাসা/কলেজ	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষকা	ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
	সিনিয়ার মাদ্রাসা	পুটিবিলা ইছলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসা	৮০০	২২	২	না
	বেসরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়	দাশী মাঝির পাড়া প্রদীপালয় প্রাঃ বিদ্যালয়	৩৮০	৫	৩	না
	কলেজ	মহেশকালী ডিগ্রী কলেজ	১৩০০	২৯	৩	হ্যাঁ
	বিশ্ব বিদ্যালয়	লিডারশীপ ইউনির্ভসিটি	১০০	৭	৯	হ্যাঁ

সংযুক্তিঃ ৬

এক নজরে উপজেলা/জেলা

আয়তন	৩৮৮.৫ বর্গ কি:মি:		এনজিও পরিচালিত স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র	৩ টি
উপজেলা পরিষদ	১ টি		ডাক বাংলো	১ টি
ইউনিয়ন পরিষদ	৮ টি		ঈদগাঁহ্	২ টি
পৌরসভা	১ টি		ভুমি অফিস	৩ টি
মৌজা	৩২ টি		ব্যাংক (কৃষি ব্যাংক- ৫টি, পুবালী, সোনালী ও ইসলামী ব্যাংক)	৮ টি
গ্রাম	২০৬ টি		পোস্ট অফিস	৮ টি
পরিবার	৫৮১৭৭ টি		ক্লাব	২০ টি
মোট জনসংখ্যা	৩২১২১৮ জন		হাট বাজার	৪৩ টি
পুরুষ	১৬৫৬৯৩ জন		পল্লী বিদ্যুৎ অফিস	১ টি
মহিলা	১৫৫৫২৫ জন		টিএন্ড টি অফিস	১ টি
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬৩ টি		পুলিশ ফাড়ী	২ টি
বেসরকরী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬ টি		সিপিপি অফিস	৪ টি
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৮ টি		বনবিট অফিস	৯ টি
কলেজ	৪ টি		কবরস্থান	৩১১ টি
বিশ্ববিদ্যালয়	১ টি		শ্মশান ঘাট	২৭ টি
মাদ্রাসা (দাখিল, ফাজিল, এবতেদায়ী)	৭১ টি		মুরগির খামার	২০ টি
স্যাটেলাইট স্কুল	৭ টি		তাঁত শিল্প কারখানা	২ টি
ব্র্যাক স্কুলসহ এনজিও স্কুল	১৬৫টি		মোবাইল টাওয়ার	৩৯ টি
কিন্টার গার্ডেন স্কুল	১২ টি		গভীর নলকূপ	৭৪৯ টি
নিম্ন মাধ্যমিক স্কুল	৮ টি		অগভীর নলকূপ	২৭৫৩৪ টি
শিক্ষার হার	২৮%		হস্ত চালিত নলকূপ	
থানা	১ টি		নদী	১০ টি
বাঁধ	১৬ টি		খাল	৩৯ টি
স্লুইচ গেট	৩১ টি		হাওড়	-
ব্রীজ	১২০ টি		বিল	-
কালভার্ট	২৮১ টি		পুকুর	৮০০ টি
মসজিদ	৩৭৪ টি		কাঁচা রাস্তা	৩৫৪ কি:মি:
মন্দির	৫৩ টি		পাকা রাস্তা	৭৯ কি:মি:
ক্যায়াং	৮টি		আধা পাকা রাস্তা	১৪২ কি:মি:
এতিম খানা	২২ টি		খেলার মাঠ	২২ টি
আর্ন্তজাতিক বেসরকরী উন্নয়ন সংস্থা	নাই		মৎস অবতরণ কেন্দ্র	২ টি
জাতীয় বেসরকরী উন্নয়ন সংগঠন	১৮ টি		লবন উৎপাদন কেন্দ্র	১ টি
সরকারী হাসপাতাল	১ টি		ফ্লাওয়ার মিল	১ টি
সরকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্র	৭ টি		বরফ মিল	১ টি
কমিউনিটি ক্লিনিক	২৬ টি		খাদ্য গুদাম	২ টি
বৌদ্ব অনাথ আশ্রম	১ টি		কুটির শিল্প	৬ টি
গীর্জা	-		সাব-রেজিষ্ট্রি অফিস	১ টি
বিআরডিবি অফিস	১ টি			

সংযুক্তি: ৭

ইউনিয়নভিত্তিক রাস্তাসমূহের তথ্য:

ইউনয়ন	কোথা হতে কোথা পর্যন্ত	কত কিলোমিটার ও উচ্চতা কত	ওয়ার্ড	বন্যামুক্ত কিনা	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
বড় মহেশখালী	পাকা রাস্তা: ১নং ওয়ার্ডের শেষ সীমানা শুকরিয়া পাড়া হইতে মহেশখালী উপজেলা সদর পর্যন্ত সংযোগ সড়ক	৬কি:মি: ৪ ফুট	৫ , ৯ , ৭ , ৮ ৩ ও ২ নং ওয়ার্ড	বন্যামুক্ত	কাছাকাছি রাস্তা-গুলোতে আশ্রয় নিয়ে থাকে ।
	HBB: ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডের সাথে সংযোগ	২০ কি: মি: ৪ ফুট	১ নং ওয়ার্ড ৯ নং ওয়ার্ড পর্যন্ত সংযুক্ত	বন্যামুক্ত	
	কাঁচা রাস্তা: প্রতিটি ওয়ার্ডের গ্রাম্য পথ	৬০ কি: মি: ৩ ফুট	১ নং ওয়ার্ড ৯ নং ওয়ার্ড পর্যন্ত সংযুক্ত	বন্যামুক্ত নয়	
ছোট মহেশখালী	পাকা রাস্তা: ৯নং ওয়ার্ডের রশিদ মিয়া ব্রীজ হতে শুরু হয়ে ৪ নং ওয়ার্ডে রশিদ ফার্ম হয়ে শাপলাপুর সীমানার দিকে চলে গেছে প্রায় ১৪ কি:মি: ও ৯নং ওয়ার্ডের ঠাকুর তলার মোড় হতে আদিনাথ মন্দির পর্যন্ত ২ কি:মি:	১৬ কি: মি: ৪ ফুট	৯ ও ৪ ং ওয়ার্ড	পাকা, কাঁচা ও HBB সব রাস্তায় আংশিক প্লাবিত হয় ।	বসতবাড়ির কাছাকাছি উঁচু রাস্তায় তাৎক্ষণিক আশ্রয় নিয়ে থাকে ।
	HBB: ছোটমহেশখালী ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডের সাথে সংযোগ	২৫ কি: মি: ৪ ফুট	১ নং হতে ৯ নং ওয়ার্ড পর্যন্ত সংযুক্ত		
	কাঁচা রাস্তা: প্রতিটি ওয়ার্ডের গ্রাম্য পথ	৫৫ কি: মি: ৩ ফুট	১ নং ওয়ার্ড ৯ নং ওয়ার্ড পর্যন্ত সংযুক্ত		
ধলঘাটা	পাকা রাস্তা: সুতরিয়া বাজার হইতে কিসরাবনিয়া আদর্শ স্কুল পর্যন্ত	২কি:মি: ৪ ফুট	৫,৬, ৭ নং ওয়ার্ড	পাকা, কাঁচা ও HBB সব রাস্তা বন্যামুক্ত নয়	ঐ

ইউনয়ন	কোথা হতে কোথা পর্যন্ত	কত কিলোমিটার ও উচ্চতা কত	ওয়ার্ড	বন্যামুক্ত কিনা	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
	HBB:মহুরী ঘেনা বাজার হইতে মহুরী ঘেনা সিকদার পাড়া মাদ্রাসা পর্যন্ত কাঁচা রাস্তা: প্রতিটি ওয়ার্ডের গ্রাম্য পথ	২ কি: মি: ৩.৫ ফুট ২২ কি: মি: ৩ ফুট	১ নং ওয়ার্ড ৯ নং ওয়ার্ড পর্যন্ত সংযুক্ত ১ নং ওয়ার্ড ৯ নং ওয়ার্ড পর্যন্ত সংযুক্ত		
হোয়ানক	পাকা রাস্তা: হোয়ানক ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের ডেইল্যা ঘোনা থেকে ৯ নং ওয়ার্ডের বারঘর পাড়ার শেষ সীমানা পর্যন্ত, HBB: হোয়নক ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডের সাথে সংযোগ কাঁচা রাস্তা: প্রতিটি ওয়ার্ডের গ্রাম্য পথ	৮ কি:মি: ৩ থেকে ৪ ফুট ২৫ কি:মি: ৩ থেকে ৪ ফুট ৭০ কি:মি: ৩ থেকে ৩.৫ ফুট	১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭,৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড ১ নং ওয়ার্ড ৯ নং ওয়ার্ড পর্যন্ত সংযুক্ত ১ নং ওয়ার্ড ৯ নং ওয়ার্ড পর্যন্ত সংযুক্ত	পাকা, কাঁচা ও HBB সব রাস্তায় আংশিক প্লাবিত হয়, তবে বৃষ্টি কমে গেলে পানি নেমে যায়	ঐ
কালামারছড়া	পাকা রাস্তা: ১নং ওয়ার্ডের মহেশখালী ব্রীজ হইতে ৯নং ওয়ার্ডের শেষ সীমানা আমির শরীফের মসজিদ পর্যন্ত - ৯ কি:মি:, শ্বশানখোলা থেকে দারাদিয়া ব্রীজ পর্যন্ত - ২ কি:মি: ও বালুর ডেইল হইতে শাপলাপুর ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের উত্তর সীমা পর্যন্ত - ১ কি:মি । HBB:বড় মহেশখালী ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডের সাথে সংযোগ কাঁচা রাস্তা: প্রতিটি ওয়ার্ডের গ্রাম্য পথ	১২ কি:মি: ৪ ফুট ১৮ কি:মি: ৪ ফুট ৬২ কি: মি: ৩ ফুট	১ নং ওয়ার্ড ৯ নং ওয়ার্ড পর্যন্ত সংযুক্ত ১ নং ওয়ার্ড ৯ নং ওয়ার্ড পর্যন্ত সংযুক্ত ১ নং ওয়ার্ড ৯ নং ওয়ার্ড পর্যন্ত সংযুক্ত	পাকা, কাঁচা ও HBB সব রাস্তায় আংশিক প্লাবিত হয় । (নলবিলা, আধার ঘোনা, কালরমার ছড়া বাজারের পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক প্রায় ২কিমি: এলাকা প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে জোয়ারের পানিতে প্লাবিত হয় ও রাস্তা ঘাট ডুবে যায় । এছাড়াও কালারমার ছড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের উত্তর পাশের রাস্তার উপর দিয়ে সারাবছর পানি চলাচল করায় এটি ছড়া না রাস্তা তা বুঝা যায়না ।	ঐ

ইউনয়ন	কোথা হতে কোথা পর্যন্ত	কত কিলোমিটার ও উচ্চতা কত	ওয়ার্ড	বন্যামুক্ত কিনা	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
কুতুবজুম	**পাকা রাস্তা:** খন্দকার পাড়া হতে ঘটিভংঙ্গা পর্যন্ত, খন্দকার পাড়া হইতে কালা মিয়া বাজার পর্যন্ত ও উত্তর পার্শ্বে কালা মিয়ার বাজার হইতে কুতুবজোম জামেয়া সুন্নাহ মাদ্রাসা পর্যন্ত । HBB: ছোটমহেশখালী ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডের সাথে সংযোগ **রাস্তা: রাস্তা:** প্রতিটি ওয়ার্ডের গ্রাম্য পথ,	৬ কি:মি: ৪ ফুট ৩ কি:মি: ৪ ফুট ৩০ কি: মি: ৩ ফুট	১, ৫, ৬, ৭ ও ৯ নং ওয়ার্ড ১ হতে ৯নং ওয়ার্ড পর্যন্ত কিছু কিছু রাস্তা ব্রিক সলিং । ১ নং ওয়ার্ড ৯ নং ওয়ার্ড পর্যন্ত সংযুক্ত ।	সব রাস্তায় আংশিক প্লাবিত হয় তবে বালি এলাকা হওয়ায় পানি বেশী সময় থাকেনা	ঐ
মাতারবাড়ি	**পাকা রাস্তা:** দক্ষিণ রাজঘাট হতে উত্তর রাজঘাট হয়ে নতুন বাজার পর্যন্ত HBB: মাতাবাড়ী ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডের সাথে সংযোগ **কাঁচা রাস্তা:** দুর্গম এলাকায় ও সমুদ্র সৈকতে যাওয়ার জন্য বিকল্প রাস্তা	৩ কি:মি: ৪ ফুট ২১ কি:মি: ৩ ফুট ৯ কি:মি: ৩ ফুট	১ নং ও ৩ নং ওয়ার্ড ১ নং ওয়ার্ড হতে ৯ নং ওয়ার্ড পর্যন্ত ১ নং ওয়ার্ড হতে ৯ নং ওয়ার্ড পর্যন্ত	বন্যামুক্ত আংশিক প্লাবিত হয় ঐ (সাইরার ডেইল, মগডেইল, পুরান বাজার হতে ফুলজান মুড়ার আংশিক প্রায় ৫ কিমি: এলাকা প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে জোয়ারের পানিতে প্লাবিত হয়)	ঐ
শাপলাপুর	**পাকা রাস্তা:** ৯ নং ওয়ার্ড সীমান্ত ব্রীজ জামাই ধরনীর শিয়া থেকে শুরু হয়ে ১ নং ওয়ার্ডের উত্তর সাইট মারার শাপলাপুর সীমানা পর্যন্ত HBB: শাপলাপুর ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডের সাথে সংযোগ **কাঁচা রাস্তা:** প্রতিটি ওয়ার্ডের	১৫ কি:মি: ৪ ফুট ৬ কি:মি: ৩ ফুট ৩২ কি:মি: ৩ ফুট	৯ নং ওয়ার্ড থেকে ১ নং ওয়ার্ড পর্যন্ত ১ নং ওয়ার্ড থেকে ৯ নং ওয়ার্ড পর্যন্ত ১ নং ওয়ার্ড	পাহাড়ী ঢলে আংশিক প্লাবিত হয় । পাহাড়ী এলাকা হওয়ায় পানি নেমে যায়	ঐ

ইউনয়ন	কোথা হতে কোথা পর্যন্ত	কত কিলোমিটার ও উচ্চতা কত	ওয়ার্ড	বন্যামুক্ত কিনা	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
	গ্রাম্য পথ		থেকে ৯ নং ওয়ার্ড পর্যন্ত		
মহেশখালী পৌরসভা	**পাকা রাস্তা:** ১নং ওয়ার্ডের মহুরী পাড়া হইতে ৮নং ওয়ার্ডের সিকদার পাড়া পর্যন্ত পাকা। মুলত প্রতি ওয়ার্ডে প্রায় ০.৫ কি:মি: থেকে ১.৮২ কি:মি পর্যন্ত পাকা রাস্তা আছে	১১ কি:মি: ৫ ফুট	১ নং ওয়ার্ড থেকে ৮ নং ওয়ার্ড পর্যন্ত	সমুদ্র উপকুলীয় এলাকা হওয়ায় পানি জমে থাকে না	ঐ
	HBB: পৌরসভার প্রতিটি ওয়ার্ডের সাথে সংযোগ	২২ কি:মি: ৪ ফুট	১ থেকে ৯ নং ওয়ার্ড পর্যন্ত		
	কাঁচা রাস্তা: প্রতিটি ওয়ার্ডের গ্রাম্য পথ	১৪ কি:মি: ৩ ফুট	১ থেকে ৯ নং ওয়ার্ড পর্যন্ত		

সংযুক্তি: ৮

ইউনিয়নভিত্তিক ব্রীজসমূহের তথ্য:

ইউনিয়নের	ব্রীজের নাম	অবস্থান/ কোন নদী বা খালের উপরে	ওয়ার্ড	কাজ করে কিনা
বড় মহেশখালী **১৪টি**	লাল মো: সিকাদার পাড়া ব্রীজ, লক্ষণবৈদ্যর বাড়ী সংলগ্ন ব্রীজ, ধোয়াপাড়া ব্রীজ, সিপাহীর পাড়া ব্রীজ, ইছামতি ব্রীজ	নাপিতের খাল ও ইছামতি খাল,	৫নং ওয়ার্ড	সবগুলো কাজ করে
	ফকিরা কাটা ব্রীজ, পাহাড় তলী ব্রীজ, গুলগুলিয়া পাড়া ব্রীজ, মন্ত্র কাটা ব্রীজ, বদরুউদ্দীন মাষ্টারের বাড়ী সংলগ্ন ব্রীজ	মইত্তা তলী ছড়া, গলাচিপা ছড়, ইছামতি খাল, দেইশা কাটা খাল, দেবেঙ্গা কাটা ছড়া	৪নং ওয়ার্ড	সবগুলো কাজ করে
	নিজতালুক পাড়া সংযোগ ব্রীজ, ছোট কুলাল পাড়া ব্রীজ, বড় কুলাল পাড়া ব্রীজ	ইছামতি খাল	৬নং ওয়ার্ড	সবগুলো কাজ করে
	শুকরিয়া পাড়া ব্রীজ, জইয়ের কাটা ছড়া ব্রীজ	মইত্তা তলী ছড়া, জইয়ের কাটা ছড়া	১নং ওয়ার্ড	সবগুলো কাজ করে
ছোট মহেশখালী **১৪টি**	রসিদ মিয়ার ব্রীজ (২০০৬ এ নেপাল সরকারের অর্থায়নে ছোট মহেশখালী ইউনিয়নে ৯নং ওর্য়াড ঠাকুরতলায় অদিনাথ মন্দিরে শিব চর্তুদশী মেলা ও পর্যটকদের যাতায়াতের জন্য প্রায় ০.৭৫ কি:মি: জেটি র্নিমাণ করা হয়)।	বরুনা ঘাট খাল,	৯ নং ওয়ার্ড	সবগুলো কাজ করে
	ছেংছড়ি ব্রীজ	ছেংছড়ি খাল	৫ নং ওয়ার্ড	কাজ করে
	দ: নলবিলা পশ্চিম খাল ব্রীজ (৩টি), বড় বিল খালের ব্রীজ, আছড় তলী খালের ব্রীজ, সীপাহির পাড়া ব্রীজ	পশ্চিম খাল, বড় বিল, আছড় তলী খাল, বরুনা ঘাট খাল,	২ ও ৩নং ওয়ার্ড	সবগুলো কাজ করে
	ছোট মহেশখালী লম্বা ঘেনা ব্রীজ, হানিয়ার ছড়া ব্রীজ, কালমাদিয়ার ব্রীজ	মুদিরছড়া খাল, হানিয়ার ছড়া খাল, কালমাদিয়ার ছড়া,	৪ ও ৫নং ওয়ার্ড	সবগুলো কাজ করে
	ডেইল পাড়া রাস্তার ব্রীজ	পাহাড়ের পানি প্রবাহিত হওয়ার খাদের উপরে	৭ নং ওয়ার্ড	কাজ করে

ইউনিয়নের	ব্রীজের নাম	অবস্থান/ কোন নদী বা খালের উপরে	ওয়ার্ড	কাজ করে কিনা
	তেলী পাড়া ব্রীজ (২টি)	তেলী পাড়া খাল,	৮নং ওয়ার্ড	কাজ করে
ধলঘাটা ৭টি	মহুরী ঘেনা ব্রীজ বনজামীরঘেনা ব্রীজ বুড়ি পাড়া ব্রীজ	মামার খাল বানজামিরা খাল বুড়ি পাড়া খাল	২নং ওয়ার্ড	সবগুলো কাজ করে
	সুতরিয়া ব্রীজ কিছরা বুনিয়া ব্রীজ	বড় খাল কিছরা বুনিয়া খাল	৫নং ওয়ার্ড	সবগুলো কাজ করে
	মোহন বাসি ব্রীজ	উলো খালী খাল	৭নং ওয়ার্ড	কাজ করে
	পন্ডিতের ডেইল ব্রীজ	পন্ডিত ডেইল খাল	৮নংওয়ার্ড	কাজ করে
হোয়ানক **২৬টি**	ডেইল্যা ঘোনা উত্তর ব্রীজ ডেইল্যা ঘোনা মধ্যম ব্রীজ ডেইল্যা ঘোনা দক্ষিণ ব্রীজ ছনখোলা পাড়া উত্তর ব্রীজ ছনখোলা পাড়া দক্ষিণ ব্রীজ	ডেইল্যা ঘোনা ছড়া ছনখোলা ছড়া ছনখোলা ছড়া	১ নং ওয়ার্ড	ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করে কাজ করে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করে
	হরিয়ার ছড়া উত্তর ব্রীজ হরিয়ার ছড়া মধ্যম ব্রীজ কালাগাজীর পাড়া ব্রীজ	হরিয়ার ছড়া হরিয়ার ছড়া কালাগাজীর ছড়া	২ নং ওয়ার্ড	ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করে ঝুঁকিপূর্ণ
	পদ্ম পুকুড় পাড়া ব্রীজ পদ্ম পুকুড় পাড়া মধ্যম ব্রীজ খোরশা পাড়া ব্রীজ	পদ্ম পুকুড় ছড়া পদ্ম পুকুড় ছড়া খোরশা ছড়া	৩ নং ওয়ার্ড	সবগুলো কাজ করে
	পুঁই ছড়া ব্রীজ	পুঁই ছড়া	৪ নং ওয়ার্ড	কাজ করে
	বড় ছড়া ব্রীজ দ: বড় ছড়া ব্রীজ	বড় ছড়া	৫ নং ওয়ার্ড	ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করে
	রাজুয়ারঘোনা উত্তর ছড়া ব্রীজ রাজুয়ারঘোনা মধ্যম ছড়া ব্রীজ	রাজুয়ারঘোনা ছড়া	৬ নং ওয়ার্ড	সবগুলো কাজ করে
	কেরুন তলী উত্তর ব্রীজ কেরুন তলী মধ্যম ব্রীজ নয়াপাড়া ব্রীজ নয়াপাড়া দ: ব্রীজ	কেরুন তলী ছড়া নয়াপাড়া ছড়া	৭ নং ওয়ার্ড	সবগুলো কাজ করে
	কালিয়া কাটা দ: ব্রীজ মহুরা কাটা ব্রীজ ধলঘাট পাড়া ব্রীজ	কালিয়া কাটা ছড়া মহুরা কাটা ছড়া ধলঘাট ছড়া	৮ নং ওয়ার্ড	সবগুলো কাজ করে
	পানিরছড়া উত্তর ব্রীজ পানিরছড়া মধ্যম ব্রীজ জৈইয়ের কাটা ব্রীজ	পানিরছড়া ছড়া জৈইয়ের কাটা ছড়া	৯ নং ওয়ার্ড	২টি কাজ করে জৈইয়ের কাটা ব্রীজ ঝুঁকিপূর্ণ
কালামারছড়া ৮টি	ধরা খাল ব্রীজ মহেশখালী সংযোগ ব্রীজ	কুহেলীয়া নদী	১ নং ওয়ার্ড	সবগুলো কাজ করে
	মাইজ পাড়া ব্রীজ	মাইজ পাড়া ছড়া	৩ নং ওয়ার্ড	

ইউনিয়নের	ব্রীজের নাম	অবস্থান/ কোন নদী বা খালের উপরে	ওয়ার্ড	কাজ করে কিনা
	ঝাপুয়া ছড়া ব্রীজ	ঝাপুয়া ছড়া	৪ নং ওয়ার্ড	
	কালারমারছড়া ব্রীজ ঘোনার ব্রীজ	কুহেলীয়া নদী	৭ নং ওয়ার্ড	ঘোনার ব্রীজ চলাচলের অনুপোযোগী
	নুনা ছড়ি ব্রীজ	নুনাছড়ি ছড়া	৮ নং ওয়ার্ড	
	আধার ঘোনা ব্রীজ	কুহেলীয়া নদী	৯ নং ওয়ার্ড	
কুতুবজুম **৬টি**	খন্দকার পাড়া ব্রীজ	খন্দকার পাড়া খাল	৯ নং ওয়ার্ড	সবগুলো কাজ করে
	কাটা খালী ব্রীজ হরিঘোনা ব্রীজ জহির ফকির কবরস্থান ব্রীজ	কাটাখালী খাল হরিঘোনা খাল পাঁচ আনা ঘোনা ছড়া	৩ নং ওয়ার্ড	
	ঘটি ভাংগা ব্রীজ	ঘটি ভাঁঙ্গা খাল	১ নং ওয়ার্ড	
	মাঝের দার ব্রীজ	সোনাদিয়া মাঝের দার খাল	২ নং ওয়ার্ড	
মাতারবাড়ী ১টি	মাতারবাড়ী ব্রীজ (রাজঘাট) =	কুহেলীয়া নদী	৩নং ওয়ার্ড	সবগুলো কাজ করে
শাপলাপুর ৩৮টি	সাইট মারা ব্রীজ পাটোয়াছড়ি ব্রীজ চিকন ছড়ি ব্রীজ	সাইট মারা ছড়া পাটোয়াছড়ি ছড়া চিকন ছড়ি ছড়া	১ নং ওয়ার্ড	সবগুলো কাজ করে
	শাকের মো: কাটা রাস্তার ব্রীজ হিমছড়ি ব্রীজ মিঠাছড়া ব্রীজ চিকনী পাড়া ব্রীজ খরোলিয়া ঝিরি ব্রীজ তুলাতলি ব্রীজ	গলা ছিড়া ছড়া হিমছড়ি ছড়া মিঠাছড়া বড় ছড়া খরোলিয়া ছড়া তুলাতলি ছড়া	২ নং ওয়ার্ড	সবগুলো কাজ করে
	ধুইল্যা ছড়ি ব্রীজ দক্ষিণ বারিয়া ছড়ি ব্রীজ বারিয়া ছড়ি ব্রীজ নাপিতার ঘোনা ব্রীজ	ধুইল্যা ছড়ি ছড়া মগের ঘোনা বারিয়া ছড়ি ছড়া পানি নিষ্কাশনের পথ	৩ নং ওয়ার্ড	সবগুলো কাজ করে
	পশ্চিম ঘোনা পাড়া ব্রীজ তেতুল তলি ব্রীজ সংঘ ঝিরি ছড়া ব্রীজ মতিমার ছড়া ব্রীজ	মতিমার ছড়া মিঠাছড়ি ছড়া সংঘ ঝিরি ছড়া মতিমার ছড়া	৪ নং ওয়ার্ড	কাজ করে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করে কাজ করে
	হুর হরি ছড়া ব্রীজ আলিম মাদ্রাসা সংলগ্ন ব্রীজ	হুর হরি ছড়া পানি নিষ্কাশনের পথ	৫ নং ওয়ার্ড	ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করে

ইউনিয়নের	ব্রীজের নাম	অবস্থান/ কোন নদী বা খালের উপরে	ওয়ার্ড	কাজ করে কিনা
	ধুইল্ল্যা ছড়ি ব্রীজ	ওয়াইংগড় ছড়া	৬ নং ওয়ার্ড	কাজ করে
	মুকবেকী ব্রীজ বুদার পাড়া ব্রীজ ওয়াইংগড় ছড়া ব্রীজ - ২ টি	মুকবেকী ছড়া পানি নিষ্কাশনের পথ ওয়াইংগড় ছড়া	৭ নং ওয়ার্ড	ঝুঁকি পূর্ণ কাজ করে কাজ করে
	বাড়িয়া পাড়া ব্রীজ রোয়াজার ছড়া ব্রীজ মড়া ছড়া রাস্তার ব্রীজ বুড়ির গোদা ব্রীজ	বাড়িয়া পাড়া ছড়া রোয়াজার ছড়া মড়া ছড়া বুড়ির গোদা ছড়া	৮ নং ওয়ার্ড	কাজ করে ঝুঁকি পূর্ণ ঝুঁকি পূর্ণ কাজ করে
	কুয়াড় ঝিরি ব্রীজ রশীদ মিয়া ফার্ম সংলগ্ন পশ্চিম মাথার ব্রীজ কুতুবদিয়া পাড়া ব্রীজ কাইন্ন্যা ঝিরি ব্রীজ লইল্ল্যা ছড়া ব্রীজ টেইলা পাড়া ব্রীজ নাফার ছাড়া ব্রীজ কায়দাবাদ বাজার উত্তর ব্রীজ সীমান্ত ব্রীজ	কুয়াড় ঝিরি ছড়া পাহাড়ের পানি চলাচলের পথ চিতার ঝিরি কাইন্ন্যা ঝিরি লইল্ল্যা ছড়া টেইলা পাড়া ঝিরি নাফার ছাড়া পাহাড়ের পানি নিষ্কাশনের পথ ধইয়ার ছড়া	৯ নং ওয়ার্ড	সবগুলো কাজ করে
মহেশখালী পৌরসভা-	বরুণা ঘাট ব্রীজ	বরুণাঘাট খাল	১ নং ওয়ার্ড	কাজ করে
	দক্ষিণ ঘোনা পাড়া ব্রীজ দ: পুটিবিলা সীমান্ত ব্রীজ দাসি মাঝির পাড়া ব্রীজ রশীদ মিয়ার ব্রীজ	সরকারী খাল পানি নিষ্কাশনের পথ বরুণাঘাট খাল	৩ ও ৪ নং ওয়ার্ড	সবগুলো কাজ করে
	ঘোনা পাড়া ব্রীজ	পানি নিষ্কাশনের পথ	৫ নং ওয়ার্ড	কাজ করে

সংযুক্তি: ৯

উপজেলায় মোট কালভার্ট ২৭৯টি । ইউনিয়নভিত্তিক কালভার্টসমূহের তথ্য:

ইউনিয়ন	কালভার্টের নাম	রাস্তা, নদী বা খালের উপরে	ওয়ার্ড	কাজ করে কিনা
বড় মহেশখালী = ৫৭টি	শুকরিয়া পাড়া কালভার্ট, মইত্তাতলী কালভার্ট, মৌ: আমজাদ আলী রাস্তায় (২টি), ফকিরা কাটা রাস্তায় (৩টি), আমতলী (৩টি) ।	ওয়ার্ডে বিভিন্ন রাস্তা/ সড়ক ও খালে	১ নং ওয়ার্ড	সবগুলো কাজ করে
	মুন্সীর ডেইল রোহিঙ্গা বাজার হইতে পাহাড়তলী (২টি), মুন্সির ডেইল সড়ক ।	ওয়ার্ডে বিভিন্ন রাস্তা/ সড়ক ও খালে	২ নং ওয়ার্ড	সবগুলো কাজ করে
	এম আক্তার কামাল রাস্তা, মাহারাপাড়া হতে মৌ আনসুর আলী পাড়া (২টি), মনু মিয়াপাড়া হইতে ডিসি রোডে (২টি), বঙ্গবন্ধু মহিলা কলেজ রোড, মাহারা পাড়া হইতে মিয়াজী পাড়া রোডে (২টি) ।	ওয়ার্ডে বিভিন্ন রাস্তা/ সড়ক ও খালে	৩ নং ওয়ার্ড	সবগুলো কাজ করে
	আব্দুল করিম মাষ্টারের বাড়ীর উত্তর পার্শ্বে, আছর তলী রোডে (৩টি) ।	ওয়ার্ডে বিভিন্ন রাস্তা/ সড়ক ও খালে	৪ নং ওয়ার্ড	সবগুলো কাজ করে
	নিজতালুক পাড়া রোড, সিপাহীড় পাড়া রোড হইতে গোরস্থান রোড, মাদ্রসা রোড হইতে মধুয়ার ডেইল (২টি), লাতুয়ার ডেইল (২টি) ।	ওয়ার্ডে বিভিন্ন রাস্তা/ সড়ক ও খালে	৫ নং ওয়ার্ড	সবগুলো কাজ করে
	মৃত মৌ রশিদ আহম্মদ রোড, ছোট কুলাল পাড়ায় ।	ওয়ার্ডে বিভিন্ন রাস্তা/ সড়ক ও খালে	৬ নং ওয়ার্ড	সবগুলো কাজ করে
	সিরাজ চেয়াম্যানের রোড, পূর্ব জাগিরা ঘোনা রোড, হাজী এতাহার মিয়া রোড ।	ওয়ার্ডে বিভিন্ন রাস্তা/ সড়ক ও খালে	৭ নং ওয়ার্ড	সবগুলো কাজ করে
	খালেদা জিয়া রোড (৩টি), পশ্চিম জাগিরা ডিসি রোড হতে দ: জাগিরা ঘোনা পর্যন্ত (৪টি), ফকিরা ঘেনা রোড হতে পূর্ব জাগিরা ঘেনা পর্যন্ত (২টি), নতুন বাজার রোড হতে নাপিতার খাল রোড (৪টি) ।	ওয়ার্ডে বিভিন্ন রাস্তা/ সড়ক ও খালে	৮ নং ওয়ার্ড	সবগুলো কাজ করে
	আনোয়ার পাশা চৌধুরী সড়ক, মৃত মো: জহির সড়ক, মধ্যম ও পশ্চিম ফকিড়া ঘেনা রোড কালভার্ট (৬টি)	ওয়ার্ডে বিভিন্ন রাস্তা/ সড়ক ও খালে	৯ নং ওয়ার্ড	সবগুলো কাজ করে
ছোট	বুজুরের খালী মসজিদ সংলগ্ন	জমির পানি নিষ্কাশনের	১নং ওয়ার্ড	সবগুলো

ইউনিয়ন	কালভার্টের নাম	রাস্তা, নদী বা খালের উপরে	ওয়ার্ড	কাজ করে কিনা
মহেশখালী **৪৪টি**	কালভার্ট, দুইচ্ছা বাপের ডালার কালভার্ট	পথে ও দুইচ্ছার ছড়া		কাজ করে
	ফরেষ্ট অফিস কালভার্ট (৩টি),	পেপের ছড়া ও মাহমুদ উল্লাহ ঘোনার ছড়া	৪ নং ওয়ার্ড	সবগুলো কাজ করে
	মুনাজান কালভার্ট, কালামিয়া বলী কালভার্ট, মহিদ্দুল্লাহ মাদ্রাসা কালভার্ট, পেটাইন্ন্যা বাপের কালভার্ট (২টি), আসরাফ আলী ঘেনা কালভার্ট, আসরাফ আলী ঘেনা জামে মসজিদ কালভার্ট, সিদ্দিক এর বাপের কালভার্ট, দ: কুল কালভার্ট	পুটির ছড়ী খাল পাহাড়ের পানি প্রবাহিত ও জমির পানি নিষ্কাশনের পথে	৫ নং ওয়ার্ড	সবগুলো কাজ করে
	মুদিরছড়া মাইজ পাড়া কালভার্ট (২টি), মাইজ পাড়া কালভার্ট, হিম ছড়ি কুপের কালভার্ট, মুদির ছড়া ফুলু মিয়া কালভার্ট, মুদির ছড়া আবুল হোছন বাড়ী পাশে কালভার্ট, মুদির ছড়া আমিন সওদাগর বাড়ী পাশে কালভার্ট, মুদিরছড়া জামে মসজিদ কালভার্ট, আবু তালেব বাড়ির সামনে কালভার্ট, আহমদিয়া কাট ঘোনাপাড়া কার্লভাট, বাসকাট ঘোনার কালভার্ট (২টি), পুটির ছড়া কালভার্ট (২টি),	মুখখালী ছড়া, উজির ছড়া, পুটির ছড়া খাল, রং ঝরা ছড়া, হিমছড়ি ছড়া ও পাহাড়ের পানি প্রবাহিত ও জমির পানি নিষ্কাশনের পথে	৬ নং ওয়ার্ড	সবগুলো কাজ করে
	রাহাতজান পাড়া কালভার্ট (২টি),মৌং পাড়া কালভার্ট, নুরুলের দোকানের প: পাশে কালভার্ট, ডেইল পাড়া কবরস্থান কালভার্ট (২টি), পাহাড় ঠাকুর তলা কালভার্ট (৩টি), তুফান আলী রাস্তা কালভার্ট (২টি),	দক্ষিণ নল বিলা ছড়া, পাহাড়ের পানি প্রবাহিত ও জমির পানি নিষ্কাশনের পথে	৭ নং ওয়ার্ড	সবগুলো কাজ করে
	পশ্চিম ঠাকুরতলা কালভার্ট	মাছের ঘোনা ছড়ায়	৮ নং ওয়ার্ড	কাজ করে
	পাহাড় ঠাকুর তলা কালভার্ট, জলদাস পাড়া কালভার্ট, ঠাকুরতলা কালভার্ট, মধ্যম ঠাকুর তলা কালভার্ট	মগের ঘেনা ছড়া নাল জমির উপরে	৯ নং ওয়ার্ড নং ওয়ার্ড	সবগুলো কাজ করে

ইউনিয়ন	কালভার্টের নাম	রাস্তা, নদী বা খালের উপরে	ওয়ার্ড	কাজ করে কিনা
ধলঘাটা **৩টি**	উত্তর মহুরী ঘোনা ও নাসির মো: ডেইল	মাদ্রাসা খাল ও ঘোনা খাল	১নং ওয়ার্ড (২টি)	২টি কাজ করে
	সিকদার পাড়া কালভার্ট	সিকদার পাড়া খাল	৫ নং ওয়ার্ড	কাজ করে
হোয়ানক **১৬টি**	কালগাজীর পাড়া পশিম রাস্তার কালভার্ট - ২ টি	কালাগাজীর ছড়া	২নং ওয়ার্ড	সবগুলো কাজ করে
	কাঠালতলী পাড়া রাস্তা কালভার্ট - ৩টি	কালাগাজীর ছড়া	৩ নং ওয়ার্ড	সবগুলো কাজ করে
	বানিয়া কাটা কালভার্ট	বানিয়া কাটা ছড়া	৪ নং ওয়ার্ড	কাজ করে
	বড়ছড়া পূর্ব কালভার্ট - ২টি বড়ছড়া পশ্চিম কালভার্ট আলগাদিয়া কালভার্ট	বড় ছড়া	৫ নং ওয়ার্ড	সবগুলো কাজ করে
	মধ্যম রাজুয়ার ঘোনা পূর্ব কালভার্ট	রাজুয়ারঘোনা ছড়া	৬ নং ওয়ার্ড	কাজ করে
	নয়পাড়া পূর্ব কালভার্ট - ২ টি নয়পাড়া পশ্চিম কালভার্ট	কেরুন তলী ছড়া	৭ নং ওয়ার্ড	সবগুলো কাজ করে
	পানির ছড়া মধ্যম কালভার্ট -২টি	পানিরছড়া ছড়া	৯নং ওয়ার্ড	কাজ করে
কালামারছড়া **৪২টি**	চাককাটা ঘেনা কালভার্ট বড়ুয়া চিতায় কালভার্ট বড়ুয়া পাড়ার মধ্যম কালভার্ট	চাককাটা ঘেনা বড়ুয়া চিতা বড়ুয়া পাড়া	১ নং ওয়ার্ড	কাজ করে
	বড়ুয়া বাজার কালভার্ট সাহেব মিয়া দক্ষিণ কালভার্ট আফজালিয়া পাড়ায় কালভার্ট মৌ: ইয়াকুবের কালভার্ট আফজালিয়া পাড়া কালভার্ট	বড়ুয়া বাজার রাস্তা সাহেব মিয়া ঘাটা মৌ: ইয়াকুবের দ: পাশের রাস্তা আফজালিয়া পাড়া রাস্তা	২ নং ওয়ার্ড	কাজ করে
	ইউনুছ খালী কালভার্ট নাসির উদ্দিন চৌ:উচ্চ বি: কালভার্ট মাইজ পাড়া কালভার্ট - ২টি	ইউনুছ খালী রাস্তা বাজারের উ: পাশে নাসির উদ্দিন চৌ: উচ্চ বি: রোড মাইজ পাড়া রাস্তা	৩ নং ওয়ার্ড	কাজ করে
	মারাক্কা ঘোনা কালভার্ট - ২টি উত্তর ঝাপুয়া আ: মাদ্রাসা কালভার্ট ঝাপুয়া কালভার্ট - ৪টি ঝাপুয়া পাহাড় তলী কালভার্ট	মারাক্কা ঘোনা রাস্তা উত্তর ঝাপুয়া মাদ্রাসা রোড ঝাপুয়া রাস্তা ঝাপুয়া পাহাড় তলী রাস্তা	৪ নং ওয়ার্ড	কাজ করে
	দ: ঝাপুয়া কালভার্ট চিকিনী ছড়া কালভার্ট	দ: ঝাপুয়া রাস্তা চিকিনী ছড়া	৫ নং ওয়ার্ড	কাজ করে
	জাম গাছ তলা কালভার্ট সোনা পাড়া কালভার্ট নয়া পাড়া কালভার্ট- ৫টি আফতাব আলী কালভার্ট	জাম গাছ তলা ছড়া সোনা পাড়া রাস্তা নয়া পাড়া রাস্তা আফতাব আলী ছড়া	৬ নং ওয়ার্ড	কাজ করে

ইউনিয়ন	কালভার্টের নাম	রাস্তা, নদী বা খালের উপরে	ওয়ার্ড	কাজ করে কিনা
	কালারমারছড়া উচ্চ বি: কালভার্ট সামিয়া ঘোনা কালভার্ট- ৪টি ফকির জুম পাড়া কালভার্ট লাল মিয়ার পাড়া কালভার্ট	কালারমারছড়া উ: বি: রাস্তা সামিয়া ঘোনা রাস্তা ফকির জুম পাড়া রাস্তা লাল মিয়ার পাড়া রাস্তা	৭ নং ওয়ার্ড	কাজ করে
	নুনা ছড়ি কালভার্ট	নুনা ছড়ি রাস্তা	৮ নং ওয়ার্ড	কাজ করে
	আধার ঘেনা কালভার্ট মিঝির পাড়া কালভার্ট - ৩টি	আধার ঘেনা রাস্তা মিঝির পাড়া রাস্তা	৯ নং ওয়ার্ড	কাজ করে
কুতুবজুম **৮টি**	কালামিয়া বাজার প: পাড়া কালভার্ট চান্দা কাটা কালভার্ট	চলাচলের রাস্তায় ও জমির পানি নিষ্কাশন	৫ নং ওয়ার্ড	কাজ করে
	দৈলার পাড়া কালভার্ট মগকাট কালভার্ট - ২ টি	দৈলার পাড়া ছড়া মগকাটা ছড়া	৬ নং ওয়ার্ড	কাজ করে
	পাঁচআনা ঘেনা কালভার্ট - ২ টি গুচ্ছ গ্রাম কালভার্ট	পাঁচ আনা ঘোনা ছড়া চলাচলের রাস্তায় ও জমির পানি নিষ্কাশনের পথ	৩ নং ওয়ার্ড	কাজ করে
মাতারবাড়ি **২৬টি**	দ: রাজঘাট খাতুন বাপের মসজিদ কালভার্ট বড় খুদা বড় কালভার্ট	রাস্তার পানি নিষ্কাশনের পথ রাংঙ্গাখালী খাল	৩ নং ওয়ার্ড	কাজ করে
	নতুন রাস্তার কালভার্ট লাইল্যা ঘোনা হাজী বোদা মিয়া বাড়ি সংলগ্ন কালভার্ট ইউনিয়ন পরিষদ সংলগ্ন কালভার্ট মন হাজির পাড়ায় সংলগ্ন কালভার্ট	রাস্তা ও জমির পানি নিষ্কাশনের পথ	৪ নং ওয়ার্ড	কাজ করে
	মজিদিয়া মাদ্রাসা সংলগ্ন কালভার্ট ওয়াজ উদ্দিনের রাস্তার বলির পাড়া সংলগ্ন কালভার্ট	জমির পানি নিষ্কাশনের পথ	৫ নং ওয়ার্ড	কাজ করে
	উত্তর রাজঘাট কালভার্ট উ: রাজঘাট ইউনুছ মিয়া মাদ্রাসা কালভার্ট	রাংঙ্গাখালী খাল পানি নিষ্কাশনের পথ	৩ নং ওয়ার্ড	কাজ করে
	ওয়াপদা পাড়া রাস্তা সংলগ্ন কালভার্ট খন্দার বিলের রাস্তার পূর্ব পাশ সংলগ্ন কালভার্ট মৌ: ওকিল আহমেদের বাড়ি সংলগ্ন কালভার্ট সিকদার পাড়া সংলগ্ন কালভার্ট বানিয়া কাটা সংলগ্ন কালভার্ট	রাংঙ্গাখালী খাল জমির পানি নিষ্কাশনের পথ রাস্তার পানি নিষ্কাশনের পথ	২ নং ওয়ার্ড	কাজ করে
	মাঝের ডেইল সংলগ্ন কালভার্ট মশরফ আলী সিকদার পাড়া সংলগ্ন কালভার্ট নয়া পাড়া রাস্তা সংলগ্ন কালভার্ট ফুলজান মুড়া রাস্তা সংলগ্ন কালভার্ট	জমির পানি নিষ্কাশনের পথ রাস্তার পানি নিষ্কাশনের পথ	৭ নং ওয়ার্ড	কাজ করে

ইউনিয়ন	কালভার্টের নাম	রাস্তা, নদী বা খালের উপরে	ওয়ার্ড	কাজ করে কিনা
	মগডেইল হইতে সাইরার ডেইল রাস্তার সংযোগ কালভার্ট বিশ্ব খালের মাথা সংলগ্ন কালভার্ট উপরের গুদার খাল সংলগ্ন কালভার্ট	রাস্তার পানি নিষ্কাশনের পথ বিশ্ব খাল উপরের গুদার খাল	৮ নং ওয়ার্ড	কাজ করে
	বোলখালী কালভার্ট কালিকা মাদ্রাসা সংলগ্ন কালভার্ট হালিমা বাপের রাস্তার মাথার কালভার্ট - ২টি	বোলখালী খাল রাস্তার পানি নিষ্কাশনের পথ	৯ নং ওয়ার্ড	কাজ করে
শাপলাপুর **৪৮টি**	মধ্যম সাইট মারা কবরস্থান কালভার্ট পশ্চিম ছড়া সংলগ্ন কালভার্ট অইট্টাল গাছের ঝিড়ি কালভার্ট ইদ্রিস মিয়া বাড়ী সংলগ্ন কালভার্ট আব্দু শুক্কুরের বাড়ী সংলগ্ন কালভার্ট মো: সুলইমান এর বাড়ী সংলগ্ন কালভার্ট উত্তর সাইট মারা মো: নাছিমের বাড়ী সংলগ্ন কালভার্ট ঠান্ডা মিয়া সড়ক এর কালভার্ট - ২ টি ঝাপুয়া রাস্তার কালভার্ট - ৩ টি	নাপিতার ঝিরি ছড়া পশ্চিম ছড়া অইট্টাল গাছের ঝিড়ি জমির পানি নিষ্কাশন পাহাড়ের পানি চলাচলের পথ	১নং ওয়ার্ড	কাজ করে
	পাহাড় তলী ঢালার কালর্ভাট - ৪ টি চিকনী পাড়া রাস্তার কালর্ভাট - ২ টি মৌ: আব্দুল কাদের সড়ক এর কালর্ভাট - ২ টি মৃত: সিদ্দিক আহম্মদ সড়ক সংলগ্ন কালর্ভাট	পাহাড়ের পানি চলাচলের পথ চলাচলের রাস্তার পানি নিষ্কাশনের পথে	২ নং ওয়ার্ড	কাজ করে
	মিঠাছড়ি দ: ও পশ্চি: পাড়া সংলগ্ন কালর্ভাট - ২ টি মিঠাছড়ি বাজার সংলগ্ন কালর্ভাট জালাল আহমদ স: দোকান সংলগ্ন কালর্ভাট হিন্দু পাড়া রাস্তা সংলগ্ন কালর্ভাট চিত্ত মাষ্টার বাড়ী সংলগ্ন কালর্ভাট	জমির পানি নিষ্কাষনে ফুল মাইন্ন্যা ঝিরির ছাড়া জমির পানি নিষ্কাশনের পথে	৩ নং ওয়ার্ড	কাজ করে
	পূর্ব মৌ: কাটা রাস্তা সংলগ্ন কালর্ভাট - ৩ টি হযরত আনোয়ার আলী শাহ: মাজার সংলগ্ন কালভার্ট	চলাচলের রাস্তার পানি নিষ্কাশনের পথে জমির পানি নিষ্কাশনের পথে	৪নং ওয়ার্ডে	কাজ করে

ইউনিয়ন	কালভার্টের নাম	রাস্তা, নদী বা খালের উপরে	ওয়ার্ড	কাজ করে কিনা
	মনিপুর রাস্তার কালভার্ট জামে মসজিদ সংলগ্ন দ: পাশের রাস্তার কালর্ভাট মগ পাড়া রাস্তা সংলগ্ন কালর্ভাট শাপলাপুর বনবিট সংলগ্ন রাস্তার কালর্ভাট - ৩ টি	জমির পানি নিষ্কাষনে	৫নং ওয়ার্ড	কাজ করে
	পুইছড়ি পাড়া রাস্তার কালর্ভট - ২ টি ধুইল্যা ছড়ি পাড়া রাস্তার কালর্ভট - ২ টি	জমির পানি নিষ্কাশনের পথে	৬নং ওয়ার্ড	কাজ করে
	ঘোনা পাড়া রাস্তার কালর্ভাট	জমির পানি নিষ্কাশনের পথে	৭ নং ওয়ার্ডে	কাজ করে
	মুড়ং ঘোনা রাস্তা সংলগ্ন কালর্ভাট	পাহাড়ের পানি চলাচলের পথ	৮ নং ওয়ার্ডে	হ্যাঁ
	বাড়ীয়া পাড়া দ: পাশের কালর্ভাট	জমির পানি	৮ নং ওয়ার্ডে	হ্যাঁ
	সাদেকের কাটা বাজারের দ: পাশের কালর্ভাট	জমির পানি নিষ্কাষনে	৮ নং ওয়ার্ডে	হ্যাঁ
	দ্বিনেশপুর বন বিট অফিস সংলগ্ন কালর্ভাট	পাহাড়ের পানি চলাচলের পথ	৯ নং ওয়ার্ডে	ঝুঁকি পূর্ণ
	কবির স: এর বাড়ী সংলগ্ন কালর্ভাট	পাহাড়ের পানি চলাচলের পথ	৯ নং ওয়ার্ডে	হ্যাঁ
	খুইল্যা মিয়ার বাড়ী সংলগ্ন কালর্ভাট	চলাচলের রাস্তার পানি নিষ্কাষনে	৯ নং ওয়ার্ডে	ঝুঁকি পূর্ণ
মহেশখালী পৌরসভা **৩৫টি**	হাজী মোব্বরক আলী সড়ক কালভার্ট - ২ টি ফজলে বাপের রাস্তা সংলগ্ন কালভার্ট	জমির পানি নিষ্কাশনের পথ ও চলাচলের রাস্তায়	২ নং ওয়ার্ড	কাজ করে
	দাশী মাঝির পাড়া মসজিদ সংলগ্ন কালভার্ট মশারফ আলী পাড়া পশ্চিম রাস্তা সংলগ্ন কালভার্ট - ৩ টি কলেজ পাড়া রাস্তা সংলগ্ন কালভার্ট খালেদ বিন ওয়ালিদ মাদ্রাসার পূর্ব পাশ সংলগ্ন কালভার্ট খালেদ বিন ওয়ালিদ মাদ্রাসার পশ্চিম পাশ সংলগ্ন কালভার্ট - ২ টি	জমির পানি নিষ্কাশনের পথ ও চলাচলের রাস্তায় জমির সরকারী ছড়া	৩ নং ওয়ার্ড	কাজ করে

ইউনিয়ন	কালভার্টের নাম	রাস্তা, নদী বা খালের উপরে	ওয়ার্ড	কাজ করে কিনা
	বড়রাখাইন পাড়া মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র সংলগ্ন কালভার্ট দ: রাখাইন পাড়া লাসা পুকুর সংলগ্ন কালভার্ট	পানি নিষ্কাশনের পথ ও চলাচলের রাস্তায়	৪ নং ওয়ার্ড	কাজ করে
	পূর্ব ঘোনা পাড়া মসজিদের সংলগ্ন কালভার্ট সি বিচ রোড এর ছইন্নার পাড়া সংযোগ কালভার্ট - ৪ টি দ: ঘোনার পাড়া কালভার্ট পশ্চিম: ঘোনার পাড়া কালভার্ট	পানি নিষ্কাশনের পথ ও চলাচলের রাস্তায়	৫নং ওয়ার্ড	কাজ করে
	বলরাম পাড়া রাস্তা সংলগ্ন কালভার্ট - ৩ টি উপজেলা ভবনের পেছনের রাস্তার কালভার্ট - ২ টি	পানি নিষ্কাশনের পথ ও চলাচলের রাস্তায়	৬নং ওয়ার্ড	কাজ করে
	গোরকঘাটা লামা বাজার সংলগ্ন কালভার্ট আদালত পাড়া সংলগ্ন কালভার্ট মৌ: সফির বাড়ী সংলগ্ন কালভার্ট	চলাচলের রাস্তায় জমির পানি নিষ্কাশনের পথ ও চলাচলের রাস্তায়	৭নং ওয়ার্ড	কাজ করে
	পশ্চিম সিকদার পাড়া মাছ বাজার সংলগ্ন কালভার্ট সিকদার পাড়া কালভার্ট হাজী সিরাজ সওদাগর এর বাড়ী সংলগ্ন কালভার্ট পশ্চিম পাড়া ইছলাম খলিফার বাড়ী সংলগ্ন কালভার্ট	চলাচলের রাস্তায় বক্করী বাপের ছড়া	৮নং ওয়ার্ড	কাজ করে ঝুঁকি পূর্ণ কাজ করে কাজ করে
	লিডার সিপ ইউনির্ভসিটির সংলগ্ন কালভার্ট ডাক্তার নুরূল আমিনের বাড়ী সংলগ্ন কালভার্ট সিরাজুল ইছলাম সওদাগরের বাড়ী সংলগ্ন কালভার্ট	জমির পানি নিষ্কাশনের পথ জমির পানি নিষকাশন বক্করী বাপের ছাড় বক্করী বাপের ছাড়	৯নং ওয়ার্ড	কাজ করে

সংযুক্তি: ১০

বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন অনুষ্ঠান সূচী

বেতার কেন্দ্র	অনুষ্ঠানের নাম	সময়	বার
ঢাকা- ক	কৃষি সমাচার	সকাল ৬.৫৫-৭.০০	প্রতিদিন
	সুখের ঠিকানা	সকাল ৭.২৫-৭.৩০	প্রতিদিন
	স্বাস্থ্যই সুখের মূল	সকাল ১১.৩০-১২.০০	শুক্রবার বাদে প্রতিদিন
	সোনালী ফসল	সন্ধ্যা ০৬০৫.০৬.৩৫	প্রতিদিন
	আবহাওয়া বার্তা	সন্ধ্যা ০৬.৫০-০৭.০০ প্রতিদিন	প্রতিদিন
চট্রগ্রাম	কৃষিকথা	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	কৃষি খামার	সন্ধ্যা ০৬.১০-০৬.৫০	সোমবার বাদে প্রতিদিন
	সুখী সংসার	রাত ০৮.১০-০৮.৩০	শুক্রবারবাদে প্রতিদিন
রাজশাহী	ক্ষেত খামার সমাচার	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	সবুজ বাংলা	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.৫০	প্রতিদিন
খুলনা	স্বাস্থ্য তথ্য	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	কৃষি সমাচার	বিকেল ০৪.২০-০৪.৩০	প্রতিদিন
	চাষাবাদ	সন্ধ্যা ০৬.১০-০৬.৫০	প্রতিদিন
রংপুর	সুখের ঠিকানা	সকাল ০৭.২৫-০৭.৩০	প্রতিদিন
	ক্ষেত খামারে	সন্ধ্যা ০৬.০৫০৬.৩৫	প্রতিদিন
সিলেট	আজকের চাষাবাদ	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	সুখের ঠিকানা	সকাল ০৭.২৫-০৭.৩০	প্রতিদিন
	শ্যামল সিলেট	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.৫০	শুক্রবারবাদে প্রতিদিন
ঠাকুরগাঁও	কিষাণ মাটি দেশ	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.২৫	শনি, সোম ও বুধবার
কক্সবাজার	আজকের কৃষি	বিকেল ০৩.০৭-০৩.১০	প্রতিদিন
	সোনালী প্রান্তর	বিকেল ০৩.৪০-০৩.৪৫	মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার
বরিশাল	কৃষি কথা	বিকেল ০৩.১৫-০৩.৩০	শনি ও বুধবার বাদে প্রতিদিন
	ছোট পরিবার	বিকেল ০৩.৩৫-০৩.৫০	সোম, বুধ ও শুক্রবার বাদে প্রতিদিন
রাঙ্গামাটি	জীবনের জন্য	দুপুর ০১.৫০-০১.৫৫	প্রতিদিন
	খামার বাড়ী	বিকেল ০৩.০৫-০৩.১৫	প্রতিদিন

*** সন্ধ্যা ৬.৫০মিনিটে আবহাওয়া বার্তা সকল কেন্দ্র হতে একযোগে প্রচারিত হয়।**

কমিউনিটি রেডিও এর প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন অনুষ্ঠান সূচী

বেতার কেন্দ্র	অনুষ্ঠানের নাম	অবস্থান	সময়	বার
রেডিও নাফ, এ্যালায়েন্স ফর কোঅপারেশন এ্যন্ড লিগ্যাল এইড ইন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত	সমাজের কল্যাণার্থে নির্দিষ্ট সমাজ ভিত্তিক উদ্যোগের মাধ্যমে সম্প্রচার ব্যবস্থা	টেকনাফ উপজেলা, কক্সবাজার জেলা		

- **উপসংহারঃ**

কর্মপরিকল্পনাটি প্রণয়নে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং এলাকায় বসবাসকারী স্থানীয় জনগণ সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন। তাদের নিষ্ঠা ও অক্লান্ত পরিশ্রম এই পরিকল্পনা প্রণয়নে যথার্থ অবদান রেখেছে। জনগণের দেয়া সকল তথ্য, তত্ব ও ধারণাকে ধারণ করে উপজেলার 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন' বিষয়ক প্রতিবেদনটি সম্পন্ন করা হয়েছে। পরিকল্পনাটি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে দুর্যোগে স্থানীয় ঝুঁকিসমূহ হ্রাস পাবে এবং অনেকাংশে জনগণের জীবন ও সহায় সম্পত্তির ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।

তথ্যসূত্রঃ

মহেশখালী উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, উপজেলা নির্বাচন অফিস, উপজেলা কৃষি অফিস, উপজেলা পশু সম্পদ বিভাগ, উপজেলা শিক্ষা অফিস, উপজেলা জন স্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ, উপজেলা প্রকৌশল অফিস, উপজেলা পিআইও অফিস, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, কক্সবাজার জেলা আবহাওয়া অফিস, সিপিসি, কর্মরত এনজিও, ইউনিয়ন পরিষদ, ইউনিয়ন ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং এলাকায় দীর্ঘদিন বসবাসকারী প্রবীণ ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ।

কম্প্রেহেনসিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি ২)

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়